উদ্বোধন

শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী

প্রাপ্তিস্থান
রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস
২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা

প্রকাশক : শ্রীসুব্রত রায় চৌধুরী
পি ৪৯০, সাদার্ন অ্যাভেনিউ
"দিগন্তিকা"
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৩৫১

মূল্য : তিন টাকা বারো আনা

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো,
হইতে শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্জন

জীবনে দেখেছি যে মানুষকে

আর

কল্পনায় জেনেছি যে মানুষকে

সেই **মানুষের**

হাতেই তুলে দিলাম আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার

"উদ্বোধন"

বাবা,

যে আলোকে হ'ল মোর
উদ্বোধন
নবীন আশার, শুভ কল্পনার—
চিরশুভ্র প্রভাতের সে আলো এসেছে
তোমার দীপ্ত আঁখি হতে।

আজিকার দিনে
শুধু করো আশীর্বাদ—
রুদ্রের তৃতীয় নয়ন-সম
সে আলোক যেন জ্বলে মোর
জীবনের
সব উদ্বোধনের
ললাটের মাঝে চিরনিষ্কম্প শিখায়।

নিবেদন

যাদের নিরন্তর উৎসাহ ও অকাতর পরিশ্রম ছাড়া 'উদ্বোধন' কখনোই মুদ্রণকক্ষে প্রবেশ করতে পারত না, আজ সকলের আগে আমার সেই বন্ধুত্রয়—শ্রীদেবীপ্রসন্ন কুশারী, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ জানানো উচিত; কিন্তু ঔচিত্যের মধ্যে পড়লেও ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের বন্ধুত্বকে অপমান করব না। এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়েছে আমার ভ্রাতৃবন্ধু প্রীতিভাজন শ্রীশ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী। কাছে-এসে-পড়া এম. এ. পরীক্ষার তাড়াকে উপেক্ষা ক'রে শ্যামাপ্রসাদ এই যে প্রচ্ছদপটটি এঁকে দিল, এর ফলে আমাদের প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ়, অটুট হ'ল—তাকে বলবার মত এর বেশী আর কিছুই আমার নেই। আমার পূজনীয় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার এম.এ., পি.এইচ.ডি. মহোদয় এই গ্রন্থের পরিচিতি লিখে দিয়ে তাঁর অসীম ছাত্রপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন; তাঁকে আমার সভক্তি প্রণাম জানাচ্ছি।

এই গ্রন্থটিকে নির্ভুল ক'রে ছাপাবার জন্য শ্রদ্ধাস্পদ সুবলদা প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন, সেজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তবু হয়তো ভুল চুক র'য়ে গেছে। কিন্তু তার জন্যে দায়ী মানুষের সাধ্যের সীমাবদ্ধতা। ভবিষ্যতে সে ভুলগুলিকে সংশোধন ক'রে দেবার ইচ্ছে রইল। ছাপার সম্বন্ধে আরেকটি কথা বলা দরকার। এই গ্রন্থে 'মিস্টার' বানানে 'স্ট' ও 'ষ্ট' দুটোই ব্যবহার করা হয়েছে। আগাগোড়া 'স্ট' রাখবার ইচ্ছে থাকলেও লঙ্‌প্রাইমার টাইপে 'স্ট'এর অভাব থাকায় বাধ্য হয়ে

নির্দেশাংশগুলিতে 'ষ্ট' ব্যবহার করতে হয়েছে। আশা করি, সেটা দোষনীয় ব'লে গণ্য হবে না।

"দিগন্তিকা"
১লা বৈশাখ ১৩৫১

গ্রন্থকার

গ্রন্থ-পরিচিতি

কল্যাণভাজন 'মৈত্রেয়ী'-লেখক শুভব্রতের নবীন পুস্তক 'উদ্বোধন'; তাঁর প্রথম পুস্তকে যে সুখ্যাতি হয়েছিল, এ পুস্তকেও তা অটুট থাকবে। তাঁর লেখায় আছে স্বচ্ছতা, কমনীয়তা ও ভাবোজ্জ্বল বিকাশ। সুদক্ষ চিত্রকরের ন্যায় নাট্যভূমিকায় চরিত্রগুলি এমনি উপস্থিত করেছেন যে সমস্ত প্রেক্ষাটি হয়েছে গতিচ্ছন্দে অনুপ্রাণিত, অন্তর হয় নানা ভাবে আলোড়িত ও ঔৎসুক্যে পূর্ণ, ঘটনাপ্রবাহ এমনি হয়েছে যে প্রতিমুহূর্তের ঘটনা সমাবেশের জন্য ভাব-স্তব্ধ চিত্ত হয় আকুলিত। দৃশ্যের পর দৃশ্য এসে বিস্মিত করে, কিন্তু পূর্ব্বে তার কোন আভাস প্রতিফলিত করে না, প্রত্যেকটি দৃশ্য যেন আকস্মিকতার আনন্দে পূর্ণ।

চরিত্রগুলির বিকাশ হয়েছে স্বাভাবিক, রূপান্তর নিয়েছে সহজ গতি, কারণ সুন্দর ও অসুন্দরের দ্বন্দ্ব থাকলেও মানুষের স্বভাব ধাবিত হয় সুন্দরেব ও মঙ্গলের দিকে। যা কিছু কুৎসিত তার উৎপত্তি হয় বুদ্ধির দৈন্যে, সেই দৈন্য মুছে যায় জীবনের সংঘর্ষে। সংঘর্ষ জীবনে আসে, জীবনকে বিনাশ করতে নয়, তাকে বিকাশের মর্য্যাদায় পূর্ণ করতে। এই সংঘর্ষ আছে ব'লেই সত্য মিথ্যা, সুন্দর অসুন্দরের দ্বন্দ্বে জীবন-নাট্য হয়েছে এত অর্থপূর্ণ, এত মহিমাময়।

'উদ্বোধন' নাট্যভূমিকায় আছে এমন একটি দ্বন্দ্ব যা আলোড়িত করেছে আজ মনস্বীদের চিন্তাকে। সমাজের ভিতরে উচ্চনীচের ধনীদরিদ্রের বৈষম্যের কোন সমাধান হয় কি না এই হচ্ছে প্রশ্ন। মানুষ কি স্বভাবতই উচ্চনীচ হয়ে জন্মগ্রহণ করে, না সমাজের চাপে মানুষের শক্তি এমনি নিয়ন্ত্রিত হয় যে কেহ হয় সাধু, কেহ বা হয় অসাধু? বিষয়টি জটিল। Plato বলেছেন, মানুষ স্বভাবতই সুন্দর (good), কিন্তু এই

সুন্দর মানুষ কেন হয় অসুন্দর এই প্রশ্ন সত্যই জটিল। আজকালকার মনস্বীরা এই অসৌন্দর্য্যের কারণ দেখতে পান বাইরে, ভিতরে নয়। বাইরের অবস্থার অসামঞ্জস্যে মানুষে মানুষে হয় এত ভেদ। একদিক থেকে ধনীর ভূতি ও ঐশ্বর্য্য তাকে ক'রে তোলে যেমন বিলাসপরায়ণ, আরেক দিক থেকে দরিদ্রের অভাব তাকে ক'রে ফেলে শরীর ও মনস্বিতায় ঠিক তেমনি ক্লিষ্ট। এই ব্যবস্থা যে কোথাও শুভ্র ফল বিকাশ করছে না, এই হয়েছে গ্রন্থের মূল কথা। তাই সমাজের নূতন ব্যবস্থার দিকে সকলের চিত্ত যেমন আকৃষ্ট হয়েছে, 'উদ্বোধন'-প্রণেতার চিত্তও তেমনিই আকৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু লেখক মনে করেন, এই অসমঞ্জস পরিস্থিতি দূরীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রেষ্ঠ সাম্যের সমাজ আসতে পারে না—হয়তো আসে, কিন্তু কিছুদিনের জন্য। কেননা, যুগ যুগ ধ'রে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার অন্যায় অসংগতি মানুষকে তার প্রকৃত সুন্দরের পরিচয়েব কথা ভুলিয়ে দিয়ে তাকে লোভে মোহে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। এই যে আচ্ছাদন— এ এখন এত ঘনীভূত হয়ে উঠেছে যে এখন শুধু কেবল সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের সাহায্যে একে ঘুচিযে ফেলা যাবে না; লেখকের মতে তার সঙ্গে লাগবে মানুষের মনের পরিবর্ত্তন, যে পবিবর্ত্তন আসবে তার নিজের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ চেতনার মধ্য দিয়ে, তার পূর্ণবিকশিত আত্মবোধেব মধ্য দিয়ে।

তাই গ্রন্থের নায়ক চেয়েছে এমন একটি নবীন সমাজ গড়তে যেখানে থাকবে না ধন ও আভিজাত্যের গৌরব—যেখানে স্ফূর্ত্ত হয়ে উঠবে জীবন সাম্য ও স্বাধীনতার ছন্দে, এক বিরাট আত্মবোধ জেগে উঠবে সমাজ-শরীরে—যেখানে বাস করবে "শুধু মানুষ, প্রকৃত মানুষ"। এর জন্য তার সংগ্রাম করতে হয়েছে, নিজের সুখস্বপ্ন বিসর্জ্জন দিতে হয়েছে। আদর্শ স্বভাবত সংক্রামক হ'লেও কোন ব্যক্তির ভিতর তাহা মূর্ত্ত না

হ'লে তার শক্তির স্ফূর্তি হয় না। প্রদীপের চরিত্রপ্রতিভা এমনি ক'রে সমাজে নবীন বিধান গঠন করতে নিজের ওপর মিথ্যা অভিযোগ সানন্দে বরণ ক'রে নিল। ধনিকসম্প্রদায়ের অগ্রণী তার খুল্লতাতকে এই আত্মোৎসর্গের দ্বারা রূপান্তরিত ক'রে তার আদর্শে অনুপ্রাণিত করল। নায়কের নমনীয়তা ও দৃঢ়তা, উচ্চতা ও বিশালতা, স্বভাবমাধুর্য্য ও বন্ধুপ্রীতি চিত্তাকর্ষক। প্রেম তাকে কর্ত্তব্যের কঠিন পথ হতে বিচ্যুত করে নি, বরং সোল্লাসে ভোগৈশ্বর্য্যকে সহজে ত্যাগ করতে উদ্বোধিত করেছে। প্রেমদৃপ্ত প্রতিভার মাধুর্য্যে বন্ধুবান্ধবকে, স্বীয় জননীকে, ভাবী জীবনসঙ্গিনীকে বিস্মিত মুগ্ধ দীপ্ত ক'রে সে চ'লে গেল সকলের চক্ষুর অন্তরালে, কঠোর ব্রতচারীর ন্যায়; নবীন যজ্ঞের হোতার অসামান্য চরিত্রই আনে অনুষ্ঠানের সফলতা। বিশ্বাসের দীপ্ত হোমাগ্নির শিখা বিচ্ছুরিত হয়ে কিরূপে সকলের চিত্ত মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে, তা নৈপুণ্যসহকারে দেখানো হয়েছে। নব-জীবন-যজ্ঞের ঋত্বিকের মুখে তাই শুনতে পাই, "আমি জানি, মানুষের স্বভাবকে বদলে আমরা মানুষকে প্রকৃত মানুষ ক'রে তুলতে পারব। আমাদের নূতন মানুষের যে ভাবী সমাজ হবে, তারি উদ্বোধন হ'ল আজ···আমি জানি, এ উদ্বোধন কখনো ব্যর্থ হবে না।"

কলিকাতা
১৬ই জানুয়ারি, ১৯৪৪

শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার
(এম. এ., পি-এইচ. ডি.)

চরিত্র

মিস্টার বিজয় দত্ত

মিস্টার অবিনাশ মুখার্জি

আচার্যদেব

রমেশবাবু

প্রদীপ — প্রদীপের মা

সমীর — হিরণ্ময়ী দেবী

মিহির — শান্তি

সুজিত — লীনা

মনোজ — দীপ্তি

বিপিন — গৌরী

ডাক্তার

ইন্সপেক্টর

ম্যানেজার

সত্যেন

ও

এরা ওরা তারা।

"সুপ্তির তিমির বক্ষ দীর্ণ করে তেজস্বী তাপস
দীপ্তির কৃপাণে,
বীরের দক্ষিণ হস্ত মুক্তিমন্ত্রে বজ্র করে বশ,
অসত্যেরে হানে ॥"

রবীন্দ্রনাথ

"All we have willed or hoped or dreamed of
good, shall exist ;"

Browning

উদ্বোধন

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আকাশে তখন অপরাহ্নের ম্লানিমা লাগিয়াছে।

প্রদীপের ড্রইং-রুম। তবে ড্রইং-রুম বলিতে যাহা বোঝা যায় তাহা নয়। ড্রইং-রুমের উপযুক্ত আসবাবপত্রের পরিবর্তে আছে একটি চৌকী—মাদুর-বিছানো, খান পাঁচেক চেয়ার—কোনোটি কাঠের, কোনোটি বা টিনের, কোণে পড়িয়া আছে একটি ছোট টেবিল।

রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, বিবেকানন্দ, শেলী আর বার্নার্ড শ—ইঁহাদের প্রতিকৃতিগুলির মাঝে মাঝে প্রদীপদের কলেজের খেলার টিম, union প্রভৃতির নানাপ্রকারের ছবি দেওয়ালে শোভমান।

প্রদীপ ও সমীর কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিল।

প্রদীপের বয়স তেইশ কি চব্বিশ। প্রথম দর্শনেই প্রদীপের আকৃতি যে মনের উপর রেখাপাত করিয়া যায় সে তার রূপের প্রাখর্যের জন্য নয়। প্রদীপকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে তাহার দেহে-মনে-ছড়ানো এক তেজোদৃপ্ত যৌবনশ্রী। বর্ণ তাহার শ্যাম। ছোট ছোট চোখ দুইটির কালো তারায় অচঞ্চল আত্মবিশ্বাসের দীপ্তি। লোকে বলে আত্মবিশ্বাসের আতিশয্যেই নাকি অহংকারের জন্ম। হয়তো প্রদীপের চোখে সে অহংকারের আভাও লাগিয়া আছে।

সমীর প্রদীপের চেয়ে কিছু লম্বা—বয়স তাহার কাছাকাছিই। ছিপছিপে গড়ন—সুন্দর চেহারা—চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। প্রদীপ ও সমীর—দুইজনের গায়েই খদ্দরের পাঞ্জাবি।

সমীর। (প্রবেশ করিতে করিতে) প্রদীপ, আবার ভেবে দেখ্, কাজটা কি ভালো হ'ল ?

প্রদীপ। দেখ্ সমীর! তোর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আজকের নয়—তুই কি এখনো আমায় চিনলি না ?

সমীর। খুব চিনেছি বাবা !

প্রদীপ। তবে ?

সমীর। জানতাম, সাক্ষী তুই দিবিই। তবু বলছি ভাই, এবার ব্যাপারটা যখন অন্য রকমের—

প্রদীপ। (বাধা দিয়া) হোক অন্য রকমের—তবু অন্যায় তো !

সমীর। (হাসিয়া) কিন্তু, বন্ধু, এবার অন্যায়কারী স্বয়ং তোমার কাকা।

প্রদীপ। জানি।

সমীর। জানিস তো, কিন্তু এটা কেন বুঝছিস না—তাঁর againstএ দাঁড়াচ্ছিস, তোকে এবার পথে না বসিয়ে তিনি কি জলগ্রহণ করবেন ?

প্রদীপ। (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) কাকাবাবু হয়তো এটা সইবেন না, কিন্তু তাই ভেবে একটা অন্যায় অত্যাচারকে স'য়ে যাব ?

সমীর। জানি প্রদীপ জানি—বিজয়বাবু তোরই চোখের ওপর যে অন্যায়টা করেছেন—

প্রদীপ। (উত্তেজিত হইয়া) অন্যায় ? শুধু অন্যায় ব'লেই তুই থেমে যাচ্ছিস ? একজন নিরীহ ভদ্রলোক, তাঁর আশ্রমের জন্যে এলেন

সাহায্য চাইতে—কিছু তাঁকে না দিলেই হ'ত, কিন্তু অমন ক'রে পশুর মত তাকে মারবার কোনো অধিকার কাকাবাবুর ছিল না।

সমীর। (প্রদীপের পিঠে হাত রাখিয়া) সে তো ছিলই না, আর এমন একটা অন্যায় চুপ ক'রে স'য়ে যাওয়া তোর পক্ষে সহজ নয়, তাও বুঝি। তবু বলছি প্রদীপ, বিজয়বাবুর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে তুই ভালো করলি না।

প্রদীপ। (ক্ষণকাল নীরবে পদচারণা করিয়া) সমীর! কাকাবাবুর বিরুদ্ধে সাক্ষী আমি হয়তো দিতাম না। জানি, এতে কাকাবাবুর অসম্মান হবে। কিন্তু কি করব বল্! সুজিতের কথাগুলো কি ভুলে গেলি? সত্যি সমীর, সব জেনেও সাক্ষী না-দেওয়াটাই আমার খুব অন্যায় হ'ত।

এমন সময় প্রদীপের মা ও লীনা প্রবেশ করিল।

বৈধব্যের শুভ্র পরিচ্ছদ প্রদীপের মায়ের পঁয়তাল্লিশ কি ছেচল্লিশ বৎসরের মূর্তিখানিকে পবিত্রতায় ভরিয়া দিয়াছে—তাঁহার স্নেহ-প্রশান্ত মুখের পানে তাকাইলে মুহূর্তে পরিতৃপ্ত আনন্দে মন পূর্ণ হইয়া উঠে।

লীনা তন্বী—আঠারো কি উনিশের মধ্য-পথ বাহিয়া তাহার দীপ্ত যৌবন চলিয়াছে প্রাণভরা মাধুর্যে। পরিধেয় সাগর-নীল শাড়ীখানি তাহার সুগৌর তনুর মন-ভুলানো শ্রীকে মধুরতর করিয়া তুলিয়াছে। সবচেয়ে সুন্দর তাহার চোখ দুইটি—সে চোখের ভাষা বুঝি চির-রহস্যে ঘেরা। কখনো অভিমানের নিবিড় স্তব্ধতা, কখনো আনন্দের উচ্ছল কান্তি সে চোখ দুইটিতে যেন লেপিয়া দিয়াছে স্নিগ্ধ মায়ার অঞ্জন।

প্রদীপের মা ত্বরিত চরণে প্রদীপের কাছে যাইয়া উল্লসিত কণ্ঠে কহিলেন ঃ

প্রদীপের মা। তুই এসেছিস প্রদীপ !

প্রদীপ। (হাসিয়া) হ্যাঁ মা।

প্রদীপের মা। ভেতরে একটা খবরও দিস নি !

প্রদীপ। (মায়ের গলা জড়াইয়া) তুমি বুঝি খুব ভাবছিলে মা ?

প্রদীপের মা। না—

লীনা। (কলকণ্ঠে বাধা দিয়া) ও কি বলছ মাসীমা ?

প্রদীপের মা। দেখ্‌ লীনা, মিছে কথা বলিস না কিন্তু।

লীনা। (প্রদীপের পানে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে) জানো—মাসীমা কী ভাবনাটাই ভাবছিলেন এতক্ষণ ? শেষে আমি বললাম, ব'সে ব'সে অত ভাবার চাইতে চলো, মাসীমা, আমরা কোর্টে চ'লে যাই। তাতে কিন্তু মাসীমা—

সমীর। (তাহার কথার মাঝখানেই) নিয়ে গেলি নে কেন লীনা ? তা হ'লে আর বিপদটা ঘনিয়ে উঠত না।

প্রদীপের মা। (উৎকণ্ঠাভরে) কেন সমীর ? কি হয়েছে রে ? প্রদীপ আবার কিছু গণ্ডগোল বাধাল না কি ?

প্রদীপ। মা ! তুমি বুঝি দিন রাতই ভাবো, তোমার ছেলে কেবল গণ্ডগোলই বাধায় !

সমীর। তা নয় তো কি ? প্রদীপ, আমি আবার বলছি, আজকে এই যে সাক্ষী দিয়ে এলি, এর ফল কিন্তু মোটেই ভালো হবে না। (প্রদীপের মায়ের পানে তাকাইয়া) আচ্ছা মাসীমা ! তুমিও তো বারণ করলে পারতে !

প্রদীপের মা। (যেন চিন্তামুক্ত হইয়া) ও! সাক্ষী দিয়েছে ব'লেই বুঝি তোর ভাবনা!

সমীর। তুমি হাসছ! সাক্ষী দিয়েছে ব'লেই তো আমার ভাবনা।

লীনা। দাদা, ও যে সাক্ষী দেবে সে তো আগেই জানতে। তবু তোমার ভাবনাটা হঠাৎ এমন বেড়ে উঠল কেন?

সমীর। বেড়ে উঠবে না? কোর্ট থেকে বেরুবার সময় প্রদীপের কাকার যে মূর্তিখানি দেখলাম! উঃ! একেই তো উনি কি চীজ্ তা জানি—তার ওপর আবার ওঁরই বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়া! প্রদীপের ভবিষ্যৎ এবার একটু ঘোরালো হয়ে উঠল মাসীমা।

প্রদীপের মা। (একটু শঙ্কাকুল হইয়া) সত্যি প্রদীপ! এর ফল যে কোথায় গড়াবে তাই ভাবছি।

প্রদীপ। মা! তুমি এ কথা বলছ!

এমন সময় নেপথ্যে কাহার গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"প্রদীপ এয়েছে?"—"হ্যাঁ, হুজুর।" উত্তর আসিল।

সমীর। এই রে সেরেছে! তোর কাকা আসছে!

সমীরের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিজয় দত্ত প্রবেশ করিলেন। বিজয় দত্তকে দেখিলে মনে হয় না যে তাঁহার বয়স সাতচল্লিশ কি আটচল্লিশের পর্যায়। মাথায় টাক পড়িতে শুরু করিয়াছে—চুল যাহা আছে তাহাতে পক্বতাব আভাস লাগিয়া গিয়াছে। রোগা, লম্বা, মার্জিত আকৃতি—একটু কুঁজো হইয়া পড়িয়াছেন। কোটরাগত চক্ষু দুইটি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জ্বলিতেছে। ললাট, কপোল, রেখাঙ্কিত হইয়া গিয়াছে—সে রেখাগুলি বয়সের, কি চিন্তার, তাহা বোঝা কঠিন। মূল্যবান্ সাহেবী পরিচ্ছদ তাঁহার পরিধানে।

মিষ্টার দত্তের পশ্চাতে প্রবেশ করিলেন তাঁহার স্ত্রী শান্তি। মাঝারি বয়সের মহিলা—চোখে চশমা। দেখিলেই মনে হয় চেহারাখানিকে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখা অভ্যাস।

মিঃ দত্ত। (প্রধূমিত ক্রোধের অন্তর্বহ্নিতে জ্বলিতে জ্বলিতে) প্রদীপ!

প্রদীপ। আজ্ঞে।

মিঃ দত্ত। তুই সেই **loafer**গুলোর হয়ে আমার **against**এ সাক্ষী দিয়ে এলি!

প্রদীপ। (ধীর কণ্ঠে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

মিঃ দত্ত। "হ্যাঁ"! কথাটা বলতে তোর এতটুকুও বাধলো না! উঃ—(প্রদীপের মায়ের পানে তাকাইয়া) বউদি! ও কি তোমায় জানিয়ে সাক্ষী দিয়েছে?

প্রদীপ। মাকে না জানিয়ে—

মিঃ দত্ত। (হুংকার দিয়া উঠিলেন) Shut up, scoundrel!

প্রদীপের মা। হ্যাঁ, প্রদীপ বলেছিল—কাকাবাবু সেদিন যে ভদ্রলোকটিকে মেরেছেন—

মিঃ দত্ত। (তীব্রকণ্ঠে বাধা দিয়া) মেরেছি! কে বলে আমি মেরেছি? আমার বাড়ীতে যে **trespass** করবে, তাকে তাড়িয়ে দেবার সমস্ত অধিকার আমার আছে।

প্রদীপ। হ্যাঁ, সে অধিকার হয়তো আপনার আছে। কিন্তু ঐ তাড়িয়ে দেবার ফলে সে ভদ্রলোকটি কী ভীষণভাবে আহত হয়েছেন, তাও তো আপনি জানেন কাকাবাবু।

মিঃ দত্ত। **That's not my look-out.** আমার বাড়ীতে সে জোর ক'রে ঢুকেছে—**and I've every right to turn him out.**

প্রদীপ। কিন্তু তিনি তো জোর ক'রে ঢোকেন নি। রমেশবাবু ছিলেন

বাইরে দাঁড়িয়ে, তাঁর আশ্রমের জন্যে কিছু সাহায্য চাইবেন ব'লে। জানতে পেরে আমিই তো তাঁকে ভেতরে ডেকে এনেছিলাম মার কাছ থেকে কিছু চেয়ে দেবার জন্যে।

মিঃ দত্ত। ঐ scoundrelটাকে ভেতরে ডেকে এনে তুমি কি আমায় কৃতার্থ করবে ভেবেছিলে?

প্রদীপ। রমেশবাবু গরীব হতে পারেন, গরীব আশ্রমের জন্যে সাহায্য চাইতে আসতে পারেন, কিন্তু তিনি scoundrel নন, কাকাবাবু।

মিঃ দত্ত। তবে কি? যে লোক আমারি বাড়ীতে ভিক্ষে চাইতে এসে আমারি মুখের ওপর বলে, 'আপনার মতো লোকের বাড়ীতে আর এক দণ্ডও দাঁড়িয়ে থাকবার ইচ্ছে আমার নেই'—সে scoundrel ছাড়া আর কী হতে পারে!

প্রদীপ। কিন্তু সে দোষ কি ওঁর একার কাকাবাবু? একজন নিরীহ ভদ্রলোক সাহায্য চাইতে এসে আপনার কাছে যে গালাগালিটা খেলেন, তা শুনে কোনো লোক, যার এতটুকু আত্মসম্মান-জ্ঞান আছে, সে কখনো চুপ ক'রে থাকতে পারে?

মিঃ দত্ত। আত্মসম্মান শুধু তারই আছে আর আমার নেই, কেমন? মুখের ওপর করল অপমান আর আমি চুপ ক'রে তাই স'য়ে যাব!

প্রদীপ। বেশ তো, তাঁকে বেরিয়ে যেতে বললেন—তিনি তো বেরিয়েই যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর ঐ সামান্য কথায় আপনি শুধু দারোয়ান ডেকেই থামলেন না, চ'টে আগুন হয়ে নিজেই সে বুড়ো ভদ্রলোকটির গলা ধ'রে দিলেন এক ধাক্কা—

মিঃ দত্ত। বেশ করেছি।

প্রদীপ। বেশ করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই বেশ করার ফল,

সেটাকেও কি আপনি বেশ হয়েছে ব'লে উড়িয়ে দিতে চান? আপনার ধাক্কা খেয়ে রমেশবাবু ছিট্‌কে পড়লেন লোহার গেটটার ওপর—তারপর কী ভীষণ আহত হয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, তা কি আপনি দেখেন নি কাকাবাবু? কিন্তু তবু আপনার মনে এতটুকু দয়া জাগল না। আমি রমেশবাবুর Receipt-বই থেকে ঠিকানা নিয়ে তাঁকে সেখানে পৌঁছে দিতে গেলাম, আপনি তাতেও বাধা দিতে এলেন কাকাবাবু!

মিঃ দত্ত। (অসহ্য ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে) প্রদীপ! তুই ভুলে যাস নে, আমি তোর কাকা—তোর গুরুজন।

প্রদীপ। গুরুজনদের অমান্য করবার মতো শিক্ষা আমি পাই নি। তবে, নিজের হিতার্থীদের চিনতে শিখেছি।

মিঃ দত্ত। কী! এতদূর স্পর্দ্ধা!

মিষ্টার দত্ত প্রদীপের গালে প্রচণ্ড এক চড় মারিলেন। প্রদীপ অপমানে কালো হইয়া উঠিল—কোনোক্রমে আপনাকে সংযত করিয়া ধীরকণ্ঠে কহিল:

প্রদীপ। আপনি আমাকে মারতে পারেন কাকাবাবু, কিন্তু এ কথা ধ্রুব সত্য—যেদিন চরম বিচারকের সামনে আপনাকে দাঁড়াতে হবে, সেদিন বুঝবেন আপনার অন্যায়ের বোঝা কতখানি ভারী হয়েছে।

প্রদীপের মা। (উদ্বেলিত হইয়া) চুপ কর্ প্রদীপ, চুপ কর্।

মিঃ দত্ত। বউদি! তুমিই তো ওকে নাই দিয়ে এমন বেহদ্দ পাজী ক'রে তুলেছ।

প্রদীপের মা। ঠাকুরপো! প্রদীপ এমন কী দোষ করেছে যার জন্যে তুমি ওকে বকছ—মারছ?

মিঃ দত্ত। (বিদ্রূপভরে) নাঃ! কোনো দোষই করে নি!…যার

খেয়ে মানুষ তারই বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে আসা—সে কি আর কোনো দোষ!

প্রদীপের মা। ঠাকুরপো! প্রদীপ সত্যকে প্রকাশ করেছে ব'লেই যত দোষ তার, আর তুমি সে সত্যকে ঢাকবার জন্যে মিথ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছ—দোষ তোমার কিছুই নেই?

মিঃ দত্ত। কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যে—সে আদালত বুঝবে; আমি শুধু তোমায় এই জানিয়ে দিতে এসেছি বউদি—তোমার ছেলেকে বুঝিযে বলো, সে যদি তার মঙ্গল চায় তবে যেন এখুনি আশ্রমে গিযে ভালোয় ভালোয় এই কেস্ তুলে নেবার ব্যবস্থা করে।

প্রদীপ। অসম্ভব! কেস্ করেছেন আশ্রমবাসীরা—

মিঃ দত্ত। (হুংকার দিয়া) Damn your আশ্রমবাসী। আমি চাই—এ তোমায় করতেই হবে।

প্রদীপ। আমি পারব না।

মিঃ দত্ত। না পার, you'll suffer the consequences. বউদি, it's my last warning and meant for you too. এখন যা ইচ্ছে হয় করতে পার।

মিষ্টার দত্ত ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেলেন। শান্তি একবার তাঁহার গমন-পথের পানে তাকাইলেন—তারপর ত্বরিতে প্রদীপের কাছে আসিয়া অনুরোধের স্বরে কহিলেন:

শান্তি। প্রদীপ, মিটিয়ে ফেল্ বাবা। কেন মিছিমিছি আর তোর কাকাকে চটাস?

প্রদীপ। সে হয় না কাকীমা—পৃথিবী শুদ্ধু চটলেও নয়।

শান্তি। না বাবা। এ সব গোঁয়ার্তুমি ভালো নয়। (প্রদীপের মাকে) দিদি! তুমি একটু বুঝিয়ে বলো না। (বলিয়াই তাড়াতাড়ি)

আমি চলি, এখুনি তো আবার আমার ওপর ঝড় বইবে। (দ্রুত প্রস্থান)

লীনা প্রদীপের মায়ের কাছে আসিতে আসিতে কহিতে লাগিল :

লীনা। দেখলে মাসীমা, কি রকম শাসিয়ে গেল, যেন ওর কথা না শুনলে তোমাদের বাড়ী থেকে তাড়িয়েই দেবে।

প্রদীপ। (মৃদু হাসিয়া) আপাতত কাকাবাবুর সেই ইচ্ছেটাই যে বড় প্রবল লীনা।

লীনা। (অবাক হইয়া প্রদীপের পানে তাকাইয়া) কোন্ ইচ্ছে ? তোমাদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া ?

প্রদীপ। হ্যাঁ।

লীনা। দিলেই হ'ল ! আদালত নেই ? এই বাড়ী, business, সবই তো তোমার বাবাই করেছিলেন ; এগুলো এমনি ভাবে আত্মসাৎ করলেই হ'ল আর কি ?

প্রদীপ। লীনা, এই বাড়ী, business যে বাবার নিজের—তা এখন প্রমাণ করব কি ক'রে ?

লীনা। কেন ? Law পড়ছ, আর এই সত্যি জিনিসটা প্রমাণ করতে পারবে না ?

প্রদীপ। (হাসিয়া) লীনা, তুমি B. A. পড়ছ বটে, কিন্তু এখনও সেই ছেলেমানুষটিই র'য়ে গেছ। উইলটা যে কাকাবাবুর কাছে। সেটা ফিরিয়ে দেবার মত বদ বুদ্ধি কি কাকাবাবুর কখনও হতে পারে ?

সমীর। হুঁ!—উইলটার আবার কোন copyও তো তোদের কাছে নেই।

প্রদীপ। থাকবে কেমন ক'রে? বাবা তাঁর ভাইটিকে এত ভালবাসতেন আর বিশ্বাস করতেন যে, কোনোদিন আমাদের একটা copyরও দরকার হতে পারে, সে কথা তিনি ভাবতেই পারেন নি।

লীনা। আচ্ছা মাসীমা, তিনি ছিলেন কত জ্ঞানী, তিনিও তাঁর ভাইকে বুঝতে পারেন নি? সরল বিশ্বাসে এই কুটিল ভাইটির ওপর সমস্ত ভার দিয়ে গেলেন!

প্রদীপের মা। লীনা, তিনি ছিলেন দেবতা, দেবতার চোখ দিয়ে তিনি মানুষকে দেখেছিলেন। তাই দেখতে পান নি মানুষের ঈর্ষালোভের মূর্তিটি।

প্রদীপ ধীরে ধীরে জানালার কাছে চলিয়া গেল—সমীর ঘরের মধ্যে নতমস্তকে পদচারণা করিতে লাগিল। ক্ষণকাল নীরবে লীনার মাথায় হাত বুলাইয়া প্রদীপের মা আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন:

প্রদীপের মা। এই ঠাকুরপোকে তিনি প্রাণের চাইতেও বেশি ভালবাসতেন। মরবার সময় আমায় কি ব'লে গিয়েছিলেন জানিস? 'কিচ্ছু ভেবো না, বিজয় রইল, ও আমারি ভাই।' (অতি সন্তর্পণে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) প্রদীপ সাবালক হ'লেই ঠাকুরপো তার অংশ তাকে ফিরিয়ে দেবে, এই বিশ্বাস নিয়ে তিনি কত শান্তিতে মরতে পেরেছিলেন।

সমীর। এতখানি বিশ্বাসের এই প্রতিদান! চমৎকার! কিন্তু মাসীমা, এ জোচ্চুরি চুপ ক'রে স'য়ে যাওয়া চলবে না।

প্রদীপের মা। কি আর করব বল্ সমীর।

সমীর। কি করব! শোন, প্রদীপ উইলটা ফেরত চাক, তারপরেও যদি বিজয় দত্ত উইল ফিরিয়ে না দেয়, তবে জেনে রাখো, প্রদীপকে কেস্ করতেই হবে, আমি কিছুতেই ছাড়ব না।

প্রদীপের মা। না, না, সমীর তা হয় না।

সমীর। কেন হয় না মাসীমা? তোমার কাছেই তো শিখেছি, মিথ্যেকে কখনও স্বীকার ক'রে নিতে নেই। আজ তবে তুমি কেন এই মিথ্যেকে স্বীকার ক'রে নিচ্ছ?

প্রদীপের মা। (মৃদু হাসিয়া) সমীর! এই মিথ্যে যদি আর কারুর ক্ষতি করত, আমি বারণ করতাম না। কিন্তু শুধু আমাদের অংশ ফিরে পাবার জন্যে মামলা করব ঠাকুরপোর সঙ্গে, সে যে আমি ভাবতেই পারি না সমীর!

সমীর। না, মাসীমা, এ তোমার sentimentality.

প্রদীপের মা। আমার স্বামী তাঁর এই একমাত্র ভাইটিকে কত ভালবাসতেন, জানিস সমীর? আমায় কেবলই বলতেন, 'জীবনে যদি কখনও বিজয়ের ওপর এতটুকু বিরাগ বিদ্বেষ আসে তখন তুমি আমায় বাঁচিও।' ঠাকুরপো আমাদের ওপর যতই অন্যায় করুক, তবু সমীর, এ কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না, ঠাকুরপো তাঁরই ভাই।

প্রদীপ। মা! কাকাবাবুর সঙ্গে আমার নিজের কোন বিষয় নিয়ে ঝগড়া করব না, তা ঠিক। তবে, এই যে—পৃথিবীটাকে আমরা দুজন দুদিক থেকে দেখছি—এর তো আর কিছুই করা যাবে না।

প্রদীপের মা। তা বুঝি প্রদীপ। কিন্তু এর ফল যে কি দাঁড়াবে—

প্রদীপ। (বাধা দিয়া) সোজা কথা,—এ বাড়ী থেকে চিরবিদায় নেওয়া।

প্রদীপের মা। প্রদীপ, আমি যে তাই ভেবে মরছি। তুই গেলে আমিও তো তোর সঙ্গ নেব। কিন্তু আমরা দুটি নিরাশ্রয় প্রাণী—

প্রদীপ। (মায়ের কথা টানিয়া লইয়া) কোথায় গিয়ে দাঁড়াব, কেমন

ক'রেই বা দিন চালাব—তাই না? আচ্ছা মা, তুমি কি পাগল হয়েছ? আমি কি এমনই অপদার্থ যে এই পৃথিবীতে দাঁড়াবার মত একটু জায়গাও করতে পারব না?

প্রদীপের মা। তুই তো জানিস না প্রদীপ, অভাব কতখানি নির্মম।

প্রদীপ। (হাসিয়া মাকে বক্ষে টানিয়া) ভালোই তো। ঐ অভাবই যদি কোন দিন আসে, সে তো ভালো কথা। যাদের জন্যে তোমার প্রাণ কাঁদে, তাদের সঙ্গেই রিক্ত জীবনের পথে চলব।

প্রদীপের মা। (প্রদীপের শিরে হাত বুলাইতে বুলাইতে) তুই যা ভালো বুঝিস তাই কর্ প্রদীপ। (মৃদু হাসিয়া) যখন ছোট ছিলি, তোকে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়েছি। এখন তুই M. A. পাস করেছিস, আইন পড়ছিস—

তাঁহাকে আর কথা বলিতে না দিয়া প্রদীপ, সমীর, লীনা—তিনজনেই কলরোলে হাসিয়া উঠিল।

লীনা। M. A. পাস করলেই হ'ল! তোমার মত বুদ্ধি—যুগ যুগ ধ'রে তপস্যা করলেও সে ওদের হবে না।

সমীর। (বিজ্ঞের মত) আর তাও আমার কথা আলাদা। প্রদীপটা তো একটা নিরেট গাধা।

লীনা। থাক্, দাদা, তোমায় আর বুদ্ধি ফলাতে হবে না।

সমীর। প্রদীপকে বলেছি গাধা, তুই চটছিস কেন?

প্রদীপ। (খুব গম্ভীর হইয়া) দেখ সমীর, আমায় গাধা বললে যে লীনার লাগবে, এ কথাটা কি আজো তোর ঐ নিরেট মস্তিষ্কে ঢুকল না? (লীনার শিরে হাত বুলাইয়া) না লীনা, তুমি রাগ ক'রো না।

লীনা। (তাহার হাতখানিকে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া) ফের্! (প্রদীপের মাকে) দেখেছ্ মাসীমা, দেখেছ, আবার আমার পেছনে লেগেছে।

মা উহাদের কলহ দেখিয়া হাসিতেছিলেন—এবার লীনাকে বুকের মাঝে টানিয়া প্রদীপ ও সমীরের পানে চাহিয়া ভর্ৎসনার ভঙ্গীতে কহিতে লাগিলেন—চোখে তাঁহার স্নিগ্ধ পরিতৃপ্তির হাসি।

প্রদীপের মা। আবার! লীনার পেছনে লাগতে বারণ ক'রে দিয়েছি না? ও আমার ঘরের লক্ষ্মী। যদি ফের্ শুনি তোরা লীনাকে চটিয়েছিস, তা হ'লে তোদের একটাকেও আর আস্ত রাখব না।

প্রদীপ ও সমীর উচ্চরোলে হাসিয়া উঠিল। লীনাও লজ্জাভরে হাসিল।

প্রদীপ। তুমি তো মা লীনাকে ঘরের লক্ষ্মী করবে ব'লে ব'সে আছ, কিন্তু লীনা যখন দেখবে আমি না খেতে পেয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি চাকরির সন্ধানে, তখন ও যদি তোমার এই নিঃসম্বল প্রদীপকে বিয়ে করতে রাজী না হয়? শত হোক, বড়লোক তো ওঁরা।

লীনা। (রাগত ভাবে) ফের্ যদি তুমি বড়লোক বড়লোক করবে—

প্রদীপের মা। (লীনার শিরে হাত বুলাইতে বুলাইতে মৃদু হাস্যে) না, না—লীনা আমার তেমন মেয়েই নয়।

লীনা। চল মাসীমা, ভেতরে যাই। তোমার ঐ ছেলের সঙ্গে কথা বললেই আমার মাথা গরম হয়ে ওঠে।

প্রদীপ। কী, কী, কি বললে? মাথা গরম হয়ে ওঠে?

বিলোল হাসির রহস্যভরা দৃষ্টিতে প্রদীপের পানে চাহিয়াই মাসীমাকে লইয়া লীনা বাহির হইয়া গেল। প্রদীপও হাস্যভরে উচ্চকণ্ঠে কহিল:

প্রদীপ। কথাটা মনে থাকে যেন!

সমীর। (অন্তরের তৃপ্তির সহিত) সত্যি, প্রদীপ, তোদের দুটিতে মানাবে বেশ! (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) কিন্তু, কি জানিস প্রদীপ, আমার মাঝে মাঝে বড্ড ভয় হয়—

প্রদীপ। সে কি রে? আমাদের মানাবে ব'লে তোর ভয়?

সমীর। (একটু অপ্রস্তুত হইয়া) না, না, তার জন্যে নয়। জানিস তো, লীনা বড্ড sentimental, বড় অভিমানী। বাবা মারা যাবার পর আমার আর মায়ের আদরটা একটু বেশি পেয়েছে কিনা।

প্রদীপ। দেখ্ সমীর, তুই মনে করিস না, তোর চাইতে লীনাকে আমি কম চিনি।

সমীর। (সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিবার ভঙ্গীতে) হুঁ! খুব চিনিস। (তারপরেই হাসিয়া) কিন্তু সামলে চলতে পারিস না। কারণ sentimentality ওর চাইতে তোর কিছুমাত্র কম নয়। এ বলে, আমায় দেখ্—ও বলে, আমায় দেখ্। মাঝ থেকে দেখে দেখে আমি হয়রান।

প্রদীপ। থাক্, তোমায় আর দেখতে হবে না।

সমীর। ঐ তো! এদিকে পূরোমাত্রায় sentimental, আবার sentimental বললেই চটবি।

প্রদীপ। Sentimental! sentimental!—দেখ্ সমীর, লোককে sentimental ব'লে ব'লে তোর মাথা খারাপ হয়ে যাবে। এ complex এখনো ছাড়্ বলছি।

সমীর প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল—দ্বারপথে লীনা দেখা দিল।

লীনা। দাদা, তোমরা কি এখানে ব'সে গল্পই করবে? ওদিকে

মাসীমা যে চা নিয়ে ব'সে আছেন। আমাকে আবার বাড়ী নিয়ে যেতে হবে তো! বেশ ছেলে যা হোক। এস শীগগির!—

বলিয়াই প্রদীপের পানে হাসিভরে তাকাইয়া চলিয়া গেল। লীনা চলিয়া যাইতেই প্রদীপকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে সমীর হাত নাড়িয়া সবে শুরু করিয়াছে— 'দেখ্…', প্রদীপ বাধা দিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল:

প্রদীপ। নে বাবা, আপাতত তোর analysis স্থগিত রেখে চল্ দেখি।

সমীরের হাতের মধ্যে হাত দিয়া প্রদীপ অগ্রসর হইল।

সমীর। (যাইতে যাইতে) ঐ তো মজা, psychologyই পড়িস নি, তা psycho-analysisএর কদর বুঝবি কি ক'রে বল্!

দ্বিতীয় দৃশ্য

আশ্রমের একটি পর্ণকুটীরের অভ্যন্তর।

ঘরের প্রান্তে তক্তাপোশ—তাহার কাছে একটি টিনেব চেয়ার। কোণাকুণিভাবে টাঙানো দড়িতে কয়েকটি জামাকাপড় ঝুলিতেছে। দেওয়ালের গায়ে-বসানো তাকে ঔষধপত্রের শিশি—খুঁটিনাটি জিনিসপত্র। এক কোণে জলের কুঁজা—মুখটা বাটি দিয়া ঢাকা।

জানালাপথে ছুটিয়া-আসা প্রভাতের নব-স্ফুট আলো মুক্ত আবেগে ঘরখানিকে ভরিয়া ফেলিয়াছে। দূরে দেখা যায় রাজপথের কোলাহল-মুখর জনস্রোত।

চৌকীর উপর বিছানো শয্যায় রমেশবাবু শায়িত। তাঁহার ঐ দীর্ঘ শান্ত মূর্তিতে প্রৌঢ়তা যে দুর্বল পাণ্ডুবতা আনিতে পারে নাই, আঘাত-জাত রুগ্নতা তাহাই আনিয়া দিয়াছে। তাঁহার চোখের মায়া-স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে নামিয়া আসিয়াছে যেন কোন্ এক অপরিচিত অবসাদ।

সুজিত রমেশবাবুর মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিতেছে। সুন্দর চেহারা এই সুজিতের—লম্বায় খুব বেশী না হইলেও পেশীবহুল বলিষ্ঠ মূর্তি—উন্নত নাসা—প্রশস্ত ললাট—কনকচাঁপার আভা তাহার দেহের বর্ণে—ভ্রমর-কালো চুলগুলি পিছন-করিয়া আঁচড়ানো। পরিধানে ধুতি আর শার্ট। শার্টের হাতা গুটানো।

বৃদ্ধ আচার্যদেব রমেশবাবুর পাশে বসিয়া সুজিতের ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা দেখিতেছেন। সুপক্ক দাড়ির শুভ্রতা তাঁহার মূর্তিকে প্রশান্ত সৌম্যতায় ভরিয়া দিয়াছে। গায়ে তাঁহার একটি শ্বেত উত্তরীয়।

সুজিত। (ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে বাঁধিতে) রমেশবাবু, এই ব্যাণ্ডেজও একদিন আর বাঁধতে হবে না, ঘাও একদিন একেবারে শুকিয়ে যাবে—কিন্তু তার সঙ্গে বিজয়বাবুর দেওয়া অপমানের জ্বালা যেন কখনো মিলিয়ে না যায়, রমেশবাবু।

রমেশবাবু। সুজিত, আমি বলছিলাম কি—একজন লোকের সঙ্গে মিছিমিছি আর ঝগড়া করা কেন?—কেস্‌টা মিটিয়েই ফেলো না! আপনি কি বলেন আচার্যদেব?

আচার্যদেব। আমি আর কি বলব রমেশবাবু! বিজয় দত্ত আপনার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন, তা ভুলে গিয়ে আপনি যদি তাঁকে ক্ষমা করতে পারেন—

ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা শেষ হইয়া গিয়াছিল। সুজিত দরজার কাছে দাঁড়াইয়া সাবান দিয়া হাত ধুইতেছিল—আচার্যদেবের কথায় বাধা দিয়া সে বলিয়া উঠিল ঃ

সুজিত। ক্ষমা! Impossible! বড়লোকদের ক্ষমা দেখানো—it's sheer cowardice.

আচার্যদেব। (মৃদু হাসিয়া) তা ক্ষমা না হয় নাই করলে। আপোসেই মিটমাট ক'রে ফেলো।

রমেশবাবু। আর সেইটেই কি বিবেচনার কাজ হবে না সুজিত? সত্য আমাদের পক্ষে থাকলেও জিতবার বেশী আশা আছে ব'লে তো মনে হয় না।

সুজিত। তাই ব'লে মিটমাট ক'রে ফেলতে হবে?…রমেশবাবু! এ কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন—আপনার অপমান শুধু আপনার একার নয়। তার মধ্য দিয়ে ঐ scoundrel বিজয় দত্ত entire proletariate classকে অপমান করেছে। এই কেস্ করা মানে সেই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া।

আচার্যদেব। ভালো কথা। কিন্তু, জিতলে তো প্রতিশোধ নেওয়া হবে। বিজয়বাবু যে উকিল ব্যারিস্টার লাগিয়েছেন, তা দিয়ে দিনকে রাত প্রমাণ ক'রে দেওয়া যায়।…শত হোক, আমাদের গরীব আশ্রম—

সুজিত। আপনাদের ঐ এক কথা। আমি তো বলেইছি—শেষে টাকার যদি দরকার হয়, আমিই দেবো।

আচার্যদেব। সুজিত, তুমি এমনিতেই আশ্রমকে কত সাহায্য করো—সে সাহায্য না পেলে আমাদের আশ্রম চালানোই অসম্ভব হয়ে পড়ত। তার ওপর, এই মামলার জন্যে আবার তোমার কাছে হাত পাতব!

সুজিত। এই মামলা যখন আমিই জোর ক'রে করিয়েছি, তখন টাকা আমার কাছ থেকে নেবেন বইকি!

রমেশবাবু। আচ্ছা, তুমিই বা এত জোর দিচ্ছ কেন সুজিত? ধরো আমরা জিতলাম, কিন্তু সেই জেতায় গরীবদের কি কোনো উপকার হবে? বরং এই টাকাটা—

সুজিত। (বাধা দিয়া) অনেক—অনেক উপকার হবে। রমেশবাবু! আপনারা গ্রহণ করেছেন দরিদ্রের কল্যাণব্রত।—জানেন, এই কেস্‌টা তার কতখানি সহায় হবে? ঐ সব aristocratদের চির-উদ্ধত অন্যায়ের বিরুদ্ধে দরিদ্রেরা অভিযোগ জানবার যে সুযোগ আজ পেয়েছে তা যদি সফল হয়, তবে গরীবদের বুকে কতখানি আশা, কতখানি সাহস জেগে উঠবে তা জানেন?

আচার্যদেব। মানলাম। কিন্তু এই মামলা করতে গিয়ে তহবিল যদি শূন্যই হয়ে যায়, তবে ঐ এক আশা জাগানো ছাড়া গরীবদের জন্যে যে কাজের কাজ কিছুই করতে পারব না!

রমেশবাবু। তার ওপর, সকলের চেয়ে বেশী ভাবতে হচ্ছে আরেকজনের কথা—এই মামলায় যার অনেক ক্ষতি হবে।

সুজিত। (ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) কার কথা?

রমেশবাবু। কেন—প্রদীপ?

সুজিত। প্রদীপ?

রমেশবাবু। নিশ্চয়!

আচার্যদেব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার কথা আমাদের ভাবতে হবে বইকি। তার ক্ষতি করা—না, না, সে অসম্ভব।

রমেশবাবু। এই মামলা আর বেশীদূর এগুলে তার ক্ষতিকে যে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

সুজিত। কে বলেছে তার ক্ষতি হবে ?

রমেশবাবু। বিজয় দত্তকে তুমি এখনো চেনো নি সুজিত !

সুজিত। আপনার আমার চাইতে প্রদীপবাবু নিশ্চয় তাঁর কাকাকে বেশী চেনেন—তবুও যখন তিনি সাক্ষী দিয়েছেন, তখন ক্ষতির সম্ভাবনা কিছু নেই ব'লেই তো মনে হয়।

আচার্যদেব। তুমি তাকে অমন ক'রে অনুরোধ করলে—সে আর 'না' বলবে কি ক'রে বলো ?

সুজিত। তিনি তো আব কচি খোকা নন—নিজের ভবিষ্যৎ ভেবেই তিনি সাক্ষী দিয়েছেন।

রমেশবাবু। ভবিষ্যৎ ভাবলে কি আর কেউ অমন কাকার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় ?

সুজিত। কেন দাঁড়াবে না ?

রমেশবাবু। আমি দেখেছি ব'লেই বলছি সুজিত—দাঁড়ায় না। সেদিনের দৃশ্য তো তুমি দেখ নি। আমি—শুধুই একজন অপরিচিত প্রার্থী—আমার সম্মান বাঁচাবার জন্যে তার সে কী প্রাণপণ চেষ্টা !

সুজিত। রমেশবাবু ! আপনারা সাদা চোখে জিনিস দেখতে ভুলে গেছেন। তাই, যে কাজটা প্রদীপবাবুর করা কর্তব্য ছিল, যে কাজটা না করলে তিনি মানুষ ব'লেই গণ্য হতেন না—সে কাজটার জন্যে তাঁকে আপনারা বানিয়ে তুলেছেন hero.

আচার্যদেব। তুমি যাই বলো সুজিত—এ মামলা আমরা চালাব না।

সুজিত। সে হতেই পারে না, এ মামলা আমাদের চালাতে হবেই—হারি আর জিতি।

রমেশবাবু। আমাদের হারজিতের চেয়ে এখন প্রদীপের কথাটাই—

সুজিত। (অসহিষ্ণু হইয়া) প্রদীপ, প্রদীপ, প্রদীপ! আপনারা প্রদীপ প্রদীপ ক'রে বড্ড বেশী মেতে উঠেছেন। আপনাদের আদর্শের চাইতে কিনা বড় হয়ে উঠল প্রদীপ!

রমেশবাবু। তুমি বুঝছ না সুজিত, আজ প্রদীপেব ক্ষতি হ'লে আমাদের আদর্শেরই সব চেয়ে বেশী ক্ষতি হবে।

সুজিত। নাঃ! এমন **hero-worshipper** হ'লে চলবে কেন? আমায় বলতেই হচ্ছে, আপনারা যাই মনে করুন না কেন—প্রদীপ ছেলেটিকে আমার বিশেষ সুবিধের মনে হয় না।

আচার্যদেব। সে কি কথা সুজিত! প্রদীপের এতখানি স্বার্থহীনতা—

সুজিত। (হাসিযা বাধা দিয়া) সেইটেই তো সন্দেহের কারণ।... আচ্ছা, আপনারাই বলুন, উনি যে আপনাদের সঙ্গে এতখানি ঘনিষ্ঠতা করছেন, সে কি শুধু ওঁর সত্যনিষ্ঠার জন্যেই?

রমেশবাবু। সুজিত, সবাইকে তুমি তোমার মতবাদ দিয়ে বিচার ক'রো না।

সুজিত। সেদিন করব না যেদিন বুঝব, আমার মতবাদ ভুল।

আচার্যদেব। আমাদেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায লাভ তো প্রদীপের কিছুই নেই।

সুজিত। অনেক আছে। আপনাদের বশ করতে পারলে আপনারা তাঁর কাকাব **against**এ কোনো **step**ই নেবেন না। **And that's his game.**

আচাযদেব। তা হ'লে সে সাক্ষী দিলে কেন?

সুজিত। একটা খাসা চাল চাললেন আর কি!

রমেশবাবু। সুজিত, প্রদীপকে আমাদের মাঝে পেয়েছি সেটা সত্যিই আশার কথা। তুমি যদি প্রথম থেকেই তাকে এমনি ক'রে ভুল বোঝ—

সুজিত। (বাধা দিয়া) ভুল? (হাসিল) প্রদীপবাবু যখন কেস্‌টা তুলে নেবার জন্যে আপনাদের বলবেন, তখনই বুঝবেন ভুল কার—আমার, না আপনাদের! তবে এ কথা আমি জানিয়ে দিচ্ছি—যদি ঐ সব দু'মুখো সাপ আপনারা এখানে এমন ক'রে পোষেন, তবে আশ্রমের ভালো elementদের বিদায় নিতে হবেই।

আচার্যদেব। না, না—সে কি কথা! সুজিত, তুমি একটুতেই বড্ড বেশী ক্ষেপে ওঠো বাবা!

সেই মুহূর্তে প্রদীপ প্রবেশ করিল—পরিধানে ধুতি, হাফশার্ট।—তাহার ঠিক পশ্চাতেই আসিল বিপিন। বিপিনের চেহারায় বৈচিত্র্য আছে।—বাবরী স্কন্ধদেশে লুটাইয়া পড়িয়াছে, জুলপী নামিয়া আসিয়াছে কানের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত, খুব সূক্ষ্ম করিয়া ধনুকের মত গোঁপটি ছাটা; একটু ফ্রেঞ্চ-কাট্ দাড়িও রাখা হইয়াছে চিবুকের শোভাবর্ধনের জন্য। গায়ের আধ-ময়লা ঢিলা হাতার পাঞ্জাবিটি জানুদেশ প্রায় পার হইয়া গিয়াছে।

আচার্যদেব। (প্রদীপকে দেখিয়া উল্লসিত হইয়া) এই যে প্রদীপ—এসেছ! আজ সুখবর! সুজিত রমেশবাবুকে 'out of danger' ব'লে দিয়েছে।

বিপিন। হবে না! কোন্ ডাক্তার দেখছে, দেখতে হবে তো! কি বলেন রমেশবাবু? এ আর কেউ নয় বাবা, স্বয়ং সুজিত ডাক্তার!

বিপিনের কথার মাঝেই প্রদীপ আনন্দিত হৃদয়ে ত্বরিতপদে রমেশবাবুর কাছে গেল—তাঁহার পাশে বসিয়া পড়িয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে শুধু কহিল:

প্রদীপ। রমেশবাবু!

রমেশবাবু। (প্রদীপের একখানি হাত আপন হাতে তুলিয়া লইয়া স্নেহমাখা কণ্ঠে) প্রদীপ !

প্রদীপ। রমেশবাবু, আপনি একবার ভালো হয়ে উঠুন—তারপর দেখবেন শুরু হবে—(সহসা থামিয়া গেল)

রমেশবাবু। কি শুরু হবে ?

প্রদীপ। (হাসিয়া) আমার প্রায়শ্চিত্ত।

রমেশবাবু। তোমার প্রায়শ্চিত্ত !

প্রদীপ। কাকার পাপের প্রায়শ্চিত্ত যে আমাকেই করতে হবে !

সুজিত। আপনি দেখছি আপনার কাকাকে খুব ভালবাসেন।

বিপিন। বাঃ ! বাসবেন না ? শত হোক, কাকা তো ! (প্রদীপকে) তা আপনি বুঝি যজ্ঞি-টজ্ঞি করবেন প্রদীপবাবু ?

প্রদীপ। (হাসিয়া) না বিপিনবাবু। আমার কাকার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব আপনাদের আশ্রমের আদর্শকে নিজের ক'রে নিয়ে।

বিপিন। আহাহা ! বড় ভালো কথা বলেছেন, প্রদীপবাবু, বড় ভালো কথা !

আচার্যদেব। সে তুমি নেবে জানি। তোমার কাকার জন্যে নয়—তোমার নিজের গুণে আমাদের আদর্শকে তুমি আপনার ক'রে নেবে।

রমেশবাবু। সত্যি প্রদীপ, এবার আমাদের কি মনে হচ্ছে জানো ? আর আমাদের সফলতার চিন্তাকে কেউ দুরাশার স্বপ্ন ব'লে উড়িয়ে দিতে পারবে না।

আচার্যদেব। সত্যিই পারবে না প্রদীপ। সুজিত ছিল—আজ তুমি এসেছ, সমীর এসেছে। তোমাদের মধ্য দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের ছেলেরা এক বিরাট আদর্শকে সফল ক'রে

তোলবার জন্যে সংসারে নামছে। এ যে কত বড় শুভ লক্ষণ প্রদীপ, তা ভাবতেও আমি আনন্দে পাগল হয়ে উঠছি!

সুজিতের মুখে যেন কালো ছায়া ছড়াইয়া পড়িতেছিল—ত্বরিতে আয়াসভরে মুখে হাসি টানিয়া সে কহিল:

সুজিত। আপনারা দেখছি প্রদীপবাবুকে পেয়ে বড্ড বেশী উৎসাহিত হয়ে পড়েছেন।

আচার্যদেব। তা হয়েছি বইকি সুজিত।

সুজিত। কিন্তু আপনাদের এই উৎসাহের জন্যে প্রদীপবাবু একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেও তো পারেন।

সকলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইল। মৃদু হাসিয়া সুজিত কহিতে লাগিল—কণ্ঠে তাহার একটু শ্লেষের আভাস:

সুজিত। আপনাদের এই গরীব আশ্রমের সঙ্গে চিরদিন থাকতে হবে, এই চিন্তা ওঁর মত বড়লোককে একটু উদ্বিগ্ন ক'রে তুলবে বইকি!

প্রদীপ প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া উঠিল।

প্রদীপ। সে ভয় করবেন না সুজিতবাবু। এমনো তো হতে পারে যে শীগগিরই আপনাদের আশ্রমে এসে আশ্রয় নেব—অবশ্য যদি আপনারা অনুমতি দেন।

আচার্যদেব। ভগবান করুন, যেন সে দিন না আসে প্রদীপ।

প্রদীপ। এসে গেছে আচার্যদেব! কাকাবাবু বোধ হয় আর তাঁর বাড়ীতে আমায় থাকতে দেবেন না। এই কেস্ তুলে নেবার জন্যে তিনি আপনাদের বলতে বলেছিলেন, আমি রাজী হই নি, তাই—

রমেশবাবু। (বাধা দিয়া) প্রদীপ, এরকম একটা কিছু হবে আমরা আঁচ করেছিলাম। আমাদের জন্যে তোমায় বাড়ী ছাড়তে হবে এ কিছুতেই হতে পারে না—আমরা কেস্ তুলে নেব ঠিক করেছি।

প্রদীপ। সে কি? না, না, সে অসম্ভব। যে অন্যায় আপনার ওপর করা হয়েছে, তা আমারি জন্যে স'য়ে যাবেন—

রমেশবাবু। (বাধা দিয়া) সইতে যে হবেই প্রদীপ। জিতে প্রতিশোধ নেব, তার আশা বড় বেশী নেই। হেরে যাওয়ার চেয়ে বরং আপোসে মিটমাট করাই শ্রেয়।

প্রদীপ। আপনারা যদি আগে এই মিটমাট করতেন, আমার কিছুই বলবার ছিল না। কিন্তু এখন আমার কথা শুনে আমারি জন্যে আপনারা আপোসের প্রস্তাব করবেন, এ কিছুতেই হতে পারে না।

সুজিত। (আচার্যদেবের পানে তাকাইয়া) আমি বলি নি আপনাদের? (প্রদীপকে বিতৃষ্ণাভরা কণ্ঠে) দেখুন প্রদীপবাবু! বন্ধুর উপদেশ—একটু চেষ্টা করুন কাজে আর মনে এক হতে।

প্রদীপ। আপনি ভুল করলেন সুজিতবাবু। কাজে আর মনে এক হতে আমার কোনো চেষ্টার প্রয়োজন হয় না।

সুজিত। তাই যদি হ'ত তবে এই আশ্রমে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি সোজাসুজি ব'লে ফেলতেন—'দেখুন, কেস্‌টা মিটিয়ে ফেলুন।'

প্রদীপ। (বিস্ময়ভরে) কি বলছেন আপনি?

সুজিত। ঠিকই বলছি। আপনি যে কেন আমাদের আশ্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করছেন, তা বোঝা কি নিতান্তই দুঃসাধ্য!

প্রদীপ। আমি কেস্ মিটমাট করাবার জন্যেই আপনাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেছি?

সুজিত। তা ছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে বলুন? আপনি বেশ জানেন আপনার এই ঘনিষ্ঠতা দিয়ে এঁদের যদি একবার ভুলিয়ে দিতে পারেন—

আচার্যদেব। (সুজিতের কথার মাঝে পড়িয়া) সুজিত, বাবা তুমি—

সুজিত। (নির্বাধ গতিতে বলিয়া চলিল) তবে এঁরা নিজেরাই এগুবেন মিটমাট করবার জন্যে। তাতে আপনার কাকার মানও থাকবে আর কলঙ্কের ভাগীও হতে হবে না।

রমেশবাবু। সুজিত, এ তুমি কী সব ছেলেমানুষের মত বলছ! প্রদীপ, তুমি কিছু মনে ক'রো না।

প্রদীপ। মনে করা-করি আর কি। কিন্তু, রমেশবাবু, কথাটা কি সত্যি? আমি একটা স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই এখানে এসেছি—আপনারাও কি তাই বিশ্বাস করেন?

সুজিত। আহা, বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা হচ্ছে না প্রদীপবাবু। সচরাচর যা ঘটে, তাই বলছি।

প্রদীপ। রমেশবাবু, বলুন—সুজিতবাবুর কথাটা কি আপনাদেরও কথা?

রমেশবাবু। প্রদীপ! তুমি পাগল হ'লে না কি? সুজিতের কথা আমাদের কথা হবে কেন?

আচাযদেব। (হাসিয়া) ওটা হচ্ছে সুজিতের নিজের মতবাদের কথা। ও বড়লোকদের একেবারেই বিশ্বাস করতে পারে না কিনা, তাই তোমাকেও—

প্রদীপ। (বাধা দিয়া) কিন্তু আমি তো আর বড়লোক নই।

সুজিত। (শ্লেষভরে হাসিয়া) বড়লোক নন! যাঁর কাকা এত বড় একটা **business-magnate**—তিনি বড়লোক নন!

প্রদীপ। ভুল করলেন স্বজিতবাবু। কাকা business-magnate হ'লেই ভাইপোকেও বড়লোক হতে হবে এমন কোনো মাথার দিব্যি দেওয়া নেই। বরং লোকে উল্টে আপনাকেই কিন্তু বডলোক বলে। তাই আপনার মতবাদে একটু amendment দরকার—যদি কোনো বড়লোক সত্যি সত্যিই গরীবদের বন্ধু হয়ে আপনার মত এগিযে আসে, তাকে বিশ্বাস করতে হবে।

স্বজিত। এগিযে আসবে? আমার মত? (হাসিয়া উঠিল) প্রদীপবাবু! আমি যেমন ক'রে গরীবদের মাঝে নেমে এসেছি, তেমন ক'রে নেমে আসবে আপনার ঐ সর্বভুক্ বড়লোকেরা—এটা কল্পনা করাও পাগলামি।

আচার্যদেব। না, না, স্বজিত, পাগলামি হবে কেন? বরং তোমাকে দেখেই তো আরো আশা জাগে—টাকার মোহই মানুষের সব চেযে বড় পরিচয হতে পাবে না। বিবেক ব'লে যে জিনিসটা মানুষের আছে, সেটা মিথ্যে নয—চেষ্টা করলে তাকে প্রকাশ করাও যেতে পারে।

রমেশবাবু। আর সেই চেষ্টার কাজে চাই তোমাদের মত তরুণকে—যারা লোভে ভুলে যায় না, দুঃখে আঘাতে কেঁপে ওঠে না। সেই তোমবা একটা মিছিমিছি মনোমালিন্যের স্বষ্টি ক'রে গোড়াতেই শেকড় কাটবার বন্দোবস্ত করছ কেন স্বজিত?

স্বজিত। যাক্—আমি চললাম, একটা বিশেষ জরুরী কল্ আছে। রমেশবাবু, আপনি ঐ mixtureটা আজকে তিন দাগ খেয়ে ফেলবেন, তা হ'লেই হবে।

স্বজিত চলিয়া গেল।

প্রদীপ। দেখুন, আমি বরং আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েই যাই। এখানে আমাব আসা-যাওয়াটা স্থজিতবাবু মোটেই যেন ভালো চোখে দেখছেন না।

বমেশবাবু। না, না, সে কি কথা প্রদীপ! তুমি চ'লে গেলে আমাদের যে কত বড় ক্ষতি হবে, তা কি তুমি বুঝছ না?

প্রদীপ। কিন্তু আমি থেকে গেলে যে আরও বড় একটা ক্ষতি হবে, সেটাও কি আপনি বুঝছেন না রমেশবাবু? আমার জন্যে উনি যদি আপনাদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি বাধিযে বসেন, তবে সেটা যে আপনাদের কত বড ক্ষতি হবে, তা তো জানেনই।

দুইজনেই নিমেষে চুপ করিয়া গেলেন।

প্রদীপ। তাই বলছিলাম—আমি চ'লেই যাই।

রমেশবাবু। না প্রদীপ, তা হতেই পারে না।

প্রদীপ। কিন্তু আপনারা ঠিক বুঝছেন না।

আচাযদেব। যাক ও সব কথা। স্থজিত যদি তেমন কিছু ক'রেই বসে, তবে ভগবানই তখন উপায ক'বে দেবেন। তার চেযে চলো, প্রদীপ, চৌধুরীদেব বস্তীটায়। সেখানে বাবুদের সঙ্গে আবার নাকি গণ্ডগোল বেধেছে।—

আচার্যদেবেব সঙ্গে প্রদীপও প্রস্থানোদ্যোগী হইল। যাইবাব সময় আচার্যদেব বমেশবাবুকে বলিয়া গেলেন:

আচার্যদেব। আপনি ততক্ষণ একটু বিশ্রাম করুন রমেশবাবু, কেমন?

আচার্যদেবেব সহিত প্রদীপ ও বিপিন বাহির হইয়া গেল।

তৃতীয় দৃশ্য

মিষ্টার দত্তের অফিস-রুম।

বড় ঘর—জমকালো আসবাবপত্রে সাজানো। প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিল—উপরে কাচের আবরণী। অফিস-ওয়ার্কের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম, কাগজপত্র টেবিলটির বিশাল বক্ষ ভরিয়া ফেলিয়াছে। টেবিলের সঙ্গে রিভলভিং চেয়ার। আরও কিছু চেয়ার ঘরের মধ্যে ইতস্তত সাজানো রহিয়াছে। দেওয়াল-ভরা সুন্দর সুন্দর ক্যালেণ্ডার আর ছবি।

জানালা দিয়া দেখা যায় দূরে স্ফীতকায় প্রাসাদগুলি অপ্রতিহত গর্বে উদ্ধত শির শূন্যে তুলিয়া আকাশের পানে চাহিয়া আছে—আর ঔদ্ধত্যের এই নগ্ন প্রকাশে শরম-রাঙা হইয়া লীনতেজা আকাশচারী বৈকালী সূর্য যেন প্রাসাদগুলির আড়ালে লুকাইতে চলিয়াছে।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন মিষ্টার দত্ত—ইউরোপীয় পরিচ্ছদে শোভিত, মুখে সিগার, তাঁহার পশ্চাতে মনোজ। মনোজ মিষ্টার দত্তের প্রাইভেট সেক্রেটারী। বয়স তাহার কত বলা কঠিন। তাহার স্ত্রী বলেন—৩৫; শত্রুরা বলে—৭৫; অপরিচিতেরা বলে—৪০। মনোজকে শুধাইলে সে শুধু হাসে। সত্যই তাহার চেহারার চাকচিক্যে এমন একটা বার্নিশ-করা জলুস আছে যাহা তাহার বয়সের অনুমানকে ধাঁধা লাগায়। প্রসাধনের ঘটায় তাহার শ্যামবর্ণ তামাটে মারিয়া গিয়াছে—চুলগুলি অতি যত্নে ঘন-সন্নিবিষ্ট করিয়া আঁচড়ানো, কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই—চোখে ধূর্ত বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, নাকটা একটু চ্যাপ্টা বলিয়া চশমা পরে, নিশ্চিহ্ন

কবিয়া দাড়ি-গোঁপ কামানো, দেহের গডন দোহারা; চলন বলনে যাহাকে বলে চটপটে। মনোজকে দেখিলেই বলিতে ইচ্ছা করে—'বাঃ! বেশ চাচা-ছোলা লোকটি তো!'—তাহাব পরিধানেও মনিবের অনুরূপ বেশ।

মনোজ। Sir, আর নয়। এই বেলা একটা হেস্তনেস্ত ক'রে ফেলুন।

মিঃ দত্ত। সে তো করতেই হবে মনোজ। এবার না হয় অপমানের হাত থেকে বাঁচলাম, কিন্তু প্রদীপ আমার পেছনে যেমন ক'রে লেগেছে তাতে আমাকে একেবারে অপদস্থ না ক'রে আর ছাড়বে না।

মনোজ। সে তো সত্যি কথাই Sir. এই দেখুন না, কী কাণ্ডট করলেন কেস্‌টা নিয়ে। আশ্রমকে কিছুতেই প্রদীপবাবু কেস্‌টা তুলে নিতে দিলেন না—কিছুতেই না। বরং আপনি জিতলেন দেখে উল্টে আপনার ওপর চ'টেই আগুন।

মিঃ দত্ত। শুধু চটা? আর অপমান—

মনোজ। অপমান ব'লে অপমান! অতগুলো লোকের সুমুখে আপনার মুখের ওপর ব'লে গেল, 'কাকাবাবু, কেস্‌এ জিতলেন বটে, কিন্তু এতে আপনার পাপের বোঝাটাই আরো ভারী হয়ে উঠল।'

মিঃ দত্ত। (আপন মনে গর্জিয়া) উঃ, কী audacity! Scoundrelটা দিনরাত কেবল কামনা ক'রে চলেছে আমার অপমান, আমার সর্বনাশ।

মনোজ। কিন্তু, Sir, এই যে প্রদীপবাবু হেরে গেলেন, এতে কিন্তু তিনি আরো furious হয়ে পড়বেন। এবার আর সর্বনাশ কেবল কামনা ক'রেই থেমে যাবেন না, একেবারে সর্বনাশ ক'রেই তবে ছাড়বেন।

মিঃ দত্ত। তা বেশ বুঝতে পারছি মনোজ। Now, what am I to do?

মনোজ। প্রদীপবাবুকে আর এখানে রাখবেন না Sir—একেবারে বাইরে চালান ক'রে দিন। নইলে কিন্তু Sir, বিপদ কিছুতেই এড়াতে পারবেন না।

মিঃ দত্ত। (চিন্তিত আননে) বাইরে পাঠাব!…Not a bad idea, কিন্তু কোথায় পাঠাতে পারি বলো তো?

মনোজ। পাঠাবার জায়গা তো আপনার হাতেই রয়েছে Sir.

মিঃ দত্ত। (আশ্চর্য হইয়া) হাতেই রয়েছে? বলো কি?

মনোজ। কেন Sir? এই যে Chittagong Hill Tracts-এ সেদিন যে চায়ের বাগানটা কিনলেন, সেটারই তদারকের ভার দিয়ে প্রদীপবাবুকে তো অনায়াসে ওখানে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

মিঃ দত্ত। (আপন মনে) Chittagong Hill Tracts...Chittagong Hill Tracts!…(তারপর সহসা যেন পথের সন্ধান পাইয়া) The idea! চমৎকার বলেছ মনোজ! (মনোজের পিঠ চাপড়াইয়া) এ না হ'লে আর তুমি আমার Private Secretary! (ক্ষণকাল থামিয়া একটু চিন্তিত হইয়া) কিন্তু, মনোজ, ও যদি যেতে রাজী না হয়! বিশেষ ক'রে আশ্রমের ঐ loaferগুলোর সঙ্গে যা বন্ধুত্ব জমিয়েছে।

মনোজ। সে ভার আপনাকে নিতে হবে Sir.

একজন বেয়ারা প্রবেশ করিল—মিষ্টার দত্তের হাতে একটি স্লিপ দিল।

মিঃ দত্ত। (পড়িয়া বেয়ারাকে) নিয়ে আয়। (বেয়ারা চলিয়া গেলে মনোজকে) বিপিন এসেছে মনোজ। ওকে দিয়ে আর আমাদের কোনো প্রয়োজন আছে কি?

মনোজ। কিচ্ছু না। প্রদীপবাবুর খবর নেবার পালা তো শেষ—ওকে আর কি দরকার ?

দ্বারপথে পর্দা ঠেলিয়া বিপিন দেখা দিল—এক মুখ হাসি লইয়া। প্রবেশ করিয়াই আজানু নমিত হইয়া একটি নমস্কার করিল, তারপর অগ্রসর হইয়া একেবারে মিষ্টার দত্তের পায়ের কাছে আসিয়া ভক্তিভরে আরও একটি নমস্কার করিল। তারপর কৃতার্থতার ভঙ্গীতে কহিতে লাগিল :

বিপিন। Sir! আপনার জিত হ'ল তো?…(মনোজের দিকে ফিরিয়া) আমি বলি নি মনোজবাবু? বাবা! Public money নিয়ে এমন ধারা পেঁয়াজী ভাজলে চলে! ভগবান নেই?

মনোজ। একেবারে খাঁটি কথা বলেছ বিপিন! Public Charityতে যার জীবন তার কি কখনো মামলা করা সাজে? (মিস্টার দত্তের পানে ফিরিয়া) Sir, public money নিয়ে এমনধারা ছিনিমিনি খেলা—এ চলতেই পাবে না। আপনি Sir, উঠে প'ড়ে লাগুন। সমস্ত রকম donationএর source বন্ধ ক'রে ও আশ্রমটাকে একেবারে পটল তোলাতে হবেই।

বিপিন। সে আর ভাবতে হবে না—ওটা পটল তুলল ব'লে।

মনোজ। সে কি হে বিপিন?

বিপিন। যথার্থ মনোজবাবু।—যদিও বলাটা আমার ভালো দেখায় না—তবু বলতে হচ্ছে—Sirএর মত এমন সদাশিব লোকের পেছনে লেগেছে, ও আশ্রম কি কখনো টিকতে পারে?

মিঃ দত্ত। তোমাদের অত বড় solvent আশ্রম, আমার সঙ্গে লড়াই করতে পিছপা হয় না, সে আশ্রম অমনি উঠে যাবে? বলো কি বিপিন?

বিপিন। আজ্ঞে, বলব আর কি! আপনার সঙ্গে লড়তে গিয়ে টাকা যা খোয়াবার তা তো খুইয়েছে—এখন স্বজিতবাবুও যদি স'রে দাঁড়ান, তবে ও আশ্রমকে যে পটল তুলতেই হবে।

মনোজ। স্বজিতবাবু স'রে দাঁড়াবে? ব্যাপার কি হে? তোমাদের ও গরীব-উদ্ধারকারী আশ্রমের সেই না সবচেয়ে বড় patron?

বিপিন। তা তো বটেই, কিন্তু প্রদীপবাবু এসে পড়ায় ওঁর একটু অসুবিধে হয়েছে কিনা!

মিঃ দত্ত। (বিদ্রূপভরে হাসিয়া) অসুবিধে! তুই শেয়ালের এক ডাক, আবার অসুবিধে কি হে?

বিপিন। তা বটে—ডাক এক, কিন্তু স্বজিতবাবুর ডাকের পেছনে আবার একটু রকমারী আছে কিনা! উনি 'গরীবদের জাগাও' ব'লে বেড়ান বটে, তবে গরীবদের জাগানোর চেয়ে ঐ ফোকরে বেশ একটা হোমরা-চোমরা নেতা হয়ে পড়বার ইচ্ছেটাই ওঁর বেশী। নইলে আর প্রদীপবাবুকে হিংসে করবেন কেন?

মিঃ দত্ত। (আগ্রহভরে) স্বজিত প্রদীপকে হিংসে করে? তুমি ঠিক জানো বিপিন?

বিপিন। Sir, স্বজিতবাবু তাঁর হিংসেকে তো আর চেপে রাখেন না।

মিঃ দত্ত। তোমার সঙ্গে স্বজিতের আলাপ কেমন?

বিপিন। (যেন বিগলিত হইয়া) যথেষ্ট আলাপ আছে Sir. একে তো ওঁরই স্বপারিশে ও আশ্রমে থাকবার জায়গা পেয়েছি, তার

ওপর আবার ওঁর সব কথাই আমি মেনে নি কিনা—তাই আমার ওপর ওঁর স্নেহটা একটু বেশী।

মিঃ দত্ত। বিপিন! আমি ভেবেছিলাম তোমাকে আর আমার কাজে লাগবে না, কিন্তু—

বিপিন। সে কি কথা Sir! আপনিই আমার মা বাপ সব—আপনার কাজেই যদি না লাগি, তবে আর দাঁড়াব কোথায় Sir!

মিঃ দত্ত। দেখ, এই সুজিতকে আমার কাছে নিয়ে আসতে হবে।

বিপিন। (চিন্তিত মুখে) যদি প্রদীপবাবুর কাকা ব'লে রাজী না হন!

মনোজ। তা হ'লে তোমার কাজ এখানেই ফুরুল।

বিপিন। সে কি মনোজবাবু! তাও কি হয়! আমি Sirএর পায়ের স্যাণ্ডেল হয়ে কাজ করতে পারব, সেই সাধেই না জান্ দিয়ে খেটেছি। প্রদীপবাবু আর আশ্রমের কোনো খবর একটু এদিক ওদিক হয় নি—দেখেছেন তো? এ সব করছি কেন? শুধু ওঁরই কৃপালাভ করবাব জন্যে তো! নইলে আর দু-দশকুড়ি টাকাব জন্যে বিপিন শর্মা কেয়ার করে!

মিঃ দত্ত। সুজিতকে যাতে আমার কাছে নিয়ে আসতে পার, তাই করো।

বিপিন। আজ্ঞে Sir, নিয়ে আসব বইকি। ওঁকে আপনার কথা খুলে বললেই চ'লে আসবেন।

মিঃ দত্ত। হ্যাঁ, যত শীগগির পার। আচ্ছা, এখন তুমি যেতে পার।

বিপিন। (বিনীতভাবে নমস্কার করিযা প্রস্থানোদ্যোগী হইয়া সহসা

ফিরিয়া) আমি সব ঠিক ক'রে ফেলছি। কিন্তু, দেখবেন Sir, এ গরীব যেন আপনার কৃপা থেকে বঞ্চিত না হয়।

মিঃ দত্ত। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখব বাপু দেখব।

আবার বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া বিপিন বাহির হইয়া গেল।

মিঃ দত্ত। (উল্লসিত কণ্ঠে) মনোজ, এবার দুধারী অস্ত্র পেয়েছি। প্রদীপকে আর বাইরে না পাঠালেও চলবে।

মনোজ। যথার্থ Sir! প্রদীপবাবুর চোখের ওপর খেলাটা জমবে ভালো।

এমন সময় দ্বারপ্রান্তে ম্যানেজারের ইউরোপীয় পরিচ্ছদ-পরিহিত মূর্তি দেখা দিল।

ম্যানেজার। May I come in Sir?

মিঃ দত্ত। Come in. Hallo, manager, কি খবর?

ম্যানেজার। (প্রবেশ করিয়া) Sir, প্রদীপবাবুর সেই school—

মিঃ দত্ত। হ্যাঁ—তার সম্বন্ধে final কথা তো ব'লেই দিয়েছি। আবার কি কোনো worker সে schoolএ ছেলেপিলে পাঠিয়েছে?

ম্যানেজার। না Sir, আপনার order জানিয়ে দেবার পর কেউ আর পাঠায় নি বটে, কিন্তু, তাই নিয়ে একটা অসন্তোষের—

মিঃ দত্ত। Damn your অসন্তোষ! একটা অসন্তোষকে দাবিয়ে রাখতে পারেন না—কি ম্যানেজারি করছেন?

ম্যানেজার। (ত্রস্তভাবে) আজ্ঞে Sir, কি করব বলুন? লেখাপড়া শেখবার এমন একটা সুযোগ পেয়ে কেউ কি আর সহজে হারাতে চায়! একে তো বিনি পয়সার স্কুল—তার ওপর প্রদীপবাবু, সমীরবাবু, ওঁরা শেখান প্রাণ দিয়ে। Workerরা বলছে—

আমাদের ছেলেরা লেখাপড়া শিখবে, তাতে কার কি আপত্তি থাকতে পারে?

মিঃ দত্ত। (ক্রোধভরে) তাদের বাবার আপত্তি আছে। ছোট-লোকদের আবার লেখাপড়া!

ম্যানেজার। কিন্তু Sir, প্রদীপবাবু এদের এমন ক'রে organise করেছেন যে—

মিঃ দত্ত। (তাঁহার হুংকারে ম্যানেজারের কথা চাপা পড়িয়া গেল) আবার! রাত্রিদিন কেবল ঐ এক কথা—প্রদীপবাবু, প্রদীপবাবু, প্রদীপবাবু! কী—কী করতে চায় তারা? Strike করবে?

ম্যানেজার। না Sir, এবার আর strike করবে ব'লে মনে হয় না। তা হ'লে তো গেলবারের মত মাইনে কিছু বাড়িয়ে দিয়েই গণ্ডগোল থামিয়ে দিতাম।

মিঃ দত্ত। (বিদ্রূপভরে) বেশ করতেন। আমার যা কিছু income তা আপনার ঐ workerদের মাইনেতেই চ'লে যাক, কেমন? Nonsense!

ম্যানেজার। Sir, এবার যে তাও করবার জো নেই। Workerরা strike করবে না বটে, কিন্তু তারা যে একটা গুরুতর কিছু করবার জল্পনা করছে, সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

মিঃ দত্ত। কি করবে? কি বোঝা যাচ্ছে?

ম্যানেজার। সেইটেই তো আঁচ করতে পারছি না Sir. তবে এমন একটা কিছু করবে ব'লে মনে হচ্ছে, যেটা হয়তো আমাদের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক হয়ে পড়বে। তাই বলছিলাম, Sir—(একটু ইতস্তত করিতে লাগিল)

মিঃ দত্ত। (ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া) কি? কি বলতে চান আপনি?

ম্যানেজার। প্রদীপবাবুর schoolএ—

মিঃ দত্ত। (কথা কাড়িয়া) 'যাবার অনুমতি দিন'—কেমন? Impossible! একটা ছোকরা আমার businessকে ruin করবার মতলবে কি plan করছে, সেটুকু বোঝবারও বুদ্ধি নেই? Stupid. যান—আপনার কাজে যান। যা করতে হয় আমিই করব।

লজ্জায় অপমানে নতমস্তকে ম্যানেজার প্রস্থান করিল।

মিঃ দত্ত। দেখলে—দেখলে মনোজ—এরি মধ্যে আবার একটা মতলব নিয়ে পড়েছে!

মনোজ। আমি তো Sir আগেই বলেছি—যতদিন প্রদীপবাবু আপনার কাছাকাছি থাকবেন, ততদিন আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারবেন না। ভাইপোটি আপনার যে কত বড় ফন্দিবাজ ছেলে, তা কি আপনি এখনো ঠাউরে উঠতে পারেন নি Sir?

মিঃ দত্ত। সেবার strikeএর সময় ওরই কথামত লোকজনদের মাইনে বাড়িয়ে দিলাম, আবার এরি মধ্যে একটা গোলমাল পাকিয়ে তুলেছে!

মনোজ। ঐ মাইনে বাড়িয়ে দিয়েই তো ওঁকে অতটা popular ক'রে দিয়েছেন। আমি তখুনি বলেছিলাম, কাজটা ভালো হ'ল না—এখন শুনলেন তো Sir—এবার আর কেউ strike করবে না—তার চেয়েও মারাত্মক একটা কিছু করবে।

মিঃ দত্ত। Wily scoundrel! আমার businessটাকে collapse না করিয়ে ছাড়বে না—কিছুতেই ছাড়বে না!

মনোজ। Sir, আর ভাববার সময় নেই—এবার কাজে হাত দিতে হবে। কে জানে, কোন্‌দিক দিয়ে প্রদীপবাবু আপনাকে ঘা

মারবেন। একেবারে death-blow দেবার জল্পনা করছেন কি না, তাই বা কে জানে? We must take necessary steps at once.

মিঃ দত্ত। বুঝতে তো পারছি সবি, মনোজ, তবে কি জানো—দাদার কথাটা মাঝে মাঝে মনে হতেই সব যেন কেমন গুলিয়ে যায—ছোঁড়াটাকে তাড়িয়ে দিতে মনটা ঠিক সরে না।

মনোজ। কিন্তু, Sir, দাদার willটির কথাও যে ভাবতে হবে। সেটাকে তো বেমালুম বদলে দেওয়া হ'ল। এখন ওঁর রকম-সকম দেখে মনে হচ্ছে, কোন্‌দিন সোজাসুজি willটি চেয়েই বসবেন। তখন করবেন কি?—'না' করলেই তো উনি ছুটবেন কোর্টে। সে যে একটা কেলেঙ্কারি ব্যাপার হয়ে পড়বে Sir—বিশেষ ক'রে আমাদের যখন আবার একটু ইয়ে রয়েছে। ভেবে দেখুন, Sir, সামান্য একটা মনের দুর্বলতার জন্যে আপনার ব্যবসা বাণিজ্য, নাম ইজ্জৎ, সব কিছুই নষ্ট হতে বসবে। ব্যাপার যে অনেক দূর গড়িয়েছে Sir—এখন কি আর ওসব দাদা-টাদা ভাবলে চলে।

মিঃ দত্ত। তুমি ঠিকই বলেছ মনোজ। ব্যাপার অনেক দূর গড়িয়েছে। এখন আর—

মনোজ। এক মুহূর্ত নয় Sir—এখুনি Chittagong Hill Tractsএ পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।

মিঃ দত্ত। তাই করব মনোজ—তাই করতে হবে। I've settled my mind. —প্রদীপকে সময় দেবো দু দিনের। তার মধ্যে যদি সে এখান থেকে চ'লে না যায়, তবে এবার তাকে বাড়ী থেকেই তাড়িয়ে দেবো। দেখি—আমার পেছনে লেগে বাছাধন কী ক'রে বেঁচে থাকে!

মনোজ। এই তো ঠিক Sir. আপনার এই attitude যদি বজায় রাখেন—দেখবেন ছু দিনের মধ্যেই প্রদীপবাবু সুড় সুড় ক'রে চলেছেন Hill Tractsএর দিকে। পথে দাঁড়ানোর ভাবনাটা, Sir, সব্বার বড়।

মিঃ দত্ত। কিন্তু, মনোজ, ওখানে গিয়েও তো আমার বিরুদ্ধে—

মনোজ। (মৃদু হাসিয়া বাধা দিয়া) সে ভয় করবেন না Sir. একবার ওখানে গিয়ে পৌছতেই দিন না, তারপর তো আমিই আছি। দেখবেন—আপনার পেছনে লাগবার বাসনা ওঁর চিরদিনের মত ঘুচিয়ে দেবো।

মিঃ দত্ত। (একটু ইতস্তত করিয়া) খুনখারাপি কিছু করবে না তো মনোজ?

মনোজ। (হাসিয়া) ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না Sir, আমার ওপর সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে ব'সে থাকুন—তারপর দেখুন না, কি হয়! তবে আমি যাই Sir, ওদিকের সব ঠিক করি গে। আপনি এদিকে প্রদীপবাবুকে পাঠাবার আয়োজন করুন।

মনোজ প্রস্থানোন্মুখ হইতেই মিষ্টার দত্ত ডাক দিলেন:

মিঃ দত্ত। মনোজ! শোনো।

মনোজ ফিরিল।

মিঃ দত্ত। দেখ মনোজ, এই বলছিলাম কি—(একটু দ্বিধাভরে) মানে উইল-টুইল—ওসব কথায় আবার মুখ খুলো না কিন্তু।

মনোজ। (হাসিয়া) Sir! আমার হুঁশিয়ারি সম্বন্ধে আপনি কি এখনো সন্দেহ করেন?

মিঃ দত্ত। না না, ঠিক তা নয়, তবু একবার মনে করিয়ে দিলাম আর কি।

মিষ্টার দত্ত হাসিয়া উঠিলেন—মনোজও হাসিয়া চলিয়া গেল।

মিষ্টার দত্ত কিছুক্ষণ নতশিরে পদচারণা করিলেন—তারপর সিগারে অগ্নি-সংযোগ করিয়া বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেলেন :

মিঃ দত্ত। বাছাধন একবার বুঝুক, সে কার পেছনে লেগেছে।

চতুর্থ দৃশ্য

অপরাহ্নের পরশ লাগিয়া দিনের আলো সবে দীপ্তিহীন হইতে শুরু করিয়াছে।

লীনার ড্রইং-রুম। ঘরখানি বেশ বড়। মাঝখানে একটি ড্রইং-রুম সুইট—আশেপাশে কয়েকটি কুশান চেয়ার। এক কোণে একটি মূল্যবান অর্গ্যান। দেওয়ালে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, দেশবন্ধু প্রভৃতি জগদ্বরেণ্য মহাত্মাগণের প্রতিকৃতি শোভমান—মাঝে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর একটি বড ছবি। দুইটি দরজা, পরদা-লাগানো—একটি অন্তঃপুর-অভিমুখে, আরেকটি বহির্দ্বার।

প্রদীপ করতলে চিবুক রাখিয়া চিন্তাভারাক্রান্ত নয়নে মাটির পানে চাহিয়া আছে—পরিধানে তাহার পাঞ্জাবি। লীনা প্রদীপের পাশে উপবিষ্ট। আজ সে পরিয়াছে ডোরা-কাটা ছাই রঙের শাড়ী।

প্রদীপের পানে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে লীনা গাহিতেছিল—মুখে তার কৌতুকের হাসি :

নিশীথ-তারা ধরারে শুধায়,
কি ব্যথা তব মরমে বাজে—
কি নিরাশাতে নীরব ম্লান
মলিন হেন কুহেলী-সাজে !

প্রদীপ। (ব্যথাভরা ক্ষীণ হাসি হাসিয়া) লীনা ! তুমি হাসছ ?

লীনা। হাসব না ? তোমায় অমন গম্ভীর দেখলে আমার বড় হাসি পায়।

প্রদীপ। না লীনা, ঠাট্টা নয়।

লীনা। আচ্ছা বেশ, ঠাট্টা নাই হ'ল। বলো তুমি কি ভাবছিলে ?

প্রদীপ। (উঠিয়া পদচারণা করিতে করিতে) ভাবছি—কাকাবাবুর হুকুম মেনেই চলব।

লীনা। হঠাৎ আবার এ ভাবনাটা এল কেন ?

প্রদীপ। (সহসা লীনার পাশে বসিয়া পড়িয়া) আচ্ছা লীনা, আমি যদি পথে দাঁড়াই, মাও তো আমার সঙ্গ নেবে ?

লীনা। তা তো নেবেনই।

প্রদীপ। (ক্ষণকাল আবার পদচারণা করিয়া) লীনা, মা যে আমার জন্যে অভাবে কষ্ট পাবে এ আমি কিছুতেই ভাবতে পারছি না লীনা।

লীনা। তুমি একটা পাগল !

প্রদীপ। পাগল নয় লীনা। এ কথা ভাববার সময় যে এবার সত্যিই এসে গেছে। জানো, কাকাবাবু আমায় **Chittagong Hill Tracts**এ যাবার হুকুম দিয়েছেন ?

লীনা। Chittagong Hill Tracts ?

প্রদীপ। হ্যাঁ, সেখানকার একটা tea-gardenএর ভার নিয়ে।

লীনা। Chittagong Hill Tracts ! সে তো অনেক দূর। কই, তুমি তো আমায় কিছুই বলো নি ?

প্রদীপ। কাউকেই বলি নি—তোমাকেও না, মাকেও না। আমি শুধু ভাবছি, কি করব! কাকাবাবু আবার তাঁর হুকুমের সঙ্গে একটু লেজুড় জুড়ে দিয়েছেন—যদি আমি না যাই তবে তক্ষুনি ও বাড়ী আমায় ছেড়ে দিতে হবে।

লীনা। (স্তব্ধ বিস্ময়ে) সে কি !

প্রদীপ। হ্যাঁ। (লীনার পাশে আসিয়া বসিল) আর কালই আমার মতামত জানাবার শেষ দিন।...কি ভাবছি জানো লীনা? যদি মত না দিই, মাকে নিয়ে কালই পথে দাঁড়াতে হবে; আর যদি রাজী হই, তবে—আমার আশা, আমার আদর্শ—সব কিছু চিরদিনের মত শেষ হয়ে যাবে।

প্রদীপ করতলে মুখ ঢাকিল—লীনা তাহার ভরসা-ভরা হাতখানি প্রদীপের শিরে রাখিল, যেন অন্তরের সবটুকু সান্ত্বনার স্নিগ্ধ পরশনে তাহার উদ্বেগ-অধীর চিন্তাকে শান্ত করিয়া দিবে। প্রদীপ ধীরে মুখ তুলিয়া হতাশ-করুণ দৃষ্টিতে তাহার পানে তাকাইল—তারপর লীনার হাতখানি আপনার অঞ্জলির মাঝে টানিয়া লইয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল :

প্রদীপ। আমি কি করব লীনা, আমায় বলো ?

লীনা। না, তুমি যেও না।

প্রদীপ। (লীনার হাত ছাড়িয়া ম্লান হাসিয়া) পাগল !

এমন সময় বাহির হইতে ব্যাকুল কণ্ঠ ভাসিয়া আসিল :

—'তোরা আছিস প্রদীপ ?'—

বলিতে বলিতে প্রদীপের মা ত্বরিত চরণে প্রবেশ করিলেন। প্রদীপ, লীনা—দুইজনেই চকিতে দাঁড়াইয়া বিস্ময়ভরে কহিল :

প্রদীপ। মা, তুমি!

লীনা। মাসীমা!

প্রদীপের মা। (ব্যাকুল কণ্ঠে) প্রদীপ! আমায় ঠাকুরপো এইমাত্র সব বললে। আমাকে তো তুই কিছুই বলিস নি? প্রদীপ, কেন তুই যাবি ব'লে কথা দিয়েছিস?

লীনা। (আশ্চর্য হইয়া) কথা দিয়ে দিয়েছ?

প্রদীপের মা। তুই সব শুনেছিস লীনা?

লীনা। এইমাত্র শুনলাম। কিন্তু যাবে ব'লে কথা দিয়েছে—কই, আমায় তো তা বলে নি!

প্রদীপের মা। হ্যাঁ রে। ও কথা দিয়ে দিয়েছে—ঠাকুরপো আমায় বললে।

প্রদীপ। মা, যদি যাই, ক্ষতিই বা কি! আর না গেলে কি হবে তাও নিশ্চয়ই কাকাবাবু তোমায় বলেছেন।

প্রদীপের মা। তাই তো ছুটে এলাম প্রদীপ। ঠাকুরপো তোকে জোর ক'রে পাঠাতে চায়। কিন্তু এই জোর-ক'রে-পাঠানোটা আমার মোটেই ভালো লাগছে না।

প্রদীপ। কিন্তু—

প্রদীপের মা। তোর কোনো 'কিন্তু'ই শুনব না। কিছুতেই আমি তোকে যেতে দেবো না প্রদীপ। পাছে তুই আমায় না ব'লেই চ'লে

যাস, তাই তো সব শুনেই এখানে ছুটে এলাম। প্রদীপ, আমার কথা ঠেলে তুই কখনো যাবি না, আমায় বল্—আমায় কথা দে বাবা!

প্রদীপ। মা! আমি যে কাকাবাবুকে—

প্রদীপের মা। কথা দিয়েছিস? সে কথা তোকে ফিরিয়ে নিতেই হবে।

প্রদীপ। না, মা, কথা আমি এখনও ঠিক দিই নি, তবে—

প্রদীপের মা। (নন্দিত কণ্ঠে) দিস্ নি?—তা হ'লে তুই যাবি না আমায় বল্!

লীনা। মাসীমার কথা ঠেলে তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না।

প্রদীপের মা। প্রদীপ, চুপ ক'রে রইলি কেন? বল্, বাবা, বল্ তুই যাবি না!

প্রদীপ। বেশ, মা, তুমি যদি তাই চাও, তবে যাব না।

মা আনন্দে তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন।

প্রদীপের মা। আমি জানি, তুই আমার কথা ঠেলবি না।

প্রদীপ। (হাসিয়া) ঠেললাম তো না। কিন্তু ফল হ'ল—কালই বাক্স বিছানা কাঁধে ক'রে পথে দাঁড়াতে হবে।

লীনা। হ্যাঁ, দাঁড়ালেই হ'ল আর কি!

প্রদীপ। লীনা, আমার কাকাটির আর যাই দোষ থাক, এ প্রশংসা তাঁর করতেই হবে যে তিনি যেটি ধরেন সেটি করেন, ভালো-মন্দ পরের কথা।

প্রদীপের মা। না প্রদীপ, আমার মন বলছে ঠাকুরপো কখনই এত নীচ হবে না। শত হোক, তোর বাবারই ভাই তো!

প্রদীপ। সে কথা ভুলে যাও মা, সে কথা ভুলে যাও। লোভ যখন মানুষকে টান দেয়, তখন মানুষ তার বিবেক-টিবেক সব একেবারে জলাঞ্জলি দিয়ে বসে।

প্রদীপের মা। জানিস তো, ও কথা আমি বিশ্বাস করি না। মানুষ কখনো একেবারে মন্দ হতে পারে না। মন্দ হয় ক্ষণিক ভুলে—মোহে প'ড়ে।

লীনা। সত্যি কথা মাসীমা। আমিও বলছি, দেখো—কাকাবাবু অমন কাজ কখনই করবেন না। আচ্ছা, মাসীমা, তুমি বরং কাকাবাবুর সঙ্গে একবার ভালো ক'রে কথা ব'লে দেখ না।

প্রদীপ। কি বললে? মা যাবে কাকাবাবুর কাছে এ নিয়ে কথা বলতে? তুমি ক্ষেপেছ লীনা?

প্রদীপের মা। কেন, লীনা তো অন্যায় কিছু বলে নি।

প্রদীপ। তুমি তবে সত্যি সত্যিই যাবে ভাবছ নাকি?

প্রদীপের মা। হ্যাঁ। সত্যিই যাব।

প্রদীপ। এই নিয়ে কথা বলতে?

প্রদীপের মা। হ্যাঁ। ঠাকুরপোকে বোঝাতে।

প্রদীপ। অসম্ভব। ও সব বোঝানো-টোঝানো চলবে না।

প্রদীপের মা। ওরে পাগল, তাতে দোষ হবে না।

প্রদীপ। না, না, কাকাবাবুর কাছে তুমি যেতে পাবে না। কালই ও বাড়ী ছেড়ে দেওয়া হবে, সেই ভালো।

লীনা। এটা তোমার বাড়াবাড়ি।

প্রদীপের মা। না, প্রদীপ, তোরা পারবি না।

প্রদীপ। (আশ্চর্য হইয়া) কি পারব না?

প্রদীপের মা। তোদের আদর্শকে সফল করতে।

প্রদীপ। কেন?

প্রদীপের মা। ঘরের মানুষটিকে তোরা ভালো করতে চাস না, তোরা আবার ভালো করবি বাইরের মানুষকে!

প্রদীপ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাবপর একটু ইতস্তত কবিতে করিতে কহিল:

প্রদীপ। কিন্তু মা, কাকাবাবু তোমায় যে শেষে অপমান ক'রে বসবে।

প্রদীপের মা। (হাসিয়া) না রে না, অমন মহামানী প্রদীপের মাকে কেউ অপমান করবে না।

প্রদীপ। (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) বেশ, যেতে হয় যাও—আমি কিছুই বলব না। আশা নিয়ে তুমিই থাক। আমি এদিকে পথে দাঁড়াবার যোগাড়যন্ত্র চালাই।

প্রদীপের মা। তুই না হয় তাই চালা। আমি তো আর বারণ করি নি। লোক-ঠকানো টাকার ওপর যে বড়লোকির ভিত গড়া, তার মিথ্যে মোহের চেয়ে দারিদ্র্য তবু ভালো।—আচ্ছা, লীনা, আমি তবে আসি মা!

লীনা। এখুনি যাবে? কেন মাসীমা?

প্রদীপের মা। আমার ওপর কত বড় একটা কাজের ভার পড়ল, দেখছিস না?

লীনা। ভারি তো কাজ। ওর জন্যে তোমায় এখুনি ছুটতে হবে না।

প্রদীপের মা। (হাসিতে হাসিতে) হ্যাঁ রে হ্যাঁ, আমায় এখুনি ছুটতে হবে। ঠিক সময় আঁচ ক'রে ঠাকুরপোকে ধরতে হবে তো! আমি চলি, কেমন?

তিনি প্রস্থানোদ্যত হইতেই প্রদীপ তাঁহার অনুসবণ করিল।

প্রদীপের মা। এ কি! তুই চললি কোথায়? লীনা না তোকে ডেকে আনল কি কাজের জন্যে?

প্রদীপ। কি করব? তোমার লীনা কিছুতেই বলবে না, কি কাজের জন্যে আমায় ডেকেছে।

লীনা। দেখ না মাসীমা, তখন থেকে বলছি—দেখতেই তো পাবে কেন ডেকে এনেছি, তা বাবুর তরই সয় না। (প্রদীপকে) ব'সে থাক তো চুপটি ক'রে।

লীনা প্রদীপের মাকে লইয়া বাহির হইয়া গেল। প্রদীপ হতাশভাবে বসিয়া পড়িল। ক্ষণপরেই লীনা প্রবেশ করিল।

প্রদীপ। তুমি আমার সমস্ত বিকেলটা মাটি ক'রে দিলে। উঃ!

লীনা। ঢের হয়েছে। কাজ তো ভারি—হয় বস্তি দেখা আর না হয় millএর workerদের নিয়ে আড্ডা দেওয়া।

প্রদীপ। লীনা, ঐ কাজগুলো যে আমার কতখানি তা তুমি বুঝবে না।

লীনা। খুব বুঝি, আর এও বুঝি, একদিন যদি ছুটিই তুমি নাও, তবে কিছুই ব'য়ে যাবে না—বিশেষ ক'রে দাদা যখন রয়েছে।

প্রদীপ। কিন্তু কি জন্যে ছুটি নেব সেইটেই তো বলছ না!

প্রদীপের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে একজন তরুণী প্রবেশ করিল। প্রদীপকে দেখিয়া চকিতে একটু দাঁড়াইয়া লীনাব অভিমুখে অগ্রসর হইল।

তরুণী। লীনা, rehearsal এখুনি শুরু করবি? আমি তা হ'লে সবাইকে ডেকে আনি?

লীনা। সে কি গৌরী? এখনো সবাই এসে পৌছয় নি? বেশ মেয়ে তোরা! Rehearsal আরম্ভ করবার কথা পাঁচটায়, আর এখন সাড়ে পাঁচটা বাজতে চলল।

গৌরী। আমি কি করব বল্।—আমার ওপর যাদের ভার আছে আমি তাদের এখুনি নিয়ে আসছি, কিন্তু তোর দীপ্তিই যে এখনো এসে পৌঁছল না। সে না এলে তো আর rehearsal শুরু হবে না।

লীনা। দীপ্তি মিহিরবাবুর সঙ্গেই আসবে। তুই তোর batchকে আগে আন্ দেখি।

গৌরী। বেশ, আমার batchকে আমি এক্ষুনি এনে দিচ্ছি।

গৌরীব প্রস্থান

প্রদীপ। Rehearsal! আমি চললাম।

লীনা। (জামা ধরিয়া) না, না, লক্ষ্মীটি! আমার কথা রাখো। আমি যে দীপ্তিকে বলেছি তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো।

প্রদীপ। কিন্তু তোমার দীপ্তির সঙ্গে আলাপ করবার যে আমার এতটুকুও আগ্রহ নেই। আর এসব কি! যার তার কাছে আমার কথা ব'লে বেড়ানো আমি যে মোটেই ভালবাসি না, তাও তুমি বেশ জানো।

লীনা। (মৃদু হাসিয়া) ভয় নেই, যার তার কাছে বলি নি—বলেছি শুধু দীপ্তিকে। ও আমাদের কলেজে নতুন ভর্তি হয়েছে, কিন্তু এ ক'দিনেই আমার খুব বন্ধু হয়ে গেছে, তাই না ওকে বলেছি।

প্রদীপ। তোমার খুব বন্ধু হয়েছে ব'লেই আমার কথা বলতে হবে!

লীনা। আমার বন্ধু ব'লে নয়, ও তোমারি মত কিনা—কেবলি বড় বড় কথা বলে। দেখো, তোমার সঙ্গে কেমন ব'নে যায়।

প্রদীপ। থাক্, তোমার ও নাচুনী বন্ধুদের সঙ্গে—

লীনা। (বাধা দিয়া বিরক্তিভরে) নাচুনী, নাচুনী—ও কি কথা! কেন, নাচলে দোষ কি?

প্রদীপ। নাঃ! দোষ আর কি! নিরর্থক নাচগান ক'রে—

লীনা। (বাধা দিয়া) নিরর্থক নয় গো, নিরর্থক নয়—একটা causeএর জন্যে এ performance organise করছি। এমনি ক'রে টাকা তুলে আমরা oriental cultureকে বাঁচাবার জন্যে একটা school খুলব, সেখানে oriental dance, oriental music, oriental art—সব কিছু শেখানো হবে। কেমন, আমাদের schemeটা খুব ভালো নয়?

প্রদীপ। খুব ভালো। চতুর্দিকে হাহাকার, আর ওঁরা কিনা খুলছেন নাচগানের school! বাঃ!

এমন সময় নেপথ্য হইতে ভাসিয়া আসিল নারীর কণ্ঠস্বর :

—ভেতরে আসতে পারি কি লীনা?—

লীনা। (ব্যগ্রকণ্ঠে) ঐ তো, দীপ্তি এসেছে! (ত্বরিতে দ্বারপ্রান্তে গিয়া) আয় দীপ্তি, ভেতরে আয়। আসুন মিহিরবাবু!

প্রবেশ করিল দীপ্তি ও তাহার স্বামী মিহির। মিহিরের বয়স চব্বিশ কি পঁচিশ। গায়ে গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, তাহার উপর চাদর, হাতে একটি লম্বা খাতা। মাধুর্যময়ী দীপ্তির পরিধানে ধূসর রঙের শাড়ী।

সকলের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ পশ্চাৎ ফিরিয়া একটু দূরে সরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল দীপ্তির উপর। দীপ্তিও তাকাইল প্রদীপের পানে। দুইজনের চোখেই বিস্মিত কৌতূহল। ক্ষণকাল দীপ্তির উপর চক্ষু রাখিয়া প্রদীপ বলিয়া উঠিল :

প্রদীপ। একি, তুমি?

দীপ্তি। প্রদীপদা, আপনি? (হর্ষভরে) লীনা তার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে বলেছে—কিন্তু এ তো কল্পনাই করতে পারি নি, আপনিই সেই বন্ধু!

লীনা। তুমি দীপ্তিকে চেনো?

প্রদীপ। চিনি মানে? ও যে আমার ছাত্রী ছিল; শেষে ওরা সবাই পশ্চিমে চ'লে যায়, সেই থেকে আর ওদের কোনো খবর পাই নি।

দীপ্তি। খবর রাখলে তো পাবেন।

প্রদীপ হাসিয়া উঠিল।

লীনা। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো ব'লে দীপ্তিকে আনলাম—দেখছি, সে পাট তুমি আগেই সেরে রেখেছ। এস, তবে মিহির-বাবুর সঙ্গেই তোমার আলাপ করিয়ে দি। (মিহিরকে নির্দেশ করিয়া) ইনি হচ্ছেন তোমার ছাত্রীর—(হাসিয়া দীপ্তির পানে চাহিয়া) কি বলব রে দীপ্তি?

প্রদীপ। (হাসির সহিত) বুঝে নিয়েছি, আর বলতে হবে না।

সকলে হাসিয়া উঠিল। লীনা আবার বলিয়া চলিল:

লীনা। মিহির মুখার্জি—Oriental Paper Millএর স্বনামধন্য Managing Director মিস্টার অবিনাশ মুখার্জির ছেলে—নিজে উদীয়মান কবি ও সাহিত্যিক। (প্রদীপ ও মিহিরের নমস্কার বিনিময়) আর ইনি (প্রদীপকে দেখাইয়া) হচ্ছেন, কি আর বলব, দিনরাত বকবক্ বকবক্ ক'রে বড় বড় কথা বলবার সর্দার—নামটা, প্রদীপ দত্ত—দাদার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

দীপ্তি। (হাসিয়া) আর লীনার ভাবী partner in life!—লীনা, তুই যে বড় প্রদীপদার নামটা উচ্চারণ করলি? লিখে দেওয়া উচিত ছিল।

লীনা। (নন্দিত আননে ভ্রূকুটি করিয়া) ওর নামটা তো আর অনুচ্চারিত থাকবার জন্যে তৈরি হয় নি।

প্রদীপ। কিন্তু, লীনা, আমার সঙ্গে মিহিরবাবুর আলাপ করিয়ে দিয়ে ভালো করলে না তো। একদিন যখন সত্যি সত্যিই দীপ্তির বিয়ের নেমতন্ন খেতে ওঁর বাড়ী গিয়ে উঠব, তখন মিহিরবাবু ভয়ংকর অপ্রস্তুত হয়ে পড়বেন। কি বলেন মিহিরবাবু ?

মিহির। (বিনীত কণ্ঠে) আপনার শুভাগমনে ধন্য হব, সে অভিনব সৌভাগ্য কি অর্জন করেছি প্রদীপবাবু ?

সকলে হাসিয়া উঠিল। এমন সময় গৌরী জন সাতেক যুবতীর সহিত প্রবেশ করিল। চতুর্দিকে বেশভূষার বিচিত্র বর্ণের হিল্লোল বহিয়া গেল।

গৌরী। লীনা, সবাই এসে গেছে। এবার **rehearsal** আরম্ভ ক'রে দে।

লীনা। হ্যাঁ, এই তো দিচ্ছি। কই মিহিরবাবু, খাতা খুলুন। **Organiser** আপনি, আর আপনিই চুপ ক'রে ব'সে রইলেন ?

প্রদীপ। (মিহিরকে) আপনিই বুঝি এই **performance organise** করছেন ?

মিহির একটু সলজ্জ হাসি হাসিল।

লীনা। শুধু তাই নয়, আমরা যে বইটা **play** করব, সেটাও উনি লিখেছেন।

প্রদীপ। (চোখে তাহার প্রশংসার দৃষ্টি) তাই না কি ?

মিহির। (সলজ্জ ভঙ্গীতে) মানে এঁরা ধরলেন। তাই আসরে এ বেচারাকেই নামতে হ'ল। ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমার চোখেই দেখবেন।

প্রদীপ। (হাসিয়া) বলেন কি মিহিরবাবু! আপনাদের ত্রুটি বিচ্যুতি! আর তাও কিনা ধরা পড়বে আমাদের চোখে!

মিহির। দাঁড়ান, বিনয়টা আপনার কাছ থেকে ভালো ক'রে শিখে নিতে হবে। (তারপর লীনাকে) তা হ'লে লীনা দেবী—

লীনা। হ্যাঁ, আরম্ভ ক'রে দিন।

প্রদীপ। লীনা, আমি তা হ'লে চলি।

মিহির। সে কি!

লীনা। এখুনি যাবে? কেন?

প্রদীপ। একটা বিশেষ জরুরী কাজ আছে লীনা।

লীনা। (অনুনয়পূর্ণ কণ্ঠে) সে কাজ পরে করলেই হবে।

প্রদীপ। না লীনা, আমায় যেতেই হবে।

লীনা। লক্ষ্মীটি! আর একটু থেকে যাও।

প্রদীপ। তা হয় না—তুমি বুঝছ না।

দীপ্তি। (হাসিয়া) তুই ক্ষেপেছিস লীনা! প্রদীপদাকে বসিয়ে রাখবি নাচগানের **rehearsal** শোনাবার জন্যে? অসম্ভব।

গৌরী। আপনি বুঝি নাচগান পছন্দ করেন না?—কেন? আমাদের **art**এর এই **culture** আপনারা কেন **stand** করতে পারেন না, বলুন তো?

প্রদীপ। আপনারা যে নারী। লোকে বলে—নারী নাকি শক্তিরূপিণী।

লীনা। ওটা পুরনো কথা, সুতরাং সকলেরই জানা।

প্রদীপ। (হাসিয়া) তাই নাকি! যদি জানোই তবে ভুলে যাচ্ছ কেন—তোমাদের শক্তি, :তোমাদের প্রভাব আমাদের ওপর কতখানি দুর্জয়! লীনা, তোমরাই যে আমাদের চালিয়ে নিয়ে যাবে কর্তব্যের পথে—গৌরবের পথে। সেই তোমরা, যখন শুধু

নিরর্থক নাচগান ক'রে cultureএর বুলি আওড়ে বেড়াও, তখন সত্যিই বড় দুঃখ হয়। তাই চোখ চেয়ে, কান পেতে তোমাদের নাচগান উপভোগ করতে পারি না।

গৌরী। বাঃ! তা হ'লে আপনি বলতে চান—আমরা আবার সেই ঘরের কোণে অসূর্যম্পশ্যা গৃহিণী হয়েই ফিরে যাব। স্বাধীনতা বুঝি ভোগ করবেন শুধু আপনারাই—আর আমরা চিরদিনই 'সে রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস'। কেমন?

প্রদীপ। না, আমি তা বলি নি। স্বাধীনতা সকলেরই প্রাপ্য। কিন্তু স্বাধীনতা আর স্বেচ্ছাচার তো এক নয়। আজ আপনারা যা নিয়ে মেতেছেন, তা স্বাধীনতা নয়—সে শুধু স্বাধীনতার ভ্রান্তি।

গৌরী। (ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) ভ্রান্তি?

প্রদীপ। হ্যাঁ। আপনাদের এ স্বাধীনতা শুধু অকারণ নৃত্যগীত আর বন্ধনহীন চলাফেরার সংকীর্ণ গণ্ডীর ভেতরেই আটকানো রয়েছে। সত্যিকার স্বাধীনতা অনেক বড় জিনিস—গুরুতর দায়িত্বে ভরা। সে স্বাধীনতা লাভ করবার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। সংযম তার ভিত্তি—বিশৃঙ্খলতা নয়। স্বাধীনতা পেয়ে যদি আপনারা পুরুষকে প্রেরণা দিতে না পারেন—সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে তাদের এগিয়ে নিতে না পারেন—জীবন-সংগ্রামে তাদের প্রকৃত সহচারিণী হতে না পারেন—তবে আপনাদের সে স্বাধীনতার সার্থকতা কোথায়? আপনারা খুলবেন নাচগানের school, আর তারই জন্যে করছেন অর্থসংগ্রহের এই আয়োজন! কিন্তু, চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখেছেন কি—দীন দরিদ্রদের ম্লান মুখে অভাবের কী করুণ কাহিনী লেখা রয়েছে, কী নির্মম দৈন্যে মানুষ আজ জীর্ণ!

গৌরী। সে তো আর আমাদের দেখবার জিনিস নয়।

প্রদীপ। সে যে আপনাদের কতটা দেখবার জিনিস তা আজ না বুঝলেও একদিন নিশ্চয়ই বুঝবেন। এই যে জমকালো হলঘরটাতে আপনারা নাচগানের আসর পেতেছেন—এর foundationটা খুঁড়ে যদি আপনার চোখের সামনে মেলে দেওয়া যায়, কী দেখবেন সেখানে? শুধুই ইট চূণ সুরকি, নয় কি? এই ইট চূণ সুরকির ভিত্তির ওপরেই ভোগবিলাসের সমস্ত উপকরণ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই সুসজ্জিত কক্ষ—ঠিক যেমন আড়ম্বরহীন জনসাধারণের বুকের ওপর চেপে রয়েছে আপনাদের ঐ নিষ্করুণ aristocratic সমাজ। দেশের সমস্ত অর্থ আটকে রেখেছেন আপনারা; আর তা লাগাচ্ছেন আপনাদের বিলাসের আয়োজনে—প্রয়োজনহীন জাঁকজমকে। একবার ভেবে দেখেছেন কি, আপনাদের এই বাহুল্য কত অগণিত দীন দরিদ্রদের বঞ্চিত ক'রে রেখেছে তাদের জীবনের অপরিহার্য বস্তুগুলি থেকে? না পায় তারা দুবেলা দু মুঠো খেতে, না পারে তারা রোগে চিকিৎসা করাতে, না পায় তাদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষালাভের এতটুকু সুযোগ। অভাব—অভাব—তাদের চারিদিকে শুধু অভাবের হাহাকার। যে সমাজের ভিত্তিমূলে দৈন্যের এমন করুণ আর্তনাদ—তারই শীর্ষে প্রাচুর্যের এই কলরোল!···কিন্তু এ অস্বাভাবিক অবস্থা খুব বেশীদিন স্থায়ী হতে পারে না। ভিত্তিমূলে যে ভাঙন ধরেছে তাতে, দেখবেন, আপনাদের ঐ রংচং-করা aristocracyও একদিন একেবারে ধ্ব'সে প'ড়ে যাবে—এ জাঁকালো কক্ষের foundationটা ভেঙে দিলে এর যা অবস্থা হয় ঠিক তাই।

গৌরী। আপনার কথা শেষ হয়েছে?

প্রদীপ জিজ্ঞাসু নয়নে তাকাইল। অন্তরে জ্বলিতে জ্বলিতে গৌরী কহিল :

গৌরী। আমি জানতাম না, একজন শিক্ষিত যুবক এতখানি অভদ্র হতে পারে!

প্রদীপ। অভদ্র?

গৌরী। হ্যাঁ, অভদ্র।

প্রদীপ। ধন্যবাদ। আজ আপনার সৌজন্যে একটা নূতন জ্ঞান লাভ হ'ল—হিতৈষণা অভদ্রতারই নামান্তর মাত্র।

গৌরী। আপনার এ অহেতুক হিতৈষণার কোনো প্রয়োজন ছিল না। হিতাহিত জ্ঞান আমাদের যথেষ্ট রয়েছে।

প্রদীপ। (বিদ্রূপভরে হাসিয়া) Sorry, ওটা আমার ঠিক জানা ছিল না—I apologise, sincerely apologise.

গৌরী। (আহত ফণিনীর মত) লীনা! তুমি কি এমনি ক'রে অপমান করবার জন্যেই আমাদের ডেকে এনেছ?

প্রদীপ। (লীনা কিছু বলিবার পূর্বেই) দুঃখ প্রকাশের ভাষাকে অপমান ব'লে ভুল না করবার মত শিক্ষা আপনারা পেয়েছেন ব'লেই আমার বিশ্বাস ছিল।

গৌরী। উঃ! এ জানলে আমি কখনই এখানে পা দিতাম না। (অন্যান্য বন্ধুদের পানে তাকাইয়া) কি, তোরা সব insulted হবার জন্যে এখানে ব'সে থাকবি; না যাবি?

গৌরী ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেল। যুবতীর দল আপন আপন আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

জনৈকা যুবতী। চললাম ভাই লীনা—এবার হয়তো আমাদেরি পালা।

প্রদীপের উপর কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সকলে চলিয়া গেল।

লীনা। (প্রদীপকে) তুমি অমন ক'রে আমার বন্ধুদের অপমান করলে কেন?

দীপ্তি। না লীনা, এটা গৌরীরই অন্যায়। প্রদীপদা যে কোথায় তাকে অপমান করলেন, তা তো বুঝলামই না।

প্রদীপ। লীনা, অপমান যে আমি করি নি—এটুকু বোঝবার বুদ্ধিও কী তুমি হারিয়েছ?

লীনা। কী!

প্রদীপ। থাক্, ঝগড়া আমি করতে চাই নে। আমি চললাম। নমস্কার মিহিরবাবু—আশা করি, কিছু মনে করবেন না। আপনাদের উদ্যোগপর্ব্বে এই দুর্যোগের জন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

ত্বরিত চরণে প্রদীপ চলিয়া গেল।

মিহির। এর পর আর rehearsal জমতে পারে না। আসি, তা হ'লে লীনা দেবী। এস দীপ্তি।

দীপ্তি। চললাম লীনা। (তারপর লীনার কানের কাছে মুখ লইয়া মৃদু হাসিয়া) দাম্পত্য-কলহ চিরদিনই ক্ষণস্থায়ী। সন্ধিটা কেমন হয়, কাল কলেজে বলবি তো?

লীনা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইল; দীপ্তি হাসিতে হাসিতে স্বামীর অনুগমন করিল। সকলে প্রস্থান করিলে লীনা করতলে মুখ ঢাকিয়া কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল—তারপর মুখ তুলিয়া ক্ষুব্ধ কণ্ঠে আপন মনে কহিল:

লীনা। উঃ! কী অহংকার!

এমন সময় অন্তঃপুরের দুয়ার দিয়া লীনার মা—হিরণ্ময়ী দেবী—প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে বিধবার বেশ। লীনার কাছে উপস্থিত হইয়া সংশয়-ভরা কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করিলেন :

হিরণ্ময়ী। লীনা, প্রদীপ চ'লে গেল কেন রে ?

লীনা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল—তারপর পদচারণা করিতে করিতে প্রাচীর-বিলম্বিত আলেখ্যগুলি দেখিতে লাগিল, মায়ের প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসু নয়নে লীনার পানে তাকাইয়া থাকিয়া হিরণ্ময়ী দেবী বলিয়া উঠিলেন :

হিরণ্ময়ী। তোদের গলা শুনছিলাম, বেশ বুঝছি, তুই আবার ঝগড়া করেছিস। এ কী ছেলেমানসি বল্ তো! শত হোক, ওরা পুরুষ মানুষ—ওদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়—তা নয় তুই খালি তর্ক করবি।

লীনা। (ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) মা!

হিরণ্ময়ী। না বাপু, এ সব আমি ভালো বুঝি না। প্রদীপ যে রেগে চ'লে গেল—

যে রাগ লীনার বুকে এতক্ষণ ধরিয়া সঞ্চিত হইতেছিল, এইবার তাহা দুর্বার বেগে মায়েরই উপর ঝরিয়া পড়িল :

লীনা। তোমরা কি সবাই মিলে আমায় মারতে চাও? রাগ রাগ রাগ! কে রাগ করছে, না করছে, আমায় কি সারাদিন ব'সে তাই ভাবতে হবে? তোমাদের যদি এতই বেশী দরদ হয়ে থাকে তো যাও, যার রাগ ভাঙাতে হয় ভাঙিয়ে এস, আমাকে বিরক্ত ক'রো না।

হিরণ্ময়ী। দেখ মেয়ের মেজাজ। আমি বললাম তোরি ভালোর

জন্যে, আর তুই কিনা চটলি আমারি ওপর! কি যে তোরা হয়েছিস আজকাল—তোদের বোঝা দেবতাদেরও অসাধ্য।

লীনা। তোমার আব বুঝে কাজ নেই। যাও এখন তুমি—আমার বড্ড মাথা ধরেছে।

হিরণ্ময়ী। (উৎকণ্ঠিত হইয়া) ও! মাথা ধরেছে? তা এতক্ষণ বলিস নি কেন? দাঁড়া, Aspirinএর শিশিটা নিয়ে আসছি।

লীনা। (অধীর হইযা) না, না, তোমার কিছু আনতে হবে না। তুমি একটু দয়া ক'রে যাও তো এখন। আমি আর বকতে পারি না।

হিরণ্ময়ী দেবী হতাশভাবে তাকাইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। তাঁহাব প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই লীনা করতলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ক্ষণপবে অশ্রুসিক্ত মুখখানি তুলিয়া বোদনরুদ্ধ কণ্ঠে অভিমানভরে বলিতে লাগিল:

লীনা। দীপ্তিব সামনে! ছিঃ! ছিঃ! এ শুধু আমায ইচ্ছে ক'রে অপমান করা!

আবার দুঃসহ অভিমানে কাঁদিয়া উঠিয়া কবতলে মুখ ঢাকিল। এমন সময় নেপথ্য হইতে ভাসিয়া আসিল সমীরের অনভ্যস্ত কণ্ঠের গান—'চুকিয়ে দেবো বেচা-কেনা, মিটিয়ে দেবো লেনা-দেনা'। গাহিতে গাহিতে সমীব প্রবেশ করিল—পরিধানে হাত-গুটানো নীল রঙের শার্ট—ধুতি মালকোছা মারিয়া পবা। লীনাব কাছে আসিয়া 'নাইবা আমায় ডাকলে' বলিয়া তাহার মাথায় চাঁটি মারিয়া তাল দিয়া গানটি শেষ কবিল।

সমীর। কেমন গাইলাম বল্ দেখি?

লীনাকে তবু নীরব দেখিয়া সমীর জোর করিয়া তাহার মুখটি তুলিয়া ধরিল।

সমীর। এ কি লীনা! তুই কাঁদছিস? কি হয়েছে?—লক্ষ্মীটি, বল্, কি হয়েছে? (বলিতে বলিতে লীনার পাশে বসিযা) মা বকেছে বুঝি?

লীনা। তোমার বন্ধুকে নিয়ে এসেছিলাম আমাদের rehearsal শোনাতে, কিন্তু কী অপমানটাই কবল সবাইকে।

সমীব। অপমান? প্রদীপ করেছে অপমান? কাকে রে?

লীনা। কাকে নয়! গৌরী, রেখা, ইলা—সবাইকে। কালকে কলেজে ওদের কাছে মুখ দেখাব কেমন ক'রে!

সমীব! ও! এই কথা! তা আমায় বলতে হয এতক্ষণ। শোন্, কাল সোজা গিযে ওদের কাছে বলবি—দেখ্ ভাই, তোদেব জন্যে লোকটার সঙ্গে কী ঝগডাটাই করলাম—মার লাগালাম না নেহাৎ পুরুষ মানুষ ব'লে। ব্যস্, মিটমাট! এব জন্যে কাঁদে? পাগলী কোথাকার!

আদর করিয়া সমীব লীনাব মাথায় মৃদু আঘাত কবিল। লীনা সমীরের কোলের উপর মুখ বাখিয়া গুমরে-ওঠা দুঃখের আবেগে কহিল:

লীনা। দাদা! তোমাব বন্ধু···আমাকে অপমান করেছে···একেবাবে দীপ্তির সামনে।

সমীর। ও! তাই কাঁদছিস!

লীনা। দাদা! তোমার বন্ধুকে এত ক'রে বললাম—কিন্তু আমার অনুরোধ রাখা তো দূরের কথা, উল্টে আমায···বুদ্ধিহীন ব'লে অপমান করলে।

সমীর। (কপট গাম্ভীর্যে) তোকে বুদ্ধিহীন বলেছে! প্রদীপটা নিজেই তো একটা বুদ্ধিহীন গবেট—একটা fool! ও কিনা বলে তোকে বুদ্ধিহীন! দাঁড়া, ওকে এবার—

লীনা। (মুখ তুলিয়া সমীরের ভ্রূকুঞ্চিত নয়নের পানে তাকাইয়া মৃদু হাসিয়া) না দাদা, এ তোমার রাগের কথা।

সমীর। রাগের কথা? লীনা, তুই জানিস না, বুদ্ধি ওটার এতটুকুও নেই। (সহসা দাঁড়াইয়া) লীনা! চল্, প্রদীপকে জিজ্ঞেস ক'রে আসি—কোন্ বুদ্ধির জোরে ও তোকে বুদ্ধিহীন ব'লে গেল!

লীনা। (আগ্রহভরে) দাদা!

সমীর। না না, লীনা, আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। চল্, এখুনি চল্—আজ হয় এস্পার, নয় ওস্পার।

লীনা। সত্যি যাবে দাদা?

সমীর ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিয়াই আবার গম্ভীর হইয়া বলিল:

সমীর। হ্যাঁ, এক্ষুনি।

লীনা। ও দাদা, তুমি হাসছ? বুঝেছি। তুমি ভাবছ, ওর সঙ্গে দেখা হ'লেই মিটমাট হয়ে যাবে। এবার আর তা হচ্ছে না। আমি কিছুতেই কথা বলব না, যদি না আমার কাছে ক্ষমা চায়।

ঠিক সেই মুহূর্তে নেপথ্যে প্রদীপের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'এই যে চারু! দিদিমণি ও ঘরে আছেন?' চারুর উত্তর আসিল—'আজ্ঞে হ্যাঁ।' নেপথ্যের কথা সমীরের শ্রবণে ভাসিয়া আসিবামাত্র সমীর চঞ্চল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল:

সমীর। প্রদীপ আসছে—আমি কিন্তু লুকুচ্ছি—আমায় দেখলে ও আর তোর কাছে কিছুই বলবে না।

বলিতে বলিতে সমীর অন্তঃপুরের দরজার আড়ালে চলিয়া গেল। প্রদীপ প্রবেশ করিল। তাহার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে লীনা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া আঁচলের কোণ পাকাইতে শুরু করিল—কেহ যে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, ইহা তাহার অনুভূতিতেই যেন আসিল না। প্রদীপ লীনার কাছে আসিয়া নতশিরে কহিল :

প্রদীপ। আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত। আমার দোষ হয়তো ক্ষমার অতীত। তবু, আশা করি, ক্ষমা করতে চেষ্টা করবে।

প্রদীপ ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল লীনার নিকট হইতে উত্তর পাইবার আশায়। তারপর সে প্রস্থানোদ্যত হইতেই নির্বিকার লীনার আঁচল-পাকানো থামিয়া গেল। লীনা বলিয়া উঠিল :

লীনা। দোষ তো আমারি। নাচ গান তোমার ভালো লাগে না জেনেও তোমায় ডেকে এনে বিরক্ত করেছি, অযথা ঝগড়া করেছি। আমার দোষ যদি—

প্রদীপ। (বাধা দিয়া) না, না, দোষ আমার। তোমার বন্ধুদের অমন ক'রে অপমান করেছি—তোমায় অপমান করেছি। আমার দোষ যে ক্ষমার অতীত।

লীনা। না না, তা কেন, আমার দোষটাই তো ক্ষমার অতীত।

সমীর দুয়ার-অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিল।

সমীর। (কলকণ্ঠে হাসিয়া) হ্যাঁ, ব'সে ব'সে ঐ 'না না'ই কর্।

প্রদীপ। (বিস্মিত হইয়া) এ কি, তুই! (তারপর মৃদু হাসিয়া) সমীর, তোর evesdroppingএর স্বভাব কি এখনো যাবে না?

সমীর। (খুব গম্ভীর হইয়া কণ্ঠে ভৎ র্সনার সুর আনিয়া) ও সব মামুলী কথা থাক। প্রদীপ! তুই লীনার মনে কতখানি আঘাত দিয়েছিস, তা জানিস? ও এতক্ষণ আমার কোলে মুখ লুকিয়ে কাঁদছিল আর কেবলি বলছিল—দাদা, তোমার বন্ধু আমায় এতটুকু ভালবাসে না।

লীনা। (তীব্র প্রতিবাদের সুরে) কী মিথ্যেবাদী! আমি কখন্ ও কথা বললাম? ভালো হবে না কিন্তু দাদা!

সমীর। বলিস নি? সে কি! আমি যে শুনলাম।

প্রদীপ। (মুখে তার হাসি) ঠিকই শুনেছিস সমীর। আর, লীনা যে এতদিনে সত্যটা আবিষ্কার করতে পেরেছে, সেইজন্যে ওকে একটা prize দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। (লীনাকে) তুমি তোমার যথেচ্ছা পুরস্কার চাইতে পার লীনা।

লীনা। ইস্! কী আমার দাতা রে!

প্রদীপ। (উল্লসিত হইয়া লীনার হাত দুইটি ধরিয়া) তা হ'লে সন্ধি লীনা?

লীনা। (প্রদীপের পানে তাকাইয়া হাসিয়া ফেলিল—তারপর) না।

প্রদীপ। উঃ! আমার কী ভাবনাটাই হয়েছিল, জানো লীনা? ভাবছিলাম, এবার তুমি যা চটেছ—কিছুতেই আর আমার রেহাই নেই।

লীনা। সত্যি, তুমি জানো না—কাল আমি কি ক'রে যে গৌরীদের কাছে মুখ দেখাব!

প্রদীপ। Never mind! আমি আছি—প্রয়োজন হ'লে সটান তোমার বন্ধুদের কাছেই ক্ষমা চেয়ে আসব।

লীনা। ও বাবা! আজকে দেখি তোমার প্রাণটা বড় দরাজ হয়ে পড়ল—সবার কাছেই ক্ষমা চাইতে রাজী!

প্রদীপ। হবে না! কতবড় একটা ফাঁড়া কাটল। মা শুনলে এবার তো আর রক্ষেই রাখত না।

সমীর। ফাঁড়া তো কাটল—কিন্তু সেই আনন্দে কি সন্ধির শর্তটাই ভুলে যাবি?

প্রদীপ। কক্ষনো নয়। চল, এক্ষুনি লীনাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। আর, তা ছাড়া আজই হয়তো লীনার সঙ্গে বেড়াবার শেষ দিন—কাল কোথায় থাকব কে জানে!

লীনা। তুমি শুধু শুধু কালকের কথা ভাবছ কেন, বলো তো? মাসীমা যখন নিজে গেছেন—

প্রদীপ। (বাধা দিয়া) দেখ লীনা, আমি বড়লোকগুলোকে মোটেই বিশ্বাস করি না।

সমীর। কি রে প্রদীপ?

লীনা। কিছু নয়।

সমীর। ও! তোর precious secret? থাক্ তবে।···অহো, হতভাগ্য ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমরা চিরদিনই ভগ্নীদের secret থেকে বঞ্চিত।

প্রদীপ। রাখ্ তোর অহো। বেরুবি না?

লীনা। আমায় কিন্তু তোমাদের আশ্রমে নিয়ে যেতে হবে।

সমীর। আশ্রমে?

লীনা। হ্যাঁ। নইলে আমি যাব না।

প্রদীপ। সে তো ভালো কথা। চলো।

সমীর। উঁহুঁ। তা হবে না প্রদীপ। লীনার আশ্রমে যাওয়া

কিছুতেই হতে পারে না। স্নজিতের সঙ্গে লীনার আলাপ—সে আমি কিছুতেই stand করতে পারব না।

লীনা। আমি তোমাদের ঐ স্নজিতকেই দেখতে যাব। দাদা বলে, লোকটা নাকি তোমায় একদম দেখতে পাবে না। ওর চেহারাটা একবাব আমায় দেখতেই হবে—একেবারে যাকে বলে 'দর্শন'।

সমীর ও প্রদীপ হাসিয়া উঠিল।

প্রদীপ। তথাস্তু। আজ তুমি যা চাইবে, তাই পাবে।

পঞ্চম দৃশ্য

রাত্রি প্রায় দশটা।

বিজয় দত্তের শয়ন-কক্ষ।—এক প্রান্তে সিংগ্‌ল্ বেডের খাট—বিছানা পাতা। আর এক দিকে বই-এ ভরা বুক-কেস্—তাব কাছেই দাঁড়-করানো দোয়াত-কলম ইত্যাদি প্রয়োজনীয়-দ্রব্যে-সাজানো ছোট আকাবেব একটি টেবিল—সঙ্গে গদী-মোড়া চেয়াব। দেওয়ালে কয়েকখানি ছবি।

বুক-কেসটিব পাশ দিয়া একটি দরজা—মুক্ত। সেই দবজা দিয়া শান্তির কক্ষ দেখা যায়।

মিষ্টার দত্ত ললাট কুঞ্চিত করিয়া একটি আর্ম-চেয়ারে বসিয়া আছেন—হাতে একখানি গ্রন্থ। তাঁহার সম্মুখে দাঁড়ানো প্রদীপের মা। শান্তি খাটের উপব উপবিষ্ট।

মিঃ দত্ত। না না, এ অসম্ভব। আমি পারব না।

প্রদীপের মা। কেন পারবে না?

মিঃ দত্ত। যে দিনরাত কেবলি ভাবছে, কি ক'রে আমায় অসুবিধেয় ফেলবে, কি ক'রে আমার এতটুকু ক্ষতি করবে, তাকে আমি কখনোই এখানে রাখতে পারি না।

প্রদীপের মা। ঠাকুরপো, কী আর তোমায় বলব! তোমার দাদার কথা কি তুমি একেবারেই ভুলে গেছ?—তাঁর ছেলে হয়ে প্রদীপ চাইবে তোমার ক্ষতি?

মিঃ দত্ত। ও সব কথায় তো আর business চলে না। যখন দেখছি খোলাখুলিই সে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে—আমার Millএর workerদের ক্ষেপিয়ে তুলছে strike করবার জন্যে, তখন তো আর আমার চুপ ক'রে ব'সে থাকা চলবে না।

প্রদীপের মা। Strike তারা যদি ক'রেই থাকে—সে কি প্রদীপের দোষ?

মিঃ দত্ত। একশোবার।

প্রদীপের মা। মোটেই নয়। তোমার দাদার আমলে তো কই strike হ'ত না। তখন—

মিঃ দত্ত। বউদি! Don't poke your nose into my affairs. তোমার স্বামীর আমলে কি ছিল বা না ছিল, ব'সে ব'সে তাই ভাবলে আমার দিন চলবে না। এখন business আমি চালাচ্ছি—সে কথাটা ভুলে যেও না।

প্রদীপের মা। সে কথাটা ভোলবার সুযোগ ভগবান দিলেন কই ঠাকুরপো! তুমি যে অহোরাত্র সেটাকে মনের মাঝে গেঁথেই দিচ্ছ।

মিঃ দত্ত। তা হ'লে জেনে রাখো—আমার businessকে save

করবার জন্যে প্রদীপকে বাইরে পাঠাতেই হবে। **I've no other alternative.**

প্রদীপের মা। ঠাকুরপো, তুমি এখনো বুঝছ না প্রদীপ তোমায় কতখানি ভালবা—

মিঃ দত্ত। (তীব্রকণ্ঠে বাধা দিয়া) আবার! **That ridiculous lie!** আমি একশোবার বলেছি ও সব ন্যাকামি আমার কাছে ক'রো না।···(শ্লেষের হাসি হাসিয়া) প্রদীপ আমায় ভালবাসে—

শান্তি। (অনুরোধের স্বরে) ওগো! এবার প্রদীপকে ছেড়েই দাও না।

মিঃ দত্ত। (ধমক দিয়া) তুমি চুপ করো।

শান্তি। (সঙ্গে সঙ্গে সুর বদলাইয়া) তা তো বটেই—প্রদীপকে ছাড়বেই বা কি ক'রে! (প্রদীপের মাকে) দিদি, তুমি বরং প্রদীপকে এবার যেতেই বলো না।

প্রদীপের মা। আমি বলব!···শান্তি, এত লোকের হিংসাবিদ্বেষ মাথায় নিয়ে প্রদীপকে যেতে দেবো সেখানে? ক্ষেপেছিস তুই!—তার চেয়ে মায়েছেলেয় পথে দাঁড়াব, সেও অনেক ভালো!

মিঃ দত্ত। কেউ তো আর তোমাদের পথে দাঁড়াতে বলছে না।

প্রদীপের মা। বলছ বইকি! নইলে আর প্রদীপকে জোর ক'রে বাইরে পাঠাতে চাও?

মিঃ দত্ত। আমার ব্যবসাকে বাঁচাবার জন্যে তা আমায় করতেই হবে।

প্রদীপের মা। আমার প্রদীপকে বাঁচাবার জন্যে ওর বাইরে যাওয়া বন্ধ করতেই হবে।

মিঃ দত্ত। (ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) প্রদীপকে বাঁচাবার জন্যে!—মানে? **What do you mean by that?**—কি বলতে চাও তুমি?

প্রদীপের মা। যা বলতে চাই, সে তুমি খুব ভালো ক'রেই বুঝেছ।—ছিঃ ছিঃ ঠাকুরপো, তুমি শুধু আমাদের ঠকিয়েই নিশ্চিন্ত নও—

মিঃ দত্ত। (বাধা দিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) বউদি!

প্রদীপের মা। চোখ রাঙিও না ঠাকুরপো। জানো তো, ভয় আমি কাউকে করি না।

মিঃ দত্ত। ভয় তুমি করো বা না করো সে কথা জেনে আমার লাভ নেই। আমি আমার শেষ কথা ব'লে দিয়েছি—either he must go there or leave this house. — আর কোনো কথা নয়। তুমি যেতে পার।

প্রদীপের মা। না, আমি যাব না। আমি আমার ঠাকুরপোর শেষ মূর্তিটি দেখে যাব। এক মূর্তি দেখেছি যখন বউ হয়ে প্রথম এ বাড়ী আসি—সে ঠাকুরপো ছিল আমার সঙ্গী, বন্ধু। তারপর দেখলাম আরেক ঠাকুরপোকে যে অতি হীন জোচ্চুরির আশ্রয় নিয়ে আমাদের ঠকাল। (তাঁহার কথার মাঝেই মিঃ দত্ত হুংকার দিয়া উঠিলেন 'বউদি!'—কিন্তু তিনি বলিয়াই চলিলেন) আজ দেখছি তার আরো এক মূর্তি, যে এখন উঠে প'ড়ে লেগেছে—কেমন ক'রে প্রদীপকে সরাবে, কেমন ক'রে প্রদীপকে তাড়াবে!

মিঃ দত্ত। বউদি! তুমি থামবে কি না বলো!

প্রদীপের মা। কেন?—এ কথাগুলো বললে বুঝি সংকোচ বোধ করো? তাই আমাকে প্রদীপকে তাড়িয়ে নিজের কাছে সহজ হতে চাও—কেমন?

মিঃ দত্ত। বিজয় দত্ত সংকোচ বোধ করে না কখনো।—আর কোনো কথা নয়। প্রদীপ যেন কালই এখান থেকে বিদায় নেয়।

প্রদীপের মা। বেশ, তাই হোক। মায়েছেলেয় তবে পথেই দাঁড়াব।

মিঃ দত্ত। কিন্তু মনে রেখো, আমি তোমায় যেতে বলছি না।

প্রদীপের মা। (ক্ষীণ হাসিয়া) এ কথা তোমার মুখেই সাজে ঠাকুরপো! আমার ছেলেকে তাড়িয়ে দিচ্ছ তুমি—আর আমি থাকব তোমার বাড়ীতে!…আচ্ছা ঠাকুরপো, আমার একটা কথা রাখবে?—আমাদের সঙ্গে আরেক জনকেও তোমার দূর ক'রে দিতে হবে।

মিষ্টার দত্ত জিজ্ঞাসু নয়নে তাঁহার পানে তাকাইলেন। উপরে একখানি আলেখ্যের পানে তাকাইয়া প্রদীপের মা বলিলেন:

প্রদীপের মা। তোমার দাদার ঐ ছবিটিকেও সরিয়ে ফেলো। (সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার দত্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন) হ্যাঁ। ঐ ছবিটিকে ওখানে রেখে আর তোমার দাদার অসম্মান ক'রো না। শুধু আমাদের ঠকিয়ে নয়—আমাদের তাড়িয়ে দিয়ে যদি তুমি নিশ্চিন্ত হতে চাও—তবে ঐ ছবিটিকে আর ওখানে রেখে তোমার পুরনো বিজয়কে লজ্জা দিও না।

কোনোদিকে না চাহিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। মিষ্টার দত্ত নিরুপায় অন্তর্দাহে সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন। শান্তি ত্বরিতে আসিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইলেন।

মিঃ দত্ত। (শান্তির উপরে দৃষ্টি ফেলিয়া) কী, কী চাও এখানে?

শান্তি। আমি?—কই, কিছু না!

মিঃ দত্ত। (অন্তরের নিরুদ্ধ ক্রোধে ফুলিয়া পদচারণা করিতে করিতে) 'পুরনো বিজয়কে লজ্জা দিও না।'…উঃ!

শান্তি। না, সত্যি, দিদির এটা ভারি অন্যায়। ঠকানোর কথা ওঠে কোত্থেকে?

মিঃ দত্ত। থাক্, তোমায় আর বকতে হবে না।

শান্তি। না ব'লে করি কি বলো? যা ধুরন্ধর ছেলে এই প্রদীপ! তোমার দাদার হাতে-গড়া এত সাধের জিনিস—প্রদীপের হাতে পড়লে যে দু দিনে সাবাড় হয়ে যাবে।

মিঃ দত্ত। যাও, যাও, শুতে যাও। দিনরাত কেবল কথার তুবড়ি ছোটানো!

শান্তি। (ম্লান হইয়া) যাচ্ছি।...তোমার মশারিটা ফেলে দিয়ে যাই?

মিঃ দত্ত। না, না, লাগবে না—যাও বলছি।

শান্তি তাঁহার কক্ষে চলিয়া গেলেন। মিষ্টার দত্ত অধীর চরণে ঘরের মধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন। তাঁহার উত্তেজিত কণ্ঠে বিদ্রূপভরে ধ্বনিতে লাগিল :

—দাদা! দাদা! দাদা!—ও লোকটার কথা ব'লে এরা...এরা সবাই আমায় নোয়াতে চায়!—

এমন সময় শান্তি আবার প্রবেশ করিলেন।

মিঃ দত্ত। আবার এসেছ?

শান্তি। তোমার ঘুমের ওষুধটা!

টেবিলের উপর কাচের গ্লাসে-ভরা জল আর একটি ট্যাবলেটের শিশি রাখিলেন।

মিঃ দত্ত। যাও, আমি খাব 'খন।

ধীরে শান্তির প্রস্থান। মিষ্টার দত্ত টেবিলের কাছে গিয়া শিশি খুলিতে খুলিতে ডাক দিলেন—'শান্তি!' ত্বরিতে শান্তি প্রবেশ করিলেন।

মিঃ দত্ত। মশারিটা। (শান্তি খাটের দিকে অগ্রসর হইতেই)...আচ্ছা থাক্, যাও তুমি।

শান্তি। দিই না ফেলে।

মিঃ দত্ত। না না, লাগবে না, যাও!

শান্তি চলিয়া গেলেন। ঔষধ-খাওয়া শেষ করিয়া মিষ্টার দত্ত আবার পদচারণা শুরু করিলেন। মাঝে মাঝে শুধু তাঁহার ক্রোধ-দৃষ্টি প্রখর তীব্রতা লইয়া ছুটিয়া যায় দাদার আলেখ্যের পানে। কিছুক্ষণ পর দুয়ার বন্ধ করিয়া তিনি শয্যায় উঠিলেন—বেড-সুইচ্ দিয়া আলো নিবাইলেন—তারপর শুইয়া পড়িলেন।

কয়েক মুহূর্ত।

আবার উঠিয়া পড়িলেন। পা নামাইয়া বসিয়া রহিলেন বিছানায়। দৃষ্টি তাঁহার নিবদ্ধ দাদার ছবির উপর—অন্ধকারে সেই নয়ন দুইটি যেন অগ্নিশিখায় জ্বলিতেছে। তারপর সহসা দুঃসহ উত্তেজনায় কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিয়া আসিলেন সেই আলেখ্যের কাছে।

মিঃ দত্ত। যাও, যাও, তুমি জাহান্নমে যাও! (বলিতে বলিতে ছবিখানিকে নামাইয়া ফেলিলেন—তারপর তাহাকে টেবিলের উপর আছড়াইয়া ভাঙিতে ভাঙিতে) আমার সব সুখ, সব শান্তি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দিচ্ছ—যাও, যাও—একেবারে ধূলোর সঙ্গে তোমায় আমি মিশিয়ে দেবো!

তাঁহার কণ্ঠস্বর ও ছবি-ভাঙার শব্দে সন্ত্রস্তা শান্তি ছুটিয়া আসিলেন। সহসা অন্ধকারে স্বামীর মূর্তি দেখিয়া সভয়ে স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। ছবির কাঁচ ভাঙিয়া খণ্ডে খণ্ডে ছড়াইয়া পড়িল চতুর্দিকে—তারপর ছবিখানিকে ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে জ্বালাময় কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন :

মিঃ দত্ত। তোমার চিহ্ন পর্যন্ত আমি রাখব না—চিহ্ন পর্যন্ত না! দেখি তুমি আমায় আর কত জ্বালাতে পার!

ছেঁড়া শেষ হইয়া গেলে সেই ছিন্ন খণ্ডগুলিকে দুই হাতে দুমড়াইতে মুচড়াইতে লাগিলেন। এমন সময় চোখ পড়িল স্ত্রীর উপর।

মিঃ দত্ত। কে! শান্তি!

তারপর ধীরে ধীরে সেই খণ্ডগুলিকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া তিনি পদচারণা করিতে লাগিলেন আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য। ক্ষণপরে কণ্ঠকে স্থির করিবার প্রয়াস করিয়া কহিলেন:

মিঃ দত্ত। শান্তি! যাও, প্রদীপের মাকে ব'লে এস—প্রদীপকে tea-gardenএ যেতে হবে না। আর···তারা যেন এ বাড়ী ছেড়ে না যায়।

শান্তি। (বিস্ময়ভরা কণ্ঠে) কি বলব!

মিঃ দত্ত। (হুংকার দিয়া) শুনতে পাও না—কি বললাম?

শান্তি। (কণ্ঠে চাপা আনন্দের স্বর) যাচ্ছি আমি—এখুনি।

সঙ্গে সঙ্গে দুয়ার খুলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। মিষ্টার দত্ত আর্ম-চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন—ললাট করতলে রাখিয়া যেন গভীর চিন্তায় ডুবিয়া গেলেন। তারপর মাথা তুলিয়া স্থির কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—মুখে তাঁহার এক ক্রুর হাসি:

মিঃ দত্ত। Well, well! সুজিত আছে—এখনো সুজিত আছে।

———

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

তরুণ প্রভাতের আলো আকাশ ভরিয়া আপনাকে ছড়াইয়া দিয়াছে।

আশ্রম-সংলগ্ন একটি কক্ষে মন্ত্রণাসভা বসিয়াছে আশ্রমবাসীদের। কক্ষে আসবাবপত্র বিশেষ কিছুই নাই। একটি তক্তাপোশ—উপরে শতরঞ্চি বিছানো। আশেপাশে খানতিনেক টিনের চেয়ার—দেওয়ালে স্বামী বিবেকানন্দের পর্যটকবেশের একখানি ছবি টাঙানো।

ঘরটির পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে একটি সংকীর্ণ গলি। জানালা দিয়া সেই গলির অপর পারে ছোট ছোট কয়েকটি কুটীর দেখা যায়। গলিটিতে লোকচলাচল নাই বলিলেই চলে।

খোলা দুয়ার দিয়া লক্ষ্যপথে ভাসিয়া আসে আশ্রমের পর্ণকুটীর-শ্রেণীর কিছু অংশ আর দেশী ফুলের গাছে ভরা সযত্নবর্ধিত বাগানটি।

তক্তাপোশে রমেশবাবু ও আচার্যদেব উপবিষ্ট—তাঁহাদের কাছে বিপিন। একটু দূরে চেয়ারে আসীন সমীর ও লীনা। জানালার কাছে দাঁড়াইয়া সুজিত—পরিহিত পাঞ্জাবিতে আজ তাহার তরুণ অরুণ কান্তি নূতন শ্রী ধরিয়াছে—চুলগুলি এলোমেলো করিয়া রাখা। মাঝে মাঝে তাহার নয়ন সকলের অগোচরে পলকের দৃষ্টিতে ছুটিয়া যায় লীনার পানে—অরুণ-রাঙা শাড়ীখানিতে লীনা যেন আজ তাহার আঁখিতে উদয়-রবির কনক আভায় রাঙায়িত

শুভ্র মেঘের মায়া লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিপিন কিন্তু সুজিতের চঞ্চল চাহনি বেশ নিবিষ্টভাবেই লক্ষ্য করিতেছে—মুখে তাহার কৌতুকের হাসি। প্রদীপ ঘরের মধ্যখানে দাঁড়াইয়া আছে—তাহার বেশ সম্পূর্ণ খদ্দরের।

সুজিত। তা হ'লে আপনারা প্রদীপবাবুর schemeটাই accept করছেন?

আচার্যদেব। কেন সুজিত, তোমার কি কোনো আপত্তি আছে?

রমেশবাবু। আমার তো মনে হয় ঐ scheme অনুযায়ী কাজ করতে পারলে আমরা গরীবদের জন্যে সত্যিই কিছু ক'রে উঠতে পারব।

সুজিত। অসম্ভব। ঐ schemeটাকে কাজে লাগানো একেবারে অসম্ভব।

সমীর। কেন অসম্ভব সেটা কি একবার বুঝিয়ে দেবেন সুজিতবাবু?

সুজিত। এই সোজা কথাটা বুঝছেন না, ও schemeটাকে কাজে লাগাতে হ'লে অনেক টাকার দরকার!

প্রদীপ। টাকার দরকার নেই, সে কথা তো আমি বলি নি।

সুজিত। কিন্তু আমাদের আশ্রম তো আর অফুরন্ত টাকার মালিক নয়।

প্রদীপ। নিশ্চয় নয়। এর জন্যে আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? টাকার যোগাড় আমি ক'রে ফেলেছি বললেই হয়।

সকলে বিস্মিত ঔৎসুক্যে তাকাইল প্রদীপের পানে।

সুজিত। আপনি…টাকার যোগাড় ক'রে ফেলেছেন? কই, সে কথা তো—

প্রদীপ। মানে…এখনো একেবারে ক'রে ফেলি নি।

সুজিত। (হাসিয়া) ও, তাই বলুন।

প্রদীপ। তবে আমাদের হাতে এমন দুটি নিশ্চিত উপায় আছে, যা দিয়ে আমরা খুব শীগগিরই বেশ কিছু টাকা জুটিয়ে ফেলতে পারব।

আচার্যদেব। (দীপ্ত আগ্রহে) সত্যি?…আঃ! তা যদি পার প্রদীপ—

সুজিত। (বাধা দিয়া) আহা, আগে প্রদীপবাবুকেই বলতে দিন, ওঁর কল্পতরুর ছোঁয়াচ-লাগা উপায় দুটি কি!

বিপিন। (সুজিতের পানে তাকাইয়া) বেশ বলেছেন, আহাহা, বেশ বলেছেন! কল্পতরুর ছোঁয়াচ-লাগা উপায় দুটি! (প্রদীপকে) বলুন, প্রদীপবাবু, বলুন—আমাদের যে আর ত্বর সইছে না।

প্রদীপ। (মৃদু হাসিয়া) প্রথম উপায়টি—লীনা একটি নাচগানের charity performance—

লীনা। (প্রদীপের কথার মাঝেই বিস্ময়ভরে) আমি?

সুজিত। (সঙ্গে সঙ্গে যেন স্তব্ধ বিস্ময়ে) Public performance?… লীনা দেবী নাচবেন stageএ!

বিপিন। সে কি?

প্রদীপ। একটা মহান্ উদ্দেশ্যের জন্যে লীনা নাচবে বইকি (লীনার পানে তাকাইয়া) লীনা,—

লীনা। (সংকোচভরে) না, না, আমি ওসব পারব না। এর চেয়ে বরং অন্য কোনো উপায় বার করাই ভালো।

প্রদীপ। (ক্ষুব্ধ কণ্ঠে) পারবে না?—কেন? একটা noble cause-এর জন্যে নাচবে—এতে তো কোনো দোষ নেই!

সুজিত। প্রদীপবাবু, দোষের কথা পরে। লীনা দেবীর sense of dignityই যে এটা stand করতে পারবে না।

প্রদীপ। (সুজিতের পানে দৃক্‌পাত না করিয়া) সত্যি পারবে না লীনা?

সুজিত। (কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া) প্রদীপবাবু, আমি একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আপনার কথা শুনে। লীনা দেবীর মত cultured, accomplished lady—তাঁকে আপনি নাচাতে চান public stageএ?

প্রদীপ। (ধীর কণ্ঠে—যেন শেষবার শুধাইল) তবে পারবেই না?

লীনা ক্ষণকাল নতশিরে রহিল—তারপর সে প্রদীপকে কিছু বলিবার জন্য যেমনি মাথা তুলিয়াছে, অমনি প্রদীপ বলিয়া উঠিল:

প্রদীপ। থাক্ তবে।

সুজিত। (মৃদু হাসিয়া) আপনার নিশ্চিত উপায় দুটির একটি তো গেল। Never mind! পরেরটা নিশ্চয় সফল হবে।

প্রদীপ। সে আপনার সদিচ্ছা।

সুজিত। আমার?

প্রদীপ। হ্যাঁ—কারণ শেষ উপায়টি আপনি।

সুজিত। আমি! কি রকম?

প্রদীপ। আপনি মাসে মাসে আশ্রমকে যে সাহায্য দিয়ে থাকেন—আমি বলছিলাম, সেই টাকাটা একসঙ্গে ক'রে একটা lump sum কিছু দিয়ে দিন। তাই নিয়ে আমরা কাজ আরম্ভ করি। একবার কাজে নামতে পারলে টাকা যোগাড়ের অনেক সুবিধে হয়ে যাবে।

সুজিত। কিন্তু, অতো টাকা!—সে আমি দেবো কোত্থেকে?

প্রদীপ। না, না, ও কথা বলবেন না সুজিতবাবু।

সুজিত। না বললে তো চলবে না। এবার যে আপনি আমার ঘাড়েই চেপে বসছেন। কিন্তু আমার আর্থিক অনটন সম্প্রতি এত তীব্র

হয়ে উঠেছে যে আপনাকে বইবার সামর্থ্য আমার একেবারেই নেই।

প্রদীপ। আপনি দিতে পারবেন না ?

সুজিত। আশা করি, আপনি তা বুঝতে পারছেন।

প্রদীপ। বেশ। তা হ'লে আমাদের donation আনতে যেতে হবে তাদেরি কাছে, যারা টাকার মালিক।

সুজিত। (যেন বিস্মিত হইয়া) Donation আনতে যাব বড়-লোকদের দরজায় ?

প্রদীপ। যেতে যে হবেই—আর কোনো পথ যখন নেই। আপনি আপত্তি করবেন না, আশা করি।

সুজিত। আপত্তি করব না !—প্রদীপবাবু, আমি যতদিন এ আশ্রমে আছি, আপনি জেনে রাখুন, এ আমি কিছুতেই হতে দেবো না।

প্রদীপ। বাঃ। এ তো বেশ কথা! আপনি নিজেও টাকা দেবেন না, আবার যোগাড় করতে গেলেও করবেন আপত্তি ?

সুজিত। আশ্রমের ভালোর জন্যে আমায় তা করতেই হবে।

প্রদীপ। আপনি দেখছি আশ্রমের ভালোটা একটু বেশী ভেবে থাকেন।

সুজিত। তা আপনার চেয়ে একটু বেশী ভাবি বইকি।

প্রদীপ। দেখুন সুজিতবাবু! আপনি কি মনে করেন আমি বুঝি না, কেন আপনি এই সব বাধার সৃষ্টি করছেন ?

সুজিত। বাধা! What do you mean by that ? I'm following my own principle.

প্রদীপ। সুজিতবাবু, ভণ্ডামিরও একটা সীমা আছে।

সুজিত। (ক্রোধভরে) What! Withdraw—withdraw that word.

প্রদীপ। একশোবার বলব! আপনি চান আমার scheme যেন নেওয়া না হয়। এই আপনার গরীবদের ওপর সহানুভূতি!

সুজিত। আচার্যদেব! আজ আপনার কাছ থেকে সোজা উত্তর চাই—আপনারা আমায় চান, না এই লোকটিকে চান?

আচার্যদেব। (ত্বরিতে তক্তাপোশ হইতে নামিতে নামিতে) আহা, সুজিত, তুমি—

সুজিত। (বাধা দিয়া) আমি কোনো 'আহা' শুনতে চাই না। বলুন কাকে চান?

রমেশবাবুও তক্তাপোশ হইতে নামিয়া পড়িলেন—ত্বরিতচরণে সুজিতের কাছে আসিয়া তাহার পিঠে হাত রাখিয়া কহিলেন:

রমেশবাবু। সুজিত, কেন মিছিমিছি চটছ বাবা?

সুজিত। মিছিমিছি?—A man—without the slightest sense of etiquette—আমায যা-তা ব'লে অপমান করতে সাহস করে, আব আপনারা বলছেন মিছিমিছি!

রমেশবাবু। সুজিত, আমি বলছি, প্রদীপ এখুনি withdraw ক'রে নেবে। তুমি—

সুজিত। না না, ও withdrawতে চলবে না। আমাদের দুজনের ঠাঁই এখানে অসম্ভব। বলুন—কে থাকবে, কে যাবে?

আচার্যদেব। সুজিত, বাবা, তুমি ঠিক বুঝছ না—

সুজিত। (বাধা দিয়া) থাক্, আর বুঝতে হবে না। তবে আমিই যাই। আজ থেকে আপনাদের সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক চুকে গেল। আপনারা ঐ হঠাৎ-পাওযা সম্পদ নিযেই থাকুন।

আচার্যদেব ও রমেশবাবু। (একসঙ্গে আকুল মিনতিতে) সুজিত! সুজিত!

সুজিত কিছুতে কর্ণপাত না করিয়া ঝড়ের গতিতে বাহির হইয়া গেল। আচার্যদেব ও রমেশবাবু তাহার পশ্চাতে 'সুজিত, সুজিত' বলিতে বলিতে ছুটিয়া গেলেন।

বিপিন। (প্রদীপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া) দেখলেন তো—কী গোলটাই বাধিয়ে তুলেছেন !

বিপিনও বাহিব হইয়া গেল।

প্রদীপ। (উত্তেজিত চরণে ঘরের মধ্যে পদচাবণা করিতে করিতে) কী জীবন নিয়েই জন্মেছি !—কেবল **failure after failure** !

লীনা। দেখ, আমি বলছিলাম কি—

প্রদীপ। (বাধা দিয়া) থাক্, তুমি আর অনুগ্রহ ক'রে নাই বা কিছু বললে !

লীনা। ঐ দেখ ! আমার কি দোষ ! তুমিই না আমায় নাচতে বারণ করেছ ? এখন আবার—

প্রদীপ। (অসহিষ্ণু কণ্ঠে) থাক্ বাবা থাক্, ঢের হয়েছে—তোমায় তো আর কিছু বলছি না ! (সমীরের পানে তাকাইয়া) সমীর, টাকা আমায় যোগাড় করতেই হবে—যেমন ক'রেই হোক। এই **scheme**টা আমার কত প্রিয়, জানিস তো ?—এটাকে কাজে লাগাবার সুযোগ পেয়ে আজ শুধু টাকার জন্যে আমায় পিছিয়ে যেতে হবে !

লীনা। (মৃদু হাসিয়া) আমি না হয় **lump sum** একটা কিছু যোগাড় ক'রে দিচ্ছি।

প্রদীপ। এতটা অনুগ্রহ, দয়া ক'রে, আর আমায় নাই বা করলে !

সমীর। প্রদীপ, আমিও তো কিছু দিতে পারি।

প্রদীপ। (সমীরের পিঠ চাপড়াইয়া) আরে, তুই হ'লি আমার শেষ সম্বল—আমার reserve fund !

সমীর। ঐ তো তোর দোষ।—Reserve fund, reserve fund ! শুধু ঐ এক কথা পেয়েছিস !

প্রদীপ হাসিভরে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া চলিল—সমীর মুখ বিকৃত করিয়া কহিল :

সমীর। থামা তোর চাপড়।—পিঠটা আমার গণ্ডারের চামড়া দিয়ে তৈরি নয়।

এমন সময় আচার্যদেব সুজিতের হাত ধরিয়া প্রবেশ করিলেন—পশ্চাতে রমেশবাবু ও বিপিন।

আচার্যদেব। সুজিত, একটিবারও ভাববে না ?

সুজিত। ভেবেছি—আর এও বুঝেছি আমাদের দুজনের ঠাঁই এক জায়গায় কখনো হবে না।

রমেশবাবু। হবে হবে, সুজিত, আমি বলছি—হবে।

সুজিত। অসম্ভব।

আচার্যদেব। কিন্তু সুজিত, তুমি চ'লে গেলে আশ্রমের কতখানি দুর্গতি হবে, তা তো জানো।

সুজিত। কি করব আচার্যদেব। আমি একেবারেই অক্ষম।

আচার্যদেব। (করুণ মিনতিভরে) সুজিত! আমি বুড়ো মানুষ—আর কটা দিনই বা বাঁচব! নিজের হাতে গড়া এ আশ্রম—অন্তত আমার মৃত্যু পর্যন্ত একে বাঁচিয়ে রাখো সুজিত।

সুজিত। অমন ক'রে বলবেন না আচার্যদেব। যেতে আমায় হবেই। আপনি যদি অমন ক'রে বলেন, যাবার বেলায় তবে একটা ব্যথা নিয়েই যেতে হবে।

আচার্যদেব। (গভীর ব্যথায়) সুজিত!

সুজিত। আচার্যদেব! আপনি এত অধীর হচ্ছেন কেন? আমি যাচ্ছি তার জন্যে কিচ্ছু ভাববেন না। স্বয়ং Rothchildএর ভাইপো যখন এখানে র'য়ে গেলেন, তখন আর আপনার ভাবনা কি!

আচার্যদেব। প্রদীপ?

সুজিত। হ্যাঁ। তিনি যখন আশ্রমের একটা leading personality হয়ে দাঁড়িয়েছেন—আশ্রমের ভারটা তখন নিশ্চিন্তে ওঁরই ওপর দিয়ে দিন। গুণ বা অর্থ—কোনো দিক দিয়েই তিনি অযোগ্য নন। ইচ্ছে করলে সারা জীবন উনি আশ্রমের সব খরচা বইতে পারেন।

প্রদীপ। (একটু চঞ্চল হইয়া) আমি?…আমি—

আচার্যদেব। (মুক্ত আনন্দে) প্রদীপ! তুমি নেবে আশ্রমের ভার! তুমি নেবে!—আঃ।

রমেশবাবু। কিন্তু প্রদীপ টাকা পাবে কোথায়?

সুজিত। কেন? ওঁর কাকা রয়েছেন—

প্রদীপ। (বাধা দিয়া) আপনারা ভুল করছেন। কাকাবাবু আমায় দেবেন টাকা!

সুজিত। নিশ্চয় দেবেন। কেন দেবেন না?

বিপিন। দেবেন বইকি! আপনি 'না' বললেই বিশ্বেস করলাম আর কি!

প্রদীপ। বিশ্বাস করুন আপনারা—আমি কাকাবাবুর বাড়ীতে আছি, কিন্তু পথের দিকে পা বাড়িয়ে। তাঁর স্নেহের ওপর এতটুকু দাবি করবার অধিকার আমার নেই।

বিপিন। নেই? বলেন কি? তিনি হচ্ছেন আপনার কাকা—কথায় বলে, রক্তের টান!

সুজিত। প্রদীপবাবু! গল্প বানাবার চেষ্টা করবেন না।

প্রদীপ। গল্প নয় সুজিতবাবু। আমার চার বছর বয়সে বাবা মারা যান—সেই থেকে কাকাবাবু আমায় শুধু খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়েই রেখেছেন—তাঁর স্নেহ বা টাকা, কিছুতেই তিনি আমায় এতটুকু অধিকার দেন নি। তিনি যদি ইচ্ছে করেন, তবে আজই আমায় তাড়িয়ে দিতে পারেন—একেবারে নিঃসম্বল ক'রে।

বিপিন। আরে পাগল না পেটখারাপ! আপনাকে তাড়িয়ে দেবেন? শুনেছি, আপনার কাকার নাকি ছেলেপুলে নেই।...হুঁ হুঁ বাবা, আপনি হচ্ছেন তাঁর ভাবী উত্তরাধিকারী, আর—

সুজিত। প্রদীপবাবু! কে যে ভণ্ড, এবার তা বেশ ভালো ক'রেই বোঝা যাচ্ছে।

রমেশবাবু। না, না সুজিত, ও কথা ব'লো না। প্রদীপ সত্যি কথাই বলছে। আজ ওর নিজের বলতে কিছুই নেই। ইচ্ছে করলে হয়তো ও বড়লোক হতে পারে—কিন্তু তা হ'লে কাকার সঙ্গে ঝগড়া বাধবে—যে ঝগড়া মামলা পর্যন্ত গড়াতে পারে।

সুজিত। মামলা! কেন?

রমেশবাবু। বিজয় দত্তের নামে যে business আছে, তা ছিল প্রদীপের বাবার। এখন বিজয় দত্ত তা একেবারে নিজের ক'রে নিতে চান—তাই প্রদীপ তার claim জানালে ওঁর সঙ্গে মামলা বাধবেই। কিন্তু কাকার সঙ্গে মামলা—প্রদীপ তা চায় না।

সুজিত। (বিদ্রূপভরে) প্রদীপ তা চায় না! বাঃ!...এ সব bluffএর প্রয়োজন কি? নিজের পাওনা সকলেই বুঝে নেয়—

প্রদীপবাবুও একদিন নেবেন। 'মামলা করব না' এই ধাপ্পায় আমাদের আজ যে কেন ভোলানো হচ্ছে—তা বুঝবার মত বুদ্ধিটুকুও কি আমাদের নেই ?

প্রদীপ। (ব্যগ্র অনুনয়ে) আচার্যদেব। এঁরা সবাই আমায় ভুল বুঝছেন। আমি সত্যই একেবারে নিঃসম্বল। আপনি আমায় বিশ্বাস করুন।

আচার্যদেব। (ম্লান কণ্ঠে) বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা আর কি! আমার দুঃখ, আশ্রমটি এবার একেবারে ভেঙে যাবে। তোমার মুখ চেয়ে সুজিতকে যেতে দিচ্ছি, তা তোমার যখন ইচ্ছে নেই—

প্রদীপ। (ব্যাকুল কণ্ঠে) ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথা নয় আচার্যদেব! আমার শক্তিই নেই। (আচার্যদেবকে নীরব দেখিয়া) আপনিও আমায় ভুল বুঝছেন আচার্যদেব ?

সুজিত। সত্যিই আপনাকে ওঁরা ভুল বুঝেছিলেন। গরীবদের হিতাকাঙ্ক্ষা—সেটা যে আপনার ভণ্ডামির মুখোশ—এটা সত্যিই ওঁরা এতদিন বুঝতে পারেন নি। (আচার্যদেবের পানে তাকাইয়া) বলি নি আপনাকে আচার্যদেব—ঐ মুখোশ প'রে উনি আশ্রমে ঢুকেছেন শুধু স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে!

প্রদীপ। (দীপ্ত ভঙ্গীতে) জীবনে কখনো মিথ্যাচার করি নি—আর করবও না।

সুজিত। থাক্, আর জোর গলায় ও কথা বলবেন না। আজ সবাই বুঝে নিয়েছে, আপনার আদর্শের বুলি শুধু আপনার ভণ্ডামিরই নামান্তর। আশ্রমে যখন টাকার প্রয়োজন, তখন আপনি গল্প ফেঁদে এড়িয়ে যেতে চান। ছিঃ! আবার এখনো বলছেন, আমি মিথ্যাচার করি না!

প্রদীপ। (দৃঢ় কণ্ঠে) আপনি ভেঙে পড়বেন না আচার্যদেব। সুজিত বাবু চলে গেলে যে ক্ষতি হবে, তা পূরণ করবার ভার আমিই নিলাম।

আচার্যদেব। (নন্দিত বিস্ময়ে) তুমি—তুমি নেবে প্রদীপ?

প্রদীপ। হ্যাঁ আচার্যদেব।

রমেশবাবু। (চিন্তিত আননে) প্রদীপ, ভালো ক'রে ভেবে দেখ বাবা। তোমার নিজের বলতে তো কিছুই নেই। এত বড় দায়িত্ব ঘাড়ে নেবে?

প্রদীপ। আপনি ভাববেন না রমেশবাবু। দেখি না কি করতে পারি! কাকা তো রয়েইছেন।

রমেশবাবু। কিন্তু তিনি কি তোমায় সাহায্য করবেন?

প্রদীপ। বলা যায় না। চেষ্টা করতে দোষ কি! তারপর আমি তো আছিই।

আচার্যদেব। আমি বলছি প্রদীপ, তোমার কাকা সাহায্য করবেন, নিশ্চয় করবেন। তোমার মত ছেলেকে ভগবান কখনো বিপদে ফেলতে পারেন না।

প্রদীপ। (মৃদু হাসিয়া) দেখা যাক্। এখন তবে আমরা চলি।··· সুজিতবাবু, এবার থেকে হয়তো আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ কম হবে। কিন্তু তবুও আপনার আন্তরিক সহানুভূতি যেন পাই।

প্রদীপ বিহসিত মুখে সুজিতকে নমস্কার করিল—তারপর লীনা ও সমীরকে লইয়া প্রস্থানোদ্যত হইতেই আচার্যদেব ব'লিয়া উঠিলেন :

আচাযদেব। প্রদীপ, দাঁড়াও, আমরাও যাচ্ছি।

আচার্যদেব বমেশবাবুর সহিত প্রদীপের অনুসরণ করিলেন।

সুজিত। (নিরুপায় ক্রোধে জ্বলিতে জ্বলিতে তাঁহাদের গমনপথের পানে চক্ষু রাখিয়া অসহিষ্ণু কণ্ঠে) অসহ্য ! এত অপমান !

বিপিন। বলেন কেন ! একেবারে অসহ্য। এত বড় downটা দিলে, তাও কিনা যার তার কাছে নয়—একেবারে লীনা দেবীর সামনেই।

সুজিত। (আবেগের মুখে বলিয়া ফেলিল) হ্যাঁ, একেবারে লীনার সামনেই। (পরমুহূর্তেই অপ্রস্তুত হইয়া ত্বরিতে আপনাকে সংযত করিয়া একটু সঙ্কোচভরে) না, ঠিক লীনা দেবীর সামনে ব'লে নয়—তবে, শত হোক, একজন মহিলার সামনে তো !

বিপিন। (করতলে মুষ্টি-আঘাত করিয়া) একশোবার ! আর একেবারে সেই মহিলার সামনেই, যিনি আপনাকে একটু…(স্বল্প হাসিয়া) একটু ইয়ে করেন।

সুজিত। (পদচারণা করিয়া বিপিনের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতে যাইতে) না, না, এ আপনি কি বলছেন ! এ আপনার মিথ্যে অনুমান বিপিনবাবু।

বিপিন। (সুজিতের অনুসরণ করিয়া তাহার পশ্চাতে চলিতে চলিতে) মিথ্যে অনুমান !…আপনার কি তাই মনে হয় ?…হুঃ ! সুজিতবাবু, আপনি এখনো ছেলেমানুষ—নারীচরিত্র বোঝেন না।…এত ঘন ঘন লীনা দেবী সমীরবাবুদের সঙ্গে আশ্রমে আসছেন কেন ? প্রদীপ সমীর না হয় মানলাম ঐ আদর্শ-ফাদর্শের জন্যে আসে। কিন্তু ওঁর তো সে সবের কিছু বালাই নেই। তার ওপর আজ দেখলেন না, আপনি ও কথা বলবামাত্র নাচতে গররাজী।…কথাটা কি জানেন সুজিতবাবু—লীনা দেবী আজকালকার কলেজে-পড়া মেয়েই তো। টাকাপয়সাকেই চেনেন বেশী। প্রদীপ নেহাৎ দাদার বন্ধু—তাই

এক-আধটু মেলামেশা করেন আর কি। কিন্তু যেই জানবেন পকেটটিকে ঝেড়েঝুড়ে নিয়ে দত্তসাহেব প্রদীপকে একেবারে পথে দাঁড় করিয়েছেন, অমনি—হেঁ হেঁ হেঁ—(অর্থসূচক হাসি হাসিয়া উঠিল)

সুজিত। (ঘুরিয়া বিপিনের মুখোমুখী দাঁড়াইয়া) বিজয় দত্ত যে প্রদীপকে দেখতে পারে না, সে আপনি ঠিক জানেন ?

বিপিন। (হাসিয়া) তবে আর আপনাকে বলছি কি ! ঐ যে প্রদীপ বলল না, সে পথের দিকেই পা বাড়িয়ে আছে—ঐটেই একমাত্র খাঁটি কথা।

সুজিত। তা হ'লে টাকা চাইলে প্রদীপ কিছুতেই পাবে না, কেমন ?

বিপিন। কখখ্‌নও নয় মশায়, কখখ্‌নও নয়। আপনাকে তো ওদের দুজনের কথা আগেই বলেছি।

সুজিত। কিন্তু প্রদীপ যদি মামলা ক'রে আদায় করে ? রমেশবাবু যে বললেন, business প্রদীপের বাবার—

বিপিন। (বাধা দিয়া) আহাহাহা—ও সব গপ্প বিশ্বেস করবেন না। Business ওর বাবার !···হাঃ হাঃ হাঃ ! (সহসা হাসি থামাইয়া একটু চিন্তাগ্রস্ত হইয়া) বরং, আমার কিসে ভাবনা হচ্ছে জানেন ?

সুজিত। কিসে ?···কাকা-ভাইপো ব'লে ?

বিপিন। ঠিক ধরেছেন ! শত হোক, রক্তের টান তো !—যদি মন ট'লে যায় ?

সুজিত কি যেন ভাবিতে ভাবিতে পদচারণা শুরু করিল।

বিপিন। (তাহার অনুগমন করিতে করিতে) তাই তো বলছিলাম সুজিতবাবু, চলুন না ওঁর কাছে। তা হ'লে বাবাজীবনকে পথে দাঁড় করাবার পর্বটা বেশ ভাল ক'রেই সারা যায়।

ক্ষণকাল ভ্রূকুঞ্চিত নয়নে সুজিত মাটির পানে তাকাইয়া রহিল—তারপর বলিয়া উঠিল :

সুজিত। Alright! I'll go! কাকা-ভাইপোর মিলনের যদিই বা কিছু থেকে থাকে—তাও একেবারে শেষ ক'রে দিয়ে আসব।

বিপিন। (মহা উল্লাসে) এই তো চাই। এই তো আপনার মত কথা হ'ল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মিহিরের ড্রইংরুম।

আধুনিকতম পরিকল্পনার কৌচ সোফা কুশনচেয়ার প্রভৃতি আসবাব-পত্র, পিয়ানো, নানাবিধ দেশী ও বিদেশী তৈলচিত্র—সব কিছু কক্ষটির সুশোভিত আভিজাত্য প্রকাশ করিতেছে।

মুক্ত বাতায়ন-পথে অপরাহ্নের শান্ত রক্তিম আভা আসিয়া পড়িতেছে।

কক্ষে উপস্থিত প্রদীপ, মিহির ও দীপ্তি।

প্রদীপের পরিধানে ধুতি, সাদা রঙের শার্ট—তাহার উপর ক্রীম রঙের একটি কোট। দীপ্তি ও মিহিরের পরিধানে গৃহের সাধারণ বেশ।

প্রদীপের সম্মুখে টি-পয়ের উপর চায়ের পেয়ালা।

প্রদীপ। পৃথিবীতে অনেক রকম revolution হয়েছে—অনেক রকম রাজনীতিক, সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু যার জন্যে এই

পরিবর্তনের প্রচেষ্টা—যার ভালোর জন্যে, যার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে এই পরিবর্তন আনা—সেই মানুষ, তার প্রকৃতিই র'য়ে গেল অপরিবর্তিত। এখনও দেখতে পাই, সেই কামনা-বাসনার প্রাবল্য, সেই লোভ-মোহের উৎকট আগ্রহ—ঠিক তেমনি ক'রেই মানুষকে অধিকার ক'রে রয়েছে—মানুষকে তেমনি ক'রেই বিপর্যস্ত ক'রে চলেছে। তাই ভবিষ্যতে যে পরিবর্তন আমরা আনব—তার ভিত্তি গ'ড়ে উঠবে—শুধু সামাজিক বিধিব্যবস্থা-রীতিনীতির পরিবর্তনের ওপর নয়—মানুষের সংস্কৃত প্রকৃতির ওপর। মানবপ্রকৃতির এ পরিবর্তন না হ'লে সামাজিক বা রাজনীতিক—কোনো পরিবর্তন কখনই চিরস্থায়ী হবে না, হতে পারে না।

মিহির। মেনে নিলাম আপনার সব কথা। কিন্তু আপনি কি বিশ্বাস করেন, সে সমাজ কোনো দিন গ'ড়ে উঠবে যেখানে থাকবে—ধনী নয়, দরিদ্র নয়—শুধু মানুষ, প্রকৃত মানুষ?

দীপ্তি। নাইবা উঠল গ'ড়ে।

মিহির। তবে মানুষ কাজ করবে কোন্ আশায় বুক বেঁধে?

দীপ্তি। শুধু আমরা যদি প্রত্যেকে সেই আদর্শকে সুমুখে রেখে আমাদের করণীয় কাজটুকু ক'রে যাই, তবে একদিন সে সমাজ গ'ড়ে উঠবে—এই আশা নিয়ে।

প্রদীপ। না দীপ্তি, শুধু আশা নয়, একটা ধ্রুব স্থির বিশ্বাস মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে—সে সমাজ গ'ড়ে উঠবেই। মানুষকে ডেকে বলতে হবে—'সে সমাজ গ'ড়ে উঠবেই, শুধু তোমরা যদি চেষ্টা করো।'···আর—আমাদের ওপর ভার, মানুষের চেষ্টা করবার সেই ইচ্ছাটিকে জাগানো।

মিহির। প্রদীপবাবু, যে মানুষকে নিয়ে লোভমোহ-হিংসাদ্বেষ কেবলি

টানাহেঁচড়া করছে, সে মানুষের প্রাণে অমন একটা ইচ্ছে জাগানো, সে কি সম্ভব হবে ?

প্রদীপ। হবে ব'লেই তো আমার বিশ্বাস। মিহিরবাবু, মানুষ যত বড়ই মোহান্ধ হোক না কেন—তার মোহ কখনো তার প্রকৃত মানুষের পরিচয়কে চিরকাল ঢেকে রাখতে পারবে না—কখনো না। যদি একজন মানুষের প্রাণেও প্রকৃত মানুষ হবার ইচ্ছে জাগে, তবে সব মানুষেব প্রাণেই সে ইচ্ছে একদিন জাগবে—জাগবেই।

মিহির। কিন্তু জোর ক'বে জাগবে বললেই তো আর জাগবে না।

প্রদীপ। সত্যি কথা। তাই আপনাদের দিক থেকে আমি বলছি—'জাগবে', এই আশাটিকে working hypothesis ব'লে গ্রহণ করব। তারপর, আসুন—আমরা আমাদের experiment শুরু করি।

মিহির। অবশ্য experimentএর দিক থেকে আপনার schemeটি সত্যিই অপূর্ব।

প্রদীপ। সেই experimentই শুরু করুন। আর, মিহিরবাবু, এও আমি জানি—এ experiment কখনো বিফল হবে না। মানুষ একদিন জানবেই, একদিন সে চিনবেই তার সত্য পরিচয়কে। সেদিনের উদ্বোধনের বাণী, তাই হবে আমাদের নূতন সমাজ গড়বার মূলমন্ত্র।

মিহির। কিন্তু আমার একটা ভয় হচ্ছে প্রদীপবাবু, schemeটিকে কাজে লাগাতে গেলে যে অনেক টাকা লাগবে।

প্রদীপ। (হাসিয়া) সেইজন্যেই তো আপনার কাছে এসেছি।

মিহির। আমার কাছে ? কিন্তু আমি অত টাকা দেবো কোত্থেকে ?

প্রদীপ। না না, আপনাকে টাকা দিতে হবে না—(হাসিয়া) আর, অনিচ্ছেয় তো নয়ই।

মিহির। অনিচ্ছে নয়, বুঝছেনই তো—

প্রদীপ। নিশ্চয়। তাই, আপনার কাছে আমি শুধু একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি। এ অনুরোধটা রাখতে আপনার কোনো অসুবিধেই হবে না, কিন্তু রাখলে আমাদের উপকার হবে অনেক। (অনুনয়ভরা কণ্ঠে) রাখবেন বলুন !

মিহির। (হাসিয়া) নিশ্চয় রাখব।

প্রদীপ। আপনাকে একটা charity performance organise করতে হবে।

মিহির। Charity performance ?

প্রদীপ। হ্যাঁ মিহিরবাবু! ঐটেই আমাদের শেষ উপায়। আপনি গররাজী হ'লে সমস্ত schemeটাই বড় পেছনে প'ড়ে যাবে।

মিহির। কিন্তু প্রদীপবাবু, কাজটা বড্ড tedious. লোকজন যোগাড় করা—

প্রদীপ। (মিহিরকে আর বলিতে না দিয়া) মিহিরবাবু, আপনিই আমাদের বল-ভরসা। লীনা যদি এ ভার নিত, আপনাকে বিরক্ত করতে আসতাম না। কিন্তু লীনা একেবারেই রাজী নয়। তাই আপনার কথা মনে হ'ল। আপনিই তো ওদের performanceএর organiser ছিলেন—নয় কি ?

মিহির। তা ছিলাম বটে, কিন্তু—

প্রদীপ। আর কিন্তু-টিন্তু নয় মিহিরবাবু। টাকা তুলে এই scheme-টিকে কাজে লাগানোর ওপর আমার সব কিছু নির্ভর করছে। বন্ধুর জন্যে না হোক, একটা মহৎ উদ্দেশ্যের জন্যে আপনি এটুকু কষ্ট স্বীকার করবেন, সেই আশা নিয়েই তো আপনার কাছে এসেছি।

মিহির। প্রদীপবাবু, আপনি জানেন না—বই select করা, player যোগাড় করা, rehearsal দেওয়া, stageএ play নামানো—এগুলো কী ভয়ংকর tiresome affair.

প্রদীপ। (উৎসাহভরে) আমরা তো নেব আপনার লেখা বই। আমাদের আদর্শকে নিয়ে বই লিখবেন, আর সে বই stage করবেন আপনি নিজে।

মিহির। (একটু সংকোচভরে) আবার আমার বই কেন? সেটা stageএ successful হয় বা না হয়—

প্রদীপ। (বাধা দিয়া) success-এর কথা পরে। আমরা চাই, আমাদের উদ্যোগের পেছনে থাকবে তরুণের শক্তি—যৌবনের প্রেরণা। আমরা কাজ করব, আপনি দেবেন সে কাজের বাণী—আপনার লেখায় বেজে উঠবে আমাদেরই প্রাণের গান, আপনার আহ্বানে জেগে উঠবে দেশের সমস্ত তরুণ-শক্তি। তাই আপনার বই যে আমাদের নিতেই হবে।

প্রদীপের উদ্দীপনার পরশ দীপ্তির উৎসাহকে জাগাইয়া তুলিল।

দীপ্তি। প্রদীপদা, আমি কথা দিচ্ছি, এ charity performance organise করবার ভার উনি নেবেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

প্রদীপ। (উল্লসিত কণ্ঠে) তুমি কথা দিচ্ছ! ওঃ! দীপ্তি! তুমি আমায় কী ভয়ংকর এক চিন্তার হাত থেকে বাঁচালে!...তোমার মতো ছাত্রী যদি আরও দু-দশ জন পেতাম, তবে সমাজকে দেশকে এক দিনে বদলে ফেলতে পারতাম। (মিহিরের পানে তাকাইয়া) মিহিরবাবু, তা হ'লে সব ঠিক রইল, কেমন?

মিহির। (একটু ইতস্তত করিয়া) আপনার ছাত্রী তো কথা দিলে, কিন্তু আমি যে—

প্রদীপ। (কথা কাড়িয়া লইয়া) আর 'আমি যে' নয়।—বইটা লিখতে আরম্ভ ক'রে দিন—তারপর এক শুভ দিনে rehearsal আরম্ভ ক'রে দেবেন।...মিহিরবাবু! আজ যে আমার কী আনন্দ হচ্ছে—আপনার মত একজনকে আমাদের মাঝে পেলাম!

দীপ্তি। (মৃদু হাসিয়া) বাঃ! আমার জন্যে যে পেলেন সেটা বুঝি আর কিছু নয়—কেমন?

প্রদীপ। (হাসিতে হাসিতে) আরে, তোমার প্রশংসা তো আমাদের কাজের আরম্ভে—কাজের শেষে।...আচ্ছা, এখন তা হ'লে আমি চলি। মিহিরবাবু, দেরী করবেন না কিন্তু, তাড়াতাড়ি আরম্ভ ক'রে দিন।

প্রদীপ মিহিবকে নমস্কার করিয়া অগ্রসর হইল—দীপ্তি ও মিহির তাহার সঙ্গে চলিল। ক্ষণকাল পর দীপ্তি ও মিহির ফিরিয়া আসিল। মিহির ইতস্তত পদচাবণা করিতে লাগিল। দীপ্তি চিন্তাকুল মিহিরেব পানে তাকাইয়া মৃদু হাসিল—তাবপর ধীরে পিয়ানোটির কাছে গিয়া বসিল—সশব্দে পিয়ানোর ডালা তুলিয়া বাজাইতে শুরু করিল। কিছুক্ষণ পদচারণা করিয়া দীপ্তির পানে তাকাইয়া মিহির বলিয়া উঠিল:

মিহির। দীপ্তি, তুমি তো কথা দিলে—কিন্তু, (একটু হাসিয়া) কী হাঙ্গামা সইতে হবে, তা তুমি বুঝছ না।

দীপ্তি কোনো উত্তর না দিয়া গাহিতে শুরু করিল:

অরুণোদয়ের জাগর-মুখর
প্রভাত-নব প্রাণ
সহসা হেন মলিন কেন
ভুলিল যেন তান।

কাহার ব্যথার কান্না ও-সে
তরুণ রবির মরমে পশে—
দীপ্ত আলোর ধরণী 'পরে
এ কি রে দুখের গান!
শুনি' সে ক্ষণিক ভাবে এ রোদন
করিবে অবসান।

ক্ষণিকের তরে গান থামাইয়া দীপ্তি মিহিরের পানে তাকাইয়া কহিল :

দীপ্তি। গানটার সুর তোমারি দেওয়া—না?

মিহির। (একটু আশ্চর্য হইযা) হ্যাঁ।

দীপ্তি। গানটাও তো তোমারি লেখা—তাই না?

মিহির। (বিস্মিত আননে দীপ্তির কাছে আসিতে আসিতে) হ্যাঁ।

দীপ্তি আবার গাহিতে লাগিল :

দীপ্তি। তপন তখন আকাশ-পথে
চলিল খুঁজে আলোক-রথে
দেখিল শুধু ভুবন ছেয়ে
আনন ম্রিয়মাণ—
তপ্ত ধরার হাহাশ্বাসে
ধীরে সে হ'ল ম্লান।
অস্ত-গিরির শিখরে উঠি'
ব্যথিত রবি লইল ছুটি—
বেদনা মুছি' ধরাতে তারি
ছড়াবে সুকল্যাণ—
অজানা দেশে খুঁজিতে চলে
তাই সে পরম দান।

মিহির। (দীপ্তির কেশপাশ নাড়িতে নাড়িতে) বুঝেছি, তুমি কি বলতে চাও।

দীপ্তি। তবে? তোমার সূর্য জগতের দুঃখ দেখে ব্যথিত হ'ল, তাকে তুমি পাঠালে অজানা দেশে জগতের জন্যে কল্যাণ আনতে। আর এখন একটু হাঙ্গামার ভয়ে তুমি দাঁড়াচ্ছ থমকে!

মিহির। দীপ্তি, তুমি বুঝছ না সে হাঙ্গামা কী ভীষণ!

দীপ্তি। কিন্তু ঐ ভীষণ হাঙ্গামা স'য়েও তো লীনাদের performance organise করেছিলে!

মিহির। তখন তোমার লীনাই তো অর্ধেক কাজ সেরে দিয়েছিল actingএর জন্যে player এনে। এখন সেই player যোগাড় করতে হবে আমায়। কিন্তু কোত্থেকে আমি তা করব বলো? জানোই তো, আমার পরিচিতের সংখ্যা কত কম!

দীপ্তি। এই তোমার ভাবনা! আচ্ছা, সে ভার আমিই নিলাম।

মিহির। তুমি?

দীপ্তি। হ্যাঁ গো হ্যাঁ। আমার যত বন্ধু আছে সব নিয়ে আসব তোমার কাছে—তুমি বেছে নিও।

মিহির। এ কি কথা শুনি আজি মোর জায়ামুখে!

দীপ্তি। কেন?

মিহির। সত্যি বলছ, ঠাট্টা করছ না তো?

দীপ্তি। না গো না। জানোই তো, একটা noble causeএর জন্যে খাটতে আমার কত সাধ!

মিহির। (আনন্দোদ্বেল প্রাণে দীপ্তিকে বক্ষে টানিয়া) দীপ্তি! তুমি আমায় বাঁচালে দীপ্তি! তুমি যদি আমার পাশে এসে দাঁড়াও তবে যে আমি এখুনি নির্ভাবনায় কাজে নেমে যেতে পারি!

দীপ্তি। আজ তোমার ডাক এসেছে জীবনের নতুন কর্তব্যে, আর আজ আমিই থাকব না তোমার পাশে? আজ আমার কত গর্ব জানো? যে মহান্ উদ্দেশ্যকে সফল করতে প্রদীপদারা নেমেছেন, তুমি দেবে তার বাণী—তুমি পড়বে তার উদ্বোধন-মন্ত্র।

মিহির। (আবেগভরে দীপ্তির মাথাটি আপনার হৃদয়ে নিবিড়ভাবে রাখিয়া) দীপ্তি! কাজ করতে চেয়েছিলাম, সাহস ছিল না। আজ তুমি দিলে সাহস—তুমি দিলে বিশ্বাস। এবার দেখবে, ঝড়ের মত এগিযে যাব—দেখবে, সমস্ত পৃথিবী একদিন ব'লে উঠছে—

"Wild Spirit, which art moving everywhere ;
Destroyer and Preserver, hear, o hear !"

দীপ্তি। (আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া) জানি আমি। (নীরব তৃপ্তিতে মিহিরের শার্টের বোতামগুলি লইয়া খেলিতে লাগিল—ক্ষণকাল পর) কিন্তু, ওগো, কাজে নেমে পড়বাব আগে বাবাকে জিজ্ঞেস ক'রে নিতে হবে যে!

মিহির। তার জন্যে আর ভাবনা কি! তুমিই তো আছ।

দীপ্তি। (হাসিয়া) এবার কিন্তু বাবাকে শুদ্ধু টেনে নামাতে হবে আমাদের কাজে।

মিহির। (হাসিয়া) তা তুমি পারবে।

এমন সময় পর্দাব অন্তরাল হইতে নারীকণ্ঠস্বর আসিল:

—May I come in madam ?—

সঙ্গে সঙ্গে অন্তরাল হইতে লীনাব বিহসিত আননখানি বাহির হইল।

দীপ্তি। লীনা?…আয়, আয়, ভেতরে আয়!

বলিতে বলিতে দীপ্তি অগ্রসর হইল লীনাকে অভ্যর্থনা করিতে। লীনা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া মিহিরকে নমস্কার জানাইল মিহির স্মিতমুখে প্রতিনমস্কার করিল—তারপর কহিল :

মিহির। দীপ্তি, তোমরা কথা বলো, আমি ও ঘরে যাচ্ছি।

মিহির চলিয়া গেল।

লীনা। (উপবেশন করিতে করিতে) আমি একটা আরজি নিয়ে এসেছি তোর কাছে। দীপ্তি, এবার কিন্তু তোর কোনো আপত্তিই শুনব না।

দীপ্তি। (হাসিয়া) তুই যে প্রথমেই ধ'রে নিলি আমার আপত্তি হবে? আরজিটা তা হ'লে আপত্তিজনক, কি বলিস?

লীনা। মোটেই নয়। শোন্, আমরা মিহিরবাবুকে দিয়ে একটা charity performance organise করাতে চাই।

দীপ্তি। তাই নাকি? কিন্তু, এবার আবার কিসের জন্যে করবি? সেবার তো না হয় নাচের স্কুলের জন্যে করেছিলি, যদিও প্রদীপদা সব ভেস্তে দিলেন।

লীনা। এবার তোমার প্রদীপদার জন্যেই।

দীপ্তি। (বিস্মিত হইয়া) প্রদীপদার জন্যে?

লীনা। দেখ্, ও একটা scheme তৈরি করেছে, সেটা কাজে লাগাতে অনেক টাকা লাগবে। তাই আমায় বলেছিল একটা show organise করতে। কিন্তু, সেদিন যে আমায় চটিয়েছিল—আমিও তার একটু শোধ নিলাম, 'না' ব'লে ওকে চটিয়ে দিয়ে।

দীপ্তি। (মৃদু হাসিয়া) সত্যি?

লীনা। (ঘাড় নাড়িয়া 'হু' করিয়া) এখন ভীষণ রেগে আছে বটে,

কিন্তু ও রাগ তো প'ড়ে যাবে শীগগিরই। তারপর যেই আমায় আবার বলতে আসবে—

দীপ্তি। (হাসিভরে বাধা দিয়া) যদি না বলে!

লীনা। (হাসিয়া) তুই ক্ষেপেছিস?...হঠাৎ-রাগী মানুষ—রাগও পড়বে আর বলবেও আমার কাছে। আর তখন—আমি সব ঠিক ক'রে ফেলেছি—এই দেখিয়ে ওকে একেবারে অবাক ক'রে দিতে চাই।...খুব মজা হবে, না?

দীপ্তি! হবে বইকি!

লীনা। সত্যি ভাই, ওর সেই তখনকার অবাক মূর্তি—সেটা ভাবতেও আমার মজা লাগছে!...এবার কিন্তু তোকে participate করতেই হবে। একটা great cause—তার ওপর তোর গুরুমশায়ের interest!...হ্যাঁ, আর মিহিরবাবুকে রাজী করাবার ভার তোরই ওপর রইল কিন্তু। (হাসিয়া) তুমি তো ওঁকে একেবারেই ট্যাঁকে গুঁজে ফেলেছ কিনা!

দীপ্তি। হুঁ। কিন্তু ভাই, আমি যে আরেকজনকে কথা দিয়ে দিলাম—তার হয়ে একটা show organise ক'রে দেবো।

লীনা। সে কি? তুই organise করবি?

দীপ্তি। হ্যাঁ।

লীনা। সত্যি? আমায় যে একেবারে অবাক ক'রে দিলি!

দীপ্তি। জানিস তো, কোন একটা right causeএর জন্যে এ সব করতে আমার এতটুকু সংকোচ নেই।

লীনা। (অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে) রাখ্ তোর ফাজলামি। ও করতে যাবে show organise!—এ কথা বললেই আমি বিশ্বেস করলাম আর কি!

দীপ্তি। বিশ্বেস করো বা না করো—কথাটা সত্যি।

লীনা। (তবুও অবিশ্বাস তাহার মনে—তাই হাসিতে হাসিতে) কে এমন সৌভাগ্য অর্জন করেছে যে তোর মত মেয়েকেও টলাতে পারলে ?

দীপ্তি। (নির্লিপ্ত কণ্ঠে) প্রদীপদা।

লীনা। (চমকিত হইয়া) প্রদীপদা।

দীপ্তি। হ্যাঁ। প্রদীপদা তার schemeটার কথা সব ব'লে গেলেন—অনেক টাকার দরকার, তাও শুনলাম। আমরা সে টাকা তুলে দেবার ভার নিয়েছি।

লীনার সমস্ত উৎসাহ নিমেষে নির্বাপিত হইয়া গেল। ধীরে গাম্ভীর্য তাহার সমস্ত মুখশ্রীকে মেঘাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। দীপ্তি সেদিকে না তাকাইয়াই বলিয়া চলিল :

দীপ্তি। তুই এলি—ভালোই হ'ল। আমিও তোর কাছেই যাচ্ছিলাম। তোকে না পেলে যে সব চেষ্টাই বিফল হয়ে যাবে। (বলিতে বলিতে হঠাৎ যেন তাহার চোখ পড়িল লীনার উপর) কি রে, কী হ'ল তোর ?

লীনা। (আসন হইতে উঠিয়া) আমি চললাম দীপ্তি।

দীপ্তি। সে কি ! একটু চা খেয়ে যাবি না ?

লীনা। না ভাই, আমার কাজ আছে।

বলিয়াই লীনা অগ্রসর হইল।

দীপ্তি। (লীনার পশ্চাতে যাইতে যাইতে) তা হ'লে তুই আমাদের performanceএ যোগ দিচ্ছিস তো ? আমি কিন্তু কোনো আপত্তিই শুনব না।

লীনা শুধু একবার দীপ্তির পানে তাকাইল—তারপরেই ত্বরিতে বাহির হইয়া গেল। দীপ্তি একটু হাসিয়া উঠিল—শেষে নেপথ্যের পানে চাহিয়া হাসিতে হাসিতেই ডাকিল :

দীপ্তি। ওগো, একবারটি শুনে যাও না!

তৃতীয় দৃশ্য

লীনার ড্রইং-রুম।

সন্ধ্যার ছায়া নীরবে রজনীর তমসায় বিলীন হইয়া যাইতেছে। মুক্ত বাতায়ন দিয়া দেখা যায়, সুদূর আকাশে তারাগুলির ধীরে-ধীরে-ফুটিয়া-ওঠা মৃদু আলো।

কক্ষটি অন্ধকার।

একটি কোচে লম্বা হইয়া শুইয়া আছে লীনা—তাহার মাথাটি কোচের হাতলে-রাখা একটি বালিশে—বুকের উপর পড়িয়া আছে একখানি উপেক্ষিত গ্রন্থ। সাদা রঙের শাড়ীটি তাহার সুগৌর তনুর রঙে রঙে মিশিয়া অন্ধকারের মাঝে লীনাকে যেন এক জ্যোতিঃলতার রহস্য-সুন্দর শ্রীতে ভরিয়া দিয়াছে।

লীনা গীত-রতা—তাহার উদাস কণ্ঠের গান কক্ষ মধ্যে ভাসিয়া ভাসিয়া যেন ঘনায়মান অন্ধকারের বুকে সমবেদনার নিবিড়তা জাগাইয়া তুলিতেছে :

অভিমানের ঢেউয়ে ঢেউয়ে
অশ্রুতরী যাক না ভেসে—

পারের ডাক সে রহুক প'ড়ে
যাত্রা আমার নিরুদ্দেশে।
ছিঁড়ল যদি ঘাটের রশি
পাল তবে যাক এবার খসি'—
হোক শুরু মোর ছন্দ-হারা
চরম চলা আলোর শেষে।

এমন সময় লীনার নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে প্রবেশ করিলেন হিরণ্ময়ী দেবী ঃ

হিরণ্ময়ী। এই যে লীনা—আমি তোকেই খুঁজছি।

হিরণ্ময়ী দেবী আলো জ্বালাইয়া দিলেন। লীনা যেমন শুইয়া ছিল তেমনিই শুইয়া রহিল—শুধু চক্ষু দুইটি কুঞ্চিত করিয়া হাত দিয়া ঢাকিল।

হিরণ্ময়ী। লীনা, বিজয়বাবু এসেছেন, আমি ডেকে আনছি এখানে।

লীনা। এখানে কেন? দাদার drawing room তো নীচে।

হিরণ্ময়ী। (আশ্চর্য হইয়া) মেয়ে বলে কি!

বিরক্ত হইয়া লীনা উঠিয়া পড়িল।

লীনা। নাঃ! তোমাদের জন্যে আর পারা যাবে না, একটু যে বিশ্রাম করব, তারও জো নেই।

বলিতে বলিতে লীনা অগ্রসর হইল—অন্তঃপুরের দুয়ার-অভিমুখে।

হিরণ্ময়ী। কোথায় চললি তুই? বিজয়বাবু আসছেন যে!

লীনা। (দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া) আসুক গে।

হিরণ্ময়ী। ও মা! তুই দেখা করবি না?

লীনা। (দরজা দিয়া বাহির হইয়া যাইতে যাইতে গম্ভীর কণ্ঠে) না—আমার মাথা ধরেছে।

হিরণ্ময়ী দেবী অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিলেন। হেনকালে ভৃত্য হারুর পশ্চাতে মিষ্টার দত্ত প্রবেশ করিলেন। মিষ্টার দত্তের পরিধানে আজ খাঁটি বাঙালীর বেশ—ধুতি, পাঞ্জাবি, চাদর। মুখে পাইপ।

ব্যস্ত হইয়া নমস্কার করিয়া হিরণ্ময়ী দেবী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন:

হিরণ্ময়ী। এই যে আসুন Mr. Dutt, আসুন।

মিষ্টার দত্ত মৃদু হাসিয়া প্রতিনমস্কার করিলেন—তারপর কৌচে গিয়া বসিলেন।

হিরণ্ময়ী। সমীর গেছে বেরিয়ে—প্রদীপের সঙ্গে। আপনি আসবেন আগে জানলে—

মিঃ দত্ত। ও! বেরিয়ে গেছে বুঝি!…আমি কিন্তু আপনাকেই একটু বিরক্ত করতে এসেছি Mrs. Mitter. আমার একজন intimate friendকে নিয়ে এলাম আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে। কিন্তু তিনি বড্ড সংকোচ করছেন, পাছে তাঁর এই অযাচিত আলাপে আপনারা অসন্তুষ্ট হন।

হিরণ্ময়ী। সে কি কথা Mr. Dutt! আপনার বন্ধু, তিনি যে আমাদেরও বন্ধু।

মিঃ দত্ত। আমি তো তাঁকে সেই ভরসা দিয়েই নিয়ে এসেছি।

হিরণ্ময়ী। আমি এখুনি লোক পাঠাচ্ছি, ওঁকে ওপরে আনতে। (দরজার কাছে গিয়া) হারু! নীচে Mr. Duttএর সঙ্গে যে ভদ্রলোকটি এসেছেন, তাঁকে ওপরে নিয়ে আয়।

মিঃ দত্ত। Mrs. Mitter, লীনাকে দেখছি না যে?—সেও বেরিয়েছে বুঝি?

হিরণ্ময়ী। না, বেরোয় নি তো। বোধ হয় শুয়ে আছে। বিকেলবেলার দিকে আজকাল রোজই প্রায় মাথা ধরে।

মিঃ দত্ত। (একটু চিন্তিত হইয়া) তাই না কি? রোজই ধরে?—পড়াশুনোর চাপ পড়েছে বুঝি?

হিরণ্ময়ী। না, পড়াশুনোর চাপ আর তেমন কই? সবে তো Third Year.

মিঃ দত্ত। তাও তো বটে। তবে…না, না, এ তো ভালো কথা নয়—ডাক্তার দেখান Mrs. Mitter.

হিরণ্ময়ী। আমার তেমন মেয়েই কিনা! কথা বললেই শুনবে আর কি!

এমন সময় প্রবেশ করিল সুজিত—পরিধানে ধুতি-পাঞ্জাবি।

মিঃ দত্ত। (দাঁড়াইয়া) এই যে আসুন Dr. Roy! Mrs. Mitter, ইনিই হচ্ছেন আমার পরম বন্ধু Dr. Sujit Roy. (হিরণ্ময়ী দেবীকে নির্দেশ করিয়া) ইনিই Mrs. Mitter—এঁর আতিথেয়তার খ্যাতি সর্বত্র।

উভয়ের নমস্কার বিনিময়।

হিরণ্ময়ী। Dr. Roy, এ আপনি কি ক'রে ভাবলেন, আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে আমরা কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হতে পারি?

স্থজিত। (মৃদু হাসিয়া) ক্ষমা করবেন Mrs. Mitter, আমার অত্যন্ত অন্যায় হয়ে গেছে।

সকলে উপবেশন করিল।

মিঃ দত্ত। Dr. Roy! আপনি একবার লীনাকে examine ক'রে দেখুন না।—রোজ বিকেলে মাথা ধরছে।

স্থজিত। আমি?

মিঃ দত্ত। আপত্তি আছে?

স্থজিত। না না, আপত্তি থাকবে কেন? It'll be my privilege.

মিঃ দত্ত। (হিরণ্ময়ী দেবীর পানে তাকাইয়া) ওঃ! আপনাকে তো বলাই হয় নি। Dr. Royএর সঙ্গে আপনার পরিচয় আজই হ'ল বটে—কিন্তু লীনার সঙ্গে ওঁর আলাপ আগেই হয়ে গেছে।

হিরণ্ময়ী। আমার মেয়ের সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছে?

স্থজিত। আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রদীপবাবু, সমীরবাবু—ওঁরা লীনা দেবীকে আমাদের আশ্রমে নিয়ে যেতেন। সেখানেই আলাপ হয়েছে।

হিরণ্ময়ী। ও! আপনিও বুঝি সে আশ্রমের একজন সভ্য?

স্থজিত। ছিলাম বলতে পারি।

হিরণ্ময়ী। এখন নেই? কেন?

মিঃ দত্ত। আমার গুণধর ভাইপোটির জন্যে।

হিরণ্ময়ী। (আশ্চর্য হইয়া) প্রদীপের জন্যে!

মিঃ দত্ত। আগে ভাবতাম, ও শুধু আমার পেছনেই লাগে। এখন দেখছি—পেছনে লাগাই ওর স্বভাব।

হিরণ্ময়ী। প্রদীপের স্বভাব ··· পেছনে লাগা!···এ আপনি কি বলছেন Mr. Dutt?

মিঃ দত্ত। মানুষ তো হ'ল আমারি বাড়ীতে। ওর নাড়ীনক্ষত্র জানতে আর আমার বাকি নেই। অবশ্য এসব কথা আমি আপনাকে বলতাম না—কিন্তু যখন দেখলাম, প্রদীপ এতখানি বদ হয়ে উঠেছে যে, Dr. Royএর মত লোকের ক্ষতি করতেও সে পিছ-পা হয় না—তখন আপনাকে একটু জানিয়ে দেওয়া আমার কর্ত্তব্য ব'লেই মনে করলাম।

হিরণ্ময়ী। Mr. Dutt, এবার আমায় বলতেই হ'ল, প্রদীপকে বুঝতে আপনার ভুল হয়েছে।

মিঃ দত্ত। ভুল!...প্রদীপ আমার workerদের ক্ষেপিয়ে তুলছে—আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা ক'রে আমায় অপদস্থ করতে চাইছে—এ সব facts চোখের ওপর থাকতেও আপনি বলবেন প্রদীপকে বুঝতে ভুল করেছি! Mrs. Mitter! এ আপনাকে ব'লে রাখছি—যেদিন বুঝব যে আমি ভুল করেছি, সেদিন আমার মত সুখী বোধ হয় আর কেউ হবে না!... যাক এ সব কথা—আপনার মনে ব্যথা লাগছে।...লীনার সঙ্গে তো আর দেখা হ'ল না! আজ তবে উঠি।

হিরণ্ময়ী। সে কি! বসুন। এখুনি উঠবেন কেন?—আমি লীনাকে ডেকে আনছি।

ত্বরিতে তিনি দুয়ার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

মিঃ দত্ত। (আপত্তি তুলিয়া) না না, Mrs. Mitter, মাথা যখন ধরেছে, শুয়েই থাক্। এখন ডাকলে ওর ওপর অন্যায় করা হবে।

হিরণ্ময়ী। তাও কি হয়!

বলিতে বলিতে হিরণ্ময়ী দেবী বাহির হইয়া গেলেন।

মিঃ দত্ত। Dr. Roy! কেমন?—আলাপ হয়ে গেল তো? কিন্তু দেখবেন, আমার অনুরোধটা ভুলবেন না যেন।

সুজিত। সে কি ভুলতে পারি! ও আশ্রমকে শেষ আমি এমনিতেই করতাম—এখন আপনার স্বার্থ রয়েছে—ও তো আমায় করতেই হবে।

মিঃ দত্ত। এ ব্যাপারটায় আপনার সহায়তা আমায় নতুন আশা দিল, Dr. Roy.

সুজিত। কিন্তু, Mr. Dutt, প্রদীপ যদি সত্যি সত্যিই কেস্ ক'রে বসে?

মিঃ দত্ত। (হাসিয়া) কোন্ groundএ করবে?—তার বাবার property ব'লে?···আপনি কি মনে করেন, এই মিথ্যে ধাপ্পার ওপর দাঁড়িয়ে আমার নামে ও কেস্ করতে সাহস করবে?

সুজিত। না, তা করবে না।···তবে, শুনেছেনই তো—প্রদীপ আশ্রমে এই সব যা-নয়-তাই ব'লে বেড়াচ্ছে।

মিঃ দত্ত। এর প্রতিফল যে কী ভীষণ হবে, প্রদীপ তা ঠিক বুঝছে না। তাই সাহস পাচ্ছে আমাকে defame করতে।—দেখা যাক।

> হিরণ্ময়ী দেবী প্রবেশ করিলেন—পশ্চাতে হারুকে লইয়া। হারুর হাতে চা জলখাবারে সাজানো ট্রে। হারু মিষ্টার দত্ত ও সুজিতের সম্মুখে খাবার সাজাইয়া দিতে লাগিল।

হিরণ্ময়ী। (ইতস্তত করিতে করিতে) লীনা···মানে···লীনার মাথাটা ···খুবই ধরেছে—

> তাঁহার কথার মাঝখানে ত্বরিতচরণে প্রবেশ করিল লীনা। হিরণ্ময়ী দেবী নির্বাক বিস্ময়ে তাহার পানে তাকাইলেন।

লীনা। (অনুযোগভরা কণ্ঠে) মা, কাকাবাবু এসেছেন, সে খবর তুমি আমায় দাও নি কেন?

হিরণ্ময়ী। (বিহ্বল কণ্ঠে) তুই !···(ইতস্তত করিতে করিতে) মানে ···তুই শুয়েছিলি, বললি মাথা ধরেছে—

লীনা। ছাই মাথা-ধরা ! (বলিতে বলিতে যেন হঠাৎ তাহার চোখ পড়িল সুজিতের উপর) এ কি ! সুজিতবাবু যে ! নমস্কার ! ভাগ্যিস্ এলেন আমাদের বাড়ী, নইলে তো আর আপনার দেখাই পেতাম না।

সুজিত। (হাসিয়া) আমাদের মত উদ্দেশ্যহীন লোকদের অমন লোভ দেখাবেন না লীনা দেবী—তা হ'লে কিন্তু দেখবেন আপনার বাড়ীর দরজায় একেবারে শেকড় গেঁথেই দাঁড়িয়ে আছি।

এমন সময় নেপথ্যে সমীরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল :

সমীর। আরে, আমি কথা দিচ্ছি, সব ঠিক হয়ে যাবে। তুই আয়।

বলিতে বলিতে সমীর প্রবেশ করিল প্রদীপের হাত ধরিয়া। পরমুহূর্তেই সুজিতকে দেখিয়া দুইজনেই বিস্ময়ভরে দাঁড়াইয়া পড়িল। ক্ষণপরে লীনা ললিত হাসির সহিত বলিয়া উঠিল :

লীনা। একি দাদা, সুজিতবাবুকে দেখে থমকে গেলে যে !

মিঃ দত্ত। (সমীরের পানে তাকাইয়া) তোমার সঙ্গে সুজিতের আলাপ নেই ? (বলিয়া প্রদীপকে একবার তির্যক চাহনিতে দেখিয়া লইলেন)

লীনা। শুধু আলাপ, কাকাবাবু ? একেবারে ঘনিষ্ঠতা। তাই নয় কি সুজিতবাবু ?

সুজিত। তা বইকি। (সমীর ও প্রদীপের পানে তাকাইয়া হাসিমুখে) নমস্কার !···প্রদীপবাবু, আপনি সেদিন বললেন, আর আমাদের সাক্ষাৎ হবে না। কিন্তু দেখুন, কী চমকপ্রদ সাক্ষাৎ হয়ে গেল।

প্রদীপ। (হাসিয়া) জানেন তো, world is round.

মিঃ দত্ত। Dr. Roy, আপনি তবে গল্প করুন, আমি চলি।

হিরণ্ময়ী। এখুনি !

মিঃ দত্ত। এখন আমার এমন অবস্থা যে, এক মুহূর্ত সময় নষ্ট হ'লে অনুতাপ করতে হবে Mrs. Mitter. চারিদিক থেকে আমার Millটিকে অচল করবার জন্যে যা চেষ্টা চলছে !

নমস্কার করিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। যাবার বেলায় শুধু প্রদীপের উপর কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেলেন।

লীনা। দাদা ! তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? ব'সো।

প্রদীপ অর্গ্যানটির কাছে গিয়া টুলের উপর বসিল। সমীর গম্ভীর মুখে প্রাচীর-বিলম্বিত ছবিগুলি দেখিতে দেখিতে পদচারণা করিতে লাগিল।

সুজিত। আপনার schemeটির কতদূর হ'ল প্রদীপবাবু ?

প্রদীপ। অনেকটা। এবার মনে হচ্ছে successful হব।

সুজিত। বেশ, বেশ, এ তো সুখবর।

হিরণ্ময়ী। লীনা, তুমি গল্প করো, গান-টান শোনাও। আমি আসছি।

হিরণ্ময়ী দেবী চলিয়া গেলেন।

সুজিত। চমৎকার idea ! আমাদের অনুরোধ যদি উপদ্রব মনে না করেন, তবে অনুগ্রহ ক'রে একটা গান শোনান, লীনা দেবী !

লীনা হাসিয়া অর্গ্যানের দিকে অগ্রসর হইল। প্রদীপ তাড়াতাড়ি আসন ছাড়িয়া সমীরের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। চকিতে লীনার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তারপর ধীরে ধীরে অর্গ্যানের ডালা

তুলিয়া বাজাইতে শুরু করিল। একটু শুনিয়াই সুজিত বলিয়া উঠিল :

সুজিত। বাঃ! অনেক অর্গ্যান নাড়াচাড়া করেছি, কিন্তু এমন সুন্দর tune পাই নি কোথাও, সত্যি।

লীনা। ও! এতেও আপনার হাত চলে নাকি?

সুজিত। (দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া) হাত বেচারা মড়া-কাটার ফাঁকে ফাঁকে সব কাজেই এক আধটু লাগত কিনা, তাই ওটাও বাদ পড়ে নি।

লীনা। তা হ'লে তো কথাই নেই। আসুন, গান শোনাবেন।

সুজিত। (স্মিতমুখে আপত্তি করিতে করিতে) সে কি, না না, গান-টান আমার আসে না।

লীনা। বললেই হ'ল আর কি! আসুন।

সুজিত। সত্যি, আমি গান জানি না।

লীনা। বেশ তো, না-জানা গানই আরম্ভ করুন। আসুন।

সুজিতের হৃদয় যে সফলতার আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, সে পরিচয় তাহার সুন্দর উদ্ভাসিত মুখেই ভাসিয়া উঠিল।

সুজিত। (অর্গ্যানের দিকে অগ্রসর হইয়া) এ কিন্তু অবিচার লীনা দেবী।

লীনা। তা না হয় আমার অবিচার একটু সইলেনই। ক্ষতি তো নেই কিছু।

সুজিত। এর ওপর আর কথা চলতে পারে না।

সুজিত অর্গ্যানে বসিল। সমীর চাহিল প্রদীপের পানে। প্রদীপের মুখ হাসিতে ভরা। তাহার হাসি সমীরকে আরও গম্ভীর করিয়া

তুলিল। সুজিত ক্ষণকাল বাজাইয়া সুললিত কণ্ঠে গান আরম্ভ করিল :

চঞ্চল মন তার বন্ধন নিল কার
নির্মেঘ অন্তর-প্রান্ত,
অস্থির সমীরণ সন্ধ্যার পরশন-
স্নিগ্ধ যে তাই বুঝি শান্ত।
মঞ্জুল বনছায় শয্যা যে পাতা,
গুঞ্জরি' কহে বায়ু কত প্রেম-গাথা—
তন্দ্রা যে আজি তার চক্ষুতে হ'ল কোন্
অস্ফুট সুদূরের পান্থ।

গানটির মাঝপথেই প্রদীপ ব্যস্ততার সহিত বলিয়া উঠিল :

প্রদীপ। বাঃ! আপনি তো চমৎকার গাইতে জানেন! কিন্তু, আজ আর শোনা হ'ল না। আমায় এখুনি বেরুতে হবে। তবে, ভবিষ্যতে যখন অনুরোধ করব, তখন হতাশ করবেন না যেন সুজিতবাবু।

মৃদু হাসিয়া নমস্কার করিয়া প্রদীপ ত্বরিত চরণে বাহির হইয়া গেল।

সমীর। দাঁড়া, প্রদীপ, দাঁড়া আমিও যাচ্ছি।

বলিতে বলিতে সমীরও তাহার অনুসরণ করিল। যাবার বেলায় কেবল লীনার পানে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেল—যে দৃষ্টিতে আছে শুধু তীব্র অভিমানের নীরব অভিযোগ।

সুজিত। আপনার দাদাও চ'লে গেলেন?···লীনা দেবী, আশ্রমের

সেই incidentএর পর থেকে ওঁরা সবাই আমায় ভুল বুঝতে শুরু করেছেন। আপনিও কি তাই ?

লীনা। আমার মতামতে প্রয়োজন আছে কিছু ? ভুল যদি বুঝেই থাকি, তাতেই বা ক্ষতি কি ?

সুজিত। অনেক ক্ষতি।···দেখুন লীনা দেবী, সেদিন থেকে কেবলি সুযোগ খুঁজছি কি ক'রে আমার কৈফিয়ৎ দিয়ে আমি আপনার ভুল বোঝার প্রতিকার করব!

লীনা। সুজিতবাবু, মানুষ কৈফিয়ৎ দেবে নিজের মনের কাছে—অন্যের কাছে কেন ?

সুজিত। নিজের মনের সঙ্গে যারা জড়িয়ে যায়, তাদের কাছেও মানুষ কৈফিয়ৎ না দিয়ে যে পারে না।···সত্যি লীনা দেবী, আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না।

লীনা। (কথার গতি ফিরাইবার জন্য) এই দেখুন, কথায় কথায় আর আপনার গান শোনা হ'ল না।

সুজিত হাসিয়া পুনরায় গান করিবার উদ্দেশে বাজাইতে শুরু করিল। লীনা বলিয়া উঠিল :

লীনা। নাঃ! মাঝখানে বাধা পড়লে গান আর জমতে চায় না। আচ্ছা, সুজিতবাবু! আপনি এত সুন্দর গান করেন, তবু এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন ?

সুজিত। ভালো লাগাটা গাইবার গুণে নয় লীনা দেবী, শোনবার গুণে।

লীনা। যাই বলুন, আমায় কিন্তু গান শেখাতে হবে। কোনো আপত্তি আমি শুনব না।

স্বজিত। এত বড় সৌভাগ্যে আপত্তি করবে, এমন মূর্খ আছে ব'লে তো আমার জানা নেই।

লীনা। সৌভাগ্য গুরুমশায়ের, না ছাত্রীর—সেটা বিচারসাপেক্ষ।

সহসা কথাটি বলিয়াই লীনা একটু গম্ভীর হইয়া পড়িল—মুহূর্তকাল শির নত রাখিল—তারপর বলিল :

লীনা। আচ্ছা, আজ তা হ'লে—

লীনার কণ্ঠে বিদায়ের আভাস পাইবামাত্র স্বজিত ত্বরিতে বলিয়া উঠিল :

স্বজিত। আচ্ছা, আজ তা হ'লে আসি।

লীনা। গান শেখাবার কথা ভুলবেন না যেন!

স্বজিত। যার স্মরণশক্তি এতটুকুও প্রখর নয়—সেও বোধ করি এত বড় সৌভাগ্যের কথাটা ভুলবে না লীনা দেবী।

নমস্কার করিয়া স্বজিত বাহির হইয়া গেল। লীনা অর্গ্যানে বসিল —তারপর বাজাইতে লাগিল—মুখে তাহার হাসি। ক্ষণপরে হিরণ্ময়ী দেবী প্রবেশ করিলেন।

হিরণ্ময়ী। সবাই চ'লে গেল? (কৌচে বসিলেন)

লীনা। (বাজাইতে বাজাইতে) হঁ্যা।

হিরণ্ময়ী। (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) স্বজিত ছেলেটি বেশ, না লীনা?

লীনা। বেশ বইকি! দেখতে ভালো, বড় ডাক্তার, বড় লোক—শুধু তাই নয়, গান জানেন, আবার politicsও করেন।

হিরণ্ময়ী। (খুশি হইয়া) সত্যি। সোনার টুকরো ছেলে। কথায় বার্তায় রূপে গুণে একেবারে সমান। (একটু নীরব থাকিয়া গম্ভীর কণ্ঠে) লীনা, বিজয়বাবু একটা কথা ব'লে গেলেন।

লীনা। কি ?

হিরণ্ময়ী। প্রদীপ নাকি তাঁর Millটিকে তুলে দেবার জন্যে লেগেছে।

লীনা। তুমি বুঝি ঐ humbugটার কথায় বিশ্বেস করেছ ?

হিরণ্ময়ী। ছিঃ ছিঃ—কি যা তা বলিস লীনা! বিজয়বাবু তোর গুরুজনের মত—

লীনা। যে যা, তাকে তাই বলা আমার স্বভাব—জানো তো।

হিরণ্ময়ী। যাক্‌গে, আমি এখন কি ভাবছি জানিস লীনা ?···বিজয়বাবু তো প্রদীপের ওপর প্রসন্ন নন।

লীনা। তাতে হয়েছে কি ?

হিরণ্ময়ী। দেখ্‌ লীনা, business প্রদীপের বাবার হ'লে কি হবে—এখন তো উনিই মালিক। মামলা-টামলা প্রদীপ করবে না জানা কথা। অথচ এদিকে কাকাকে চটিয়ে তাঁর বিষয়সম্পত্তি—সেগুলোও হারাবে।

লীনা। হারাক, ক্ষতি কি ?

হিরণ্ময়ী। ক্ষতি নেই !···বল্‌ দেখি, আমি কেমন ক'রে তোকে একজন নিঃসম্বল পাত্রের হাতে তুলে দি ? প্রদীপ ছেলে ভালো—কিন্তু নিজের বলতে তো কিছুই নেই।

লীনা। ঐ ভেবে ভেবে তুমি সারা হচ্ছ !—কে তোমার এখন বিয়ে করতে যাচ্ছে ? Graduate না হয়ে বিয়ে করব আমি !··· ক্ষেপেছ ?—আর Law পাস না ক'রেই, ভাবছ বুঝি, প্রদীপ আসবে বিয়ে করতে ? (অসম্ভাব্য কথাটিতে হাসিয়া উঠিল) মা, ও সব বিয়ে-টিয়ের বহুৎ দেরী—ও নিয়ে মাথা ঘামিও না।···আমি পড়তে চললাম—কাল আবার অনেকগুলো ক্লাস আছে।

লীনা অগ্রসর হইল—হিরণ্ময়ী দেবী হতাশভঙ্গীতে তাহার পশ্চাতে চলিলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

গোধূলি-ধূসর আকাশ।

শূন্য ভরিয়া দলে দলে শ্রান্ত পাখী উড়িয়া চলিয়াছে উৎসুক কাকলীতে—ডানায় তাহাদের গৃহে-ফেরা সুর।

লীনাদের বাড়ীর বাগান। লাল সুরকির আঁকাবাঁকা রাস্তাটি বাগানটিকে নানা অংশে ভাগ করিয়া যেন বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

ইহারই এক অংশে লীনা ও সুজিত বসিয়া আছে—দুইটি বেতের চেয়ারে। মাঝখানে একটি ছোট টেবিল—তাহার উপর সুজিতের গীটারটি শোয়ানো।

সুজিতের গায়ে পাঞ্জাবি—লীনা পরিয়াছে সাদা রঙের শাড়ী।

সুজিত। হ'ল না ?...আচ্ছা, আবার শুনুন—

হাসিয়া সুজিত গীটারটি তুলিয়া লইল—তাহাতে মৃদু ঝংকার দিয়া গাহিতে লাগিল :

এস ঝংকার-হারা বীণাতন্ত্রীতে
এস সুরে এস গানে—
এস অশ্রুকুহেলী-লীন নয়নে
নব-জাগ্রত প্রাণে !
এস তটিনী-গতি হতে ছন্দ ল'য়ে
এস শরমিত কিংশুক-রাঙিমা হয়ে,
ঊষসী-আভাস ব'য়ে এস
রাত্রির অবসানে।

লীনা। গানটা ভারি সুন্দর কিন্তু।

সুজিত। লীনা দেবী! যে ব্যথা নিয়ে গান লিখি—

লীনার কলকণ্ঠের হাসি তাহার কথা থামাইয়া দিল।

লীনা। সে কি! এই আনন্দের গানটাও আপনার ব্যথা নিয়ে লেখা নাকি?

সুজিত। সব সৃষ্টির উৎসই তো অপরিপূর্ণতার ব্যথায়। সেই ব্যথা কল্পনার আনন্দ দিয়ে গ'ড়ে তোলে পূর্ণতার মূর্তি।

লীনা। বাঃ! আপনি শুধু রোগী-দেখা ডাক্তারই নন—কল্পলোকে উঁকি মারতেও বেশ অভ্যস্ত দেখছি। আপনি বুঝি সেখানকার একজন হোমরা-চোমরা বাসিন্দা?

সুজিত। আমার সমস্ত কল্পনারাজ্য আজ পৃথিবীতে নেমে এসেছে— তাই আমি আজ বাস্তব লোকেরই বাসিন্দা।

লীনা। তবেই হয়েছে। তা হ'লে আর গান লিখবেন কি ক'রে?

সুজিত। কেন?

লীনা। আপনার কল্পনা বাস্তব হয়ে উঠলে ব্যথা যাবে ম'রে—আর ব্যথা ম'রে গেলে আপনার গান লেখবার প্রেরণাও যাবে হাওয়ায় ভেসে।

সুজিত। ও! কিন্তু প্রেরণা যখন মূর্তিমতী হয়ে ওঠে, তখন তো আর মানুষকে ব্যথায় ভর ক'রে কল্পনালোকে যেতে হয় না।

লীনা। আপনার প্রেরণা বুঝি মূর্তিগ্রহণ করেছে?

সুজিত। সে তো আপনি জানেন লীনা দেবী।

লীনা। ও!—তা হ'লে আপনার কাছে একটা অনুরোধ—মনে রাখবেন, সে প্রেরণার মূর্তি বাস্তব হ'লেও ধরাছোঁয়ার বাইরে।

সুজিত। মন যে তা বিশ্বাস করতে চায় না লীনা দেবী। যে আশা আকাঙ্ক্ষা সাধনা আরাধনা উন্মুখ দীপশিখার মত জ্বলছে আমার সেই মূর্তিমতী প্রেরণার, সেই দেবীর পাদমূলে—সে সবই যে নিষ্ফল হয়ে যাবে, এ কথা মন কিছুতেই মানতে চায় না লীনা দেবী!

লীনা। সুজিতবাবু! বেদী আপনার কল্পলোকের দেবীর জন্যেই সাজান। সেখানে মর্ত্যের দেবী ঠাঁই চায় না। জানেন তো চিত্রাঙ্গদার কথা—

"পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে
সে নহি সে নহি,
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে
সে নহি সে নহি।"

—এই হচ্ছে মর্ত্যের দেবীদের motto!

সুজিত। কিন্তু পাশে রাখব, অতখানি সৌভাগ্যের সাহস মর্ত্যের সে দেবী তো এখনো দিলে না!

লীনা! না, না, অমন দুঃসাহস করবেন না—শেষে আবার অঘটন ঘ'টে যাবে।

সুজিত। তবু আশা—

লীনা। ঐ দেখুন! কথায় কথায় গান শেখা হ'ল না। নাঃ, আপনি বড্ড ফাঁকিবাজ গুরুমশায়।

সুজিত। উঃ! কী ভীষণ কথা! ফাঁকি দিই আমি?—ককৃখনো নয়।…চলুন, গাড়ীতে যেতে যেতে আজই আপনাকে গানটা শিখিয়ে দেবো।

লীনা। নাঃ! আজ আর বেড়াতে যাব না।

স্নজিত। কেন?—আমার কথায় কি অপরাধের কোনো অমার্জনীয় আভাস পেয়েছেন যে এই মর্মান্তিক অভিশাপ?

লীনা। আপনি কিন্তু বেশ গুছিয়ে কথা বলেন, স্নজিতবাবু!

স্নজিত। কথাটাই শুধু আপনি শুনলেন—তার আড়ালে প্রাণের যে স্পন্দন, সে কি চাপা প'ড়েই থাকবে লীনা দেবী?

লীনা বাহিরেব দিকে চাহিয়াছিল, স্নজিতের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল:

লীনা। এ কি, দীপ্তি!

দীপ্তি প্রবেশ কবিল।

দীপ্তি। (একবার স্নজিতেব পানে তাকাইযা লীনাকে) লীনা, তোর কাছে ভাই একটা কাজের জন্যে এসেছি।

লীনা। দীপ্তি, তোর সঙ্গে স্নজিতবাবুর আলাপ নেই?—আয়, আলাপ করিয়ে দি। (দীপ্তিকে নির্দেশ করিযা) আমার বন্ধু শ্রীমতী দীপ্তি মুখার্জি, (স্নজিতকে নির্দেশ করিয়া) ইনি ডক্টর স্নজিত রয়—এক সময়ে তোদের আশ্রমের একজন প্রবল প্রতাপান্বিত দিক্‌পাল ছিলেন।

দীপ্তি। জানি, আপনার নাম আশ্রমের সব কথায়, সব আলোচনায়।

স্নজিত। সেটা আমার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য—বোঝা কঠিন। হয়তো দুর্ভাগ্য—কেন না সে আলোচনা, বোধ হয়, আপনাদের কাছে আমাকে একটু কালো ক'রেই এঁকে থাকবে।

দীপ্তি। সেটা যে আশ্রমের স্বভাব নয় তা আপনি নিশ্চয় জানেন। বরং আপনাকে হারিয়ে তাঁদের যে দুঃখ হয়েছে সেইটেই আশ্রমের বুকে বেশী ক'রে বাজছে।

সুজিত। তা আমাকে হারাবার দুঃখ আর এমন কীই বা বলুন। প্রদীপবাবু স্বয়ং যখন সেখানে—

দীপ্তি। (সুজিতের কথার মাঝেই লীনাকে) লীনা, আমাদের দুঃখ র'য়ে গেল, তোকে আমাদের কোনো কাজেই পেলাম না। প্রদীপদাও তাই বলছিলেন। অন্তত টিকিট কিনে সাহায্য—সেটুকু করবি আশা ক'রেই তোর কাছে এসেছি।

সুজিত। ও! প্রদীপবাবুর সেই schemeএর জন্যে charity performance?…Well, well! Help আমরা নিশ্চয় করব—with all our heart and means. (লীনার দিকে ফিরিয়া) তা হ'লে দুটো টিকিট না হয় কিনে ফেলি—কি বলেন লীনা দেবী?

লীনা। দুটো?…আচ্ছা।

সুজিত। (পার্স বাহির করিয়া) টিকিটের rate কত করেছেন, Mrs. Mukherjee?

দীপ্তি। আপনাদের কাছে rate আর কি বলব বলুন! (বলিতে বলিতে তাহার ভ্যানিটি ব্যাগটি খুলিয়া টিকিটের বই বাহির করিয়া দুইটি টিকিট ছিঁড়িল) এই নিন দুখানা। (টিকিট সুজিতের হাতে দিল)—দানধ্যানে টাকা তো দেবেন আপনারাই!

সুজিত। (জোর করিয়া মুখে হাসি আনিয়া) এ কি! একেবারে পঞ্চাশ টাকার টিকিট!

দীপ্তি। আমার কাছে ঐটেই highest. ওর চাইতে দামী আর আমার কাছে নেই। নইলে কি—

সুজিত। না, না, আমি তা বলছি না।…মানে, (একটু হাসিয়া) দুখানাতে একেবারে একশো টাকা বার ক'রে নেবেন?

লীনা। একখানাই কিনুন—আমি যাব না।

সুজিত। না, না, তাও কি হয়! আমি তো টিকিট কিনছি আপনার জন্যেই। আর, তা ছাড়া, আপনার বন্ধু এসেছেন—তাঁকে ফেরানো কোনো মতেই উচিত নয়।

কিছুদূরে সরিয়া বজনীগন্ধার ফুলভার-নত বৃন্তটি নাড়িতে নাড়িতে লীনা কহিল :

লীনা। আমি যাব না।

সুজিত। (দীপ্তিকে) তবে আর কি করব বলুন? আপনার বন্ধুই বাদ সাধছেন।

দীপ্তি। (লীনার কাছে যাইয়া মিনতিভরে) লীনা—

লীনা। টিকিট বেচতে হয় আর কারুর কাছে যাও—আমি কিনব না।

দীপ্তি। (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) লীনা, এইটেই সব চেয়ে ভালো উপায় বার করেছিস প্রদীপদাকে আঘাত দেবার।

লীনা। তোমার প্রদীপদাকে আঘাত দেবার জন্যে আমি অত উপায় খুঁজে বেড়াই না।

দীপ্তি। বেড়াস কি না তা তো দেখতেই পাচ্ছি, নইলে—

লীনা। (বাধা দিয়া) দীপ্তি! আমি যা করি বা না করি সে সম্বন্ধে কথা বলবার অধিকার সকলের আছে ব'লে আমার মনে হয় না।

দীপ্তি। হয়তো সে অধিকার আমার নেই—তবু না ব'লেও যে পারছি না।

লীনা। দীপ্তি! তুমি যদি কারুর হয়ে ওকালতি করবার জন্যে এসে থাক, তবে, please, আমায় রেহাই দাও।...সুজিতবাবু, আপনি দুটো টিকিটই কিনুন। টিকিট না কিনলে ও থামবে না।

দীপ্তি। থাক্—এতখানি দয়া আর দয়া ক'রে দেখাস না—আমি এমনিতেই থামছি। চললাম লীনা।

বলিয়াই দীপ্তি প্রস্থানোদ্যত হইয়াছে, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রবেশ করিল প্রদীপ। প্রবেশ করিয়াই সকলের পানে, বিশেষ করিয়া সুজিতের পানে তাকাইয়া যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

দীপ্তি। প্রদীপদা!

প্রদীপ। দীপ্তি, তুমিই এসেছ?

দীপ্তি। হ্যাঁ।—আমারি তো এখানে আসবার কথা ছিল।

প্রদীপ। আমি ভাবলাম—যদি···(ক্ষণকাল ইতস্তত করিল)···টিকিট কিনেছ লীনা?

লীনা। (দীপ্তি কিছু বলিবার পূর্বেই) সুজিতবাবু দুখানা কিনেছেন—পঞ্চাশ টাকার। ওতেই আমার কেনা হয়ে গেছে।

প্রদীপ। (সুজিতের কাছে গিয়া তাহার হাতে ঝাঁকুনি দিয়া) **Thanks, সুজিতবাবু, thanks!—I'm so awfully delighted!**

সুজিত। না, না, এতে আর **thanks** দেবার কি আছে বলুন? তবু যদি নিতান্ত দিতেই হয় তা হ'লে সেটা ওঁরই প্রাপ্য। (মৃদু হাসিয়া লীনাকে নির্দেশ করিল—তারপর দীপ্তিকে) Mrs. Mukherjee, আমি কালকেই আপনার টাকাটা পাঠিয়ে দেবো আশ্রমের ঠিকানায়—কেমন? (পার্স দেখিতে দেখিতে) এখন তো দেখছি আমার কাছে সব টাকা হবে না।

লীনা। সুজিতবাবু, আমি বরং এনে দিচ্ছি—আপনি দামটাম একেবারে চুকিয়ে দিন।—ও সব একেবারে clear ক'রে দেওয়াই ভালো।

সুজিত। So kind of you !

প্রদীপ। থাক্, পাঠিয়ে দিলেই হবে। এতটা উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন নেই। আচ্ছা, তা হ'লে আসি। (সুজিতকে নমস্কার করিল) দীপ্তি, চলো—যাবার বেলায় কটা জায়গা একেবারে সেরে যাব। তারপর আমিই তোমায় বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসব 'খন। (দুইজনে যাইতে যাইতে) সমীরের আর মিহিরের কতদূর হ'ল কে জানে ?

তাহারা চলিয়া গেলে লীনা সেই দিকে তাকাইয়া রহিল।

সুজিত। (মৃদু হাসিয়া) আপনার দীপ্তি বন্ধুটি যেমন ক'রে আশ্রমের হয়ে লেগেছেন, তাতে তো দেখছি ওঁর শ্বশুরটিকে—

লীনা। (বাধা দিয়া) আপনাকে তো ব'লে দিয়েছি, ওদের কারুর বিষয়েই কোনো কথা আপনি আমার কাছে বলবেন না।

সুজিত। আমি দীপ্তি দেবীর ভালোর জন্যেই বলছি।

লীনা। ভালো বলবার এতই যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে তো তার কাছেই বলবেন, আমার কাছে কেন ?

সুজিত। আপনি তাঁর বন্ধু—

লীনা। সুজিতবাবু, ওদের কথা যদি ছাড়তে নাই পারেন, তবে আমায় উঠতে হ'ল।

সুজিত। না, না, সে কি কথা ! আমি ভাবছিলাম, উনি আপনাকে খুব ভালবাসেন—তাই ওঁর কথা বলছিলাম। তা প্রদীপবাবুর সঙ্গেই দেখছি ওর বনিবনাটা বেশী—তা হ'লে, সত্যিই তো, আপনার কাছে ব'লে আর লাভ কি !

লীনা। সুজিতবাবু, চলুন বেড়াতে যাই।

সুজিত। (সঙ্গে সঙ্গে) At your service. চুলোয় যাক দীপ্তির কথা,

চুলোয় যাক আশ্রমের কথা—শুধু সত্যি হয়ে উঠুক আমার কৃতার্থ গাড়ীখানি।

লীনা। (হাসিয়া) চলুন তাড়াতাড়ি।

পঞ্চম দৃশ্য

তখনো অস্ত রবির শেষ বাঙিমা মিলায় নাই।

মিঃ দত্তের অফিস-রুম।

মিঃ দত্ত তাঁহার বিভলভিং চেয়ারে বসিয়া হাসিতে হাসিতে মনোজের সঙ্গে গল্প করিতেছেন। তাঁহার পাইপ হইতে আলসভবে উদ্গীর্ণ ধূম কুণ্ডলী বাঁধিয়া শূন্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

মিঃ দত্ত। দেখলে তো মনোজ, কী বোড়ের চালখানাই চাললাম। করতে হ'ল না কিছুই—অথচ কাজটি হাসিল হয়ে গেল।

মনোজ। তা বটে Sir. এবার মনে হচ্ছে প্রদীপবাবু আর আপনার পেছনে লাগবে না। অন্তত কিছুদিনের জন্যে তো নয়ই।

মিঃ দত্ত। কিছুদিন বলছ কি হে?—For good!…তুমি তো জানো না—আর বুঝবেও না—লীনার ওপর প্রদীপের টান কি ভয়ংকর। এখন সুজিতকে এগিয়ে দিতেই, দেখছ তো, সব ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে।

মনোজ। সত্যি Sir, এ lineএ তো কখনো ভাবি নি! তাই তো দেখি আজকাল লীনা দেবী সুজিতবাবুর সঙ্গেই ঘুরে বেড়ান।… আঃ! কী প্যাঁচখানাই মেরেছেন Sir!

মিঃ দত্ত। মনোজ, বুঝলে?—মেয়েগুলো কোনো পদার্থই নয়—এরা চিনেছে কেবল টাকা বাড়ী গাড়ী। যেই আঁচ পেয়েছে প্রদীপ আমার স্নেহের পাত্র নয়, অমনি ছুটেছে আরেক জনকে পাকড়াতে। …যাক্, ওরা ভালো হোক আর মন্দই হোক—আমার তো কাজ হাসিল।…দেখেছ তো—প্রদীপ কেমন ঠাণ্ডা মেরে গেছে!

মনোজ। সে আর বলতে!…কিন্তু Sir, আমার একটা ভাবনা হচ্ছে —প্রদীপবাবুর এই ঠাণ্ডা মারা—এ যদি ঝড়ের পূর্বলক্ষণ হয়! হঠাৎ যদি প্রতিশোধ নেবার জন্যে আপনার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েন?

মিঃ দত্ত। সে আর হচ্ছে কই? ওর মেরুদণ্ডই ভেঙে দিয়েছি—এখন আর লাফিয়ে পড়বার শক্তি থাকলে তো!…হাঃ! হাঃ! হাঃ!

এমন সময় পর্দার অন্তরাল হইতে প্রদীপের কণ্ঠস্বর আসিল :

প্রদীপ। কাকাবাবু, একবার ভেতরে আসব?

দুইজনেই একটু চকিত হইয়া উঠিল। মনোজ তাকাইল Sirএর পানে, Sir তাকাইলেন মনোজের পানে। মনোজের চক্ষে প্রশ্ন।

মিঃ দত্ত। (সম্মুখে ঝুঁকিয়া চাপা কণ্ঠে) বোধ হয় ক্ষমা-টমা চাইতে আসছে। (তারপর জোরে) কে, প্রদীপ?…এস।

প্রদীপ প্রবেশ করিল। কোনোদিকে না চাহিয়া সোজা মিঃ দত্তের টেবিলের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

প্রদীপ। আপনার কাছে আমার একটা আরজি আছে, কাকাবাবু!

মিঃ দত্ত। কি, বলো?

প্রদীপ। (একবার পার্শ্বোপবিষ্ট মনোজের উপর চোখ বুলাইয়া) আপনার একলার কাছেই সেটা বলতে চাই কাকাবাবু।

মিঃ দত্ত। এমন কী কথা তোমার থাকতে পারে, যা আমার **private secretary**র সামনে বলতেও তোমার আপত্তি?…আচ্ছা।… মনোজ, তুমি একবার তা হ'লে…

মনোজ। আচ্ছা Sir.

প্রদীপকে একবার দেখিয়া লইয়া মনোজ চলিয়া গেল। প্রদীপ ক্ষণকাল সংকোচ-নত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। মিঃ দত্ত তাহার পানে তাকাইয়া ছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন :

মিঃ দত্ত। তুমি বসতে পার—যদি আপত্তি না থাকে।

প্রদীপ একটি চেয়ার টানিয়া বসিল। তারপর কিছু বলিতে গিয়া আবার নীরব হইয়া গেল।

মিঃ দত্ত। কি, প্রদীপ, চুপ ক'রে রইলে যে?

প্রদীপ। কাকাবাবু, আপনার কাছে কিছু…টাকা চাইতে এসেছি।

মিঃ দত্ত। (বিস্ময়ভরে) টাকা?…কেন?

প্রদীপ। আমাদের আশ্রমে কিছু টাকার প্রয়োজন হয়েছে—আপনার কাছে যদি সাহায্য পাই…

মিঃ দত্ত। রোসো রোসো, (যেন স্মরণ করিবার প্রচেষ্টা করিয়া) তোমাদের আশ্রম।··কোন্ আশ্রমের কথা বলছ তুমি?—সেই যে আশ্রম আমার নামে মামলা করেছিল—তারই কথা বলছ?

প্রদীপ। (একটু দমিয়া) হ্যাঁ, কাকাবাবু…কিন্তু—

মিঃ দত্ত। হুঁ, বুঝেছি। তা সে পরম উদারচরিত আশ্রমের জন্যে আমায় কি করতে হবে?

প্রদীপ। (হাসিতে চেষ্টা করিয়া) ভুল বুঝবেন না কাকাবাবু!—মামলার জন্যে আশ্রমকে দোষী করবেন না। দোষ যদি কারুর

হয়েই থাকে, সে আমার। ওঁরা তো মামলা তুলেই নিতে চেয়েছিলেন—আমিই না বারণ করলাম।

মিঃ দত্ত। (বিদ্রূপভরে) চমৎকার! কাকার নামে মামলায় ভাইপোর কত উৎসাহ—কত আনন্দ!

প্রদীপ। (মিনতির স্বরে) একথা বলবেন না কাকাবাবু। আপনি জানেন না—এ ছাড়া আমার আর কোনো উপায়ই ছিল না। নইলে আপনার সঙ্গে মামলা করব আমি—স্বেচ্ছায়, এও কি—

মিঃ দত্ত। (বাধা দিয়া তীব্র কণ্ঠে) থাক্ থাক্, ঢের হয়েছে! কাকার ওপর শ্রদ্ধাভক্তির জোয়ার লেগে গেল আর কি!

প্রদীপ। কাকাবাবু, সে জোয়ার কি আর আজ লেগেছে?—আপনি কি তা বোঝেন নি?

মিঃ দত্ত। বুঝেছি বইকি। নইলে আর তোমার ওপর এত স্নেহ!

প্রদীপ। স্নেহ আপনার পাই নি জানি। তবে একদিন পাবই, যেদিন আপনি আপনার লোভমোহের খোলসটাকে ফেলে দেবেন—

মিঃ দত্ত। (রোষভরে বাধা দিয়া) প্রদীপ!

প্রদীপ। জানি, কাকাবাবু, আপনি নিজে সেদিন আপনার স্নেহে যেচে আমায় অধিকার দেবেন।

মিঃ দত্ত। তুমি কি **platform-lecture** ঝাড়বার জন্যে এখানে এসেছ?

প্রদীপ। না, কাকাবাবু, এ আমার প্রাণের কথা—আমার কাকাকে মানুষের মত যেদিন ফিরে পাব—সেদিনকার আশার কথা।

মিঃ দত্ত। আমি দেখছিলাম তোমার স্পর্ধা তোমায় কতদূর টেনে নিয়ে যায়!—এর পরেও কি তুমি এখানে ব'সে থাকতে চাও?

প্রদীপ। কাকাবাবু, যা বলেছি তার মধ্যে শুধু আমার স্পর্ধাই দেখলেন

—আর আমার শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা—তার কি কোনো আভাসই পেলেন না ?

মিঃ দত্ত। বাঃ! মায়েছেলে—দুজনেই তো দেখছি ন্যাকামোটা চমৎকার শিখেছ!

প্রদীপ। (আহত অভিমানে) কাকাবাবু! যা বলতে হয় আমাকেই বলুন—মাকে টেনে আনবেন না এর মধ্যে।

মিঃ দত্ত। কী! আমার ওপর চোখ রাঙাস!

প্রদীপ। যাক্ ওসব কথা।—আমার টাকা ?

মিঃ দত্ত। টাকা ?···আবার টাকা চাইছ!—লজ্জা করছে না ?

প্রদীপ। লজ্জা কববে কেন ? আপনাব টাকা তো চাই নি।—যে অংশ আমার প্রাপ্য তাই থেকে টাকা দিন।

মিঃ দত্ত। তোমাব প্রাপ্য ? সেটা কি রকম ?

প্রদীপ। আপনি কি তা জানেন না কাকাবাবু ?

মিঃ দত্ত। যদি তুমি মনে ক'রে থাক আমার ভাইপো ব'লে আমার অবর্তমানে—

প্রদীপ। (বাধা দিয়া) না, সে রকম কিছুই আমি মনে করি নি। আপনার যা তা আপনারই। যে অংশটা বাবা আমায় দেবার কথা ব'লে গিয়েছিলেন—আমি শুধু সেইটুকুই চাচ্ছি।

মিঃ দত্ত। তোমার বাবা তোমায় দিতে ব'লে গিয়েছিলেন!···এ সংবাদটা স্বপ্নে পেলে নাকি ?

প্রদীপ। আপনিই ভালো জানেন সেটা স্বপ্ন না সত্যি।···তবে এটা আমার প্রথমেই বোঝা উচিত ছিল—যিনি তাঁর ভাইয়ের বিশ্বাস-ক'রে দেওয়া অধিকারকে misuse করতে পাবেন—তাঁর কাছে এই আবেদন জানানো মূর্খতা।

মিঃ দত্ত। Shut up। যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! Get out, get out.

প্রদীপ। Get out হবার জন্যে আমি আসি নি। আমি আমার দাবি জানাতে এসেছি—আমার অধিকার assert করতে এসেছি!

মিঃ দত্ত। অধিকার অনধিকার বিচার করবার জায়গা আদালত—আমার office নয়।

প্রদীপ। প্রয়োজন হ'লে সেখানে যাব বইকি। তবে—

মিঃ দত্ত। বাস্ বাস্! সেখানেই যাও—এখানে আর এক মুহূর্ত্তও নয়! Get out.

প্রদীপ। কাকাবাবু! আপনি মনে করবেন না যে সেখানে যেতে আমি কুণ্ঠিত হব, বা উপায়-অভাবে—

মিঃ দত্ত। আমি আর একটি কথাও শুনতে চাই না। Get out—get yourself gone!

প্রদীপ তীব্র দৃষ্টিতে তাঁহার পানে একবার তাকাইল, তারপর প্রস্থানের জন্য যেমনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, অমনি সুজিতের ইউরোপীয় পরিচ্ছদে শোভিত মূর্তি দ্বারদেশে সমাগত দেখিতে পাইল।

সুজিত। (পর্দা সরাইয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া উৎকণ্ঠাভরে) কি হ'ল Mr. Dutt? হঠাৎ এমন রেগে গেলেন যে?

মিষ্টার দত্ত মুহূর্তে আপনার প্রজ্বলিত ক্রোধকে আনন্দের স্নিগ্ধতায় পরিণত করিয়া মহা-আড়ম্বরে সুজিতকে অভ্যর্থনা করিলেন:

মিঃ দত্ত। আঃ! Dr. Roy!...আসুন আসুন—আমি আপনার কথাই ভাবছিলাম!

সুজিত প্রবেশ করিল। প্রদীপ ত্বরিতচরণে গমনোন্মুখ হইল। মিষ্টার দত্ত পশ্চাৎ হইতে ডাকিলেন :

মিঃ দত্ত। হ্যাঁ, প্রদীপ, শোনো—উপায়ের অভাব যখন তোমার নেই, তখন বরং অন্য কোথাও আশ্রয় নাও গে যাও। আমার মত গরীবের বাড়ীতে বোঝা হয়ে আর নাই বা রইলে।…হ্যাঁ—আর তোমার মাকেও ব'লে দিও, তিনি যেন এবার আর কোনো আরজি নিয়ে না আসেন।

প্রদীপ। আপনার মত লোকের দরজায় হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকার অপমান থেকে যে আমায় মুক্তি দিলেন—তাব জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।

প্রদীপ ঝড়েব বেগে বাহির হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনোজ প্রবেশ করিল।

মনোজ। আমি বলি নি Sir ?…হুঁঃ! ক্ষমা চাইবেন প্রদীপবাবু!… তাড়িয়ে দিয়েছেন তো ?—ঠিক কাজ করেছেন Sir !

মিঃ দত্ত। (একটু অস্বচ্ছন্দ বিরক্তির সহিত) মনোজ, চুপ করো। (সুজিতের পানে তাকাইয়া) দেখুন, Dr. Roy, প্রদীপকে তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হলাম। ও আজ আমাকে যে ভাষায় শাসিয়ে গেল—

সুজিত। (যেন বিস্মিত হইয়া) শাসিয়ে গেল!—বলেন কি ?— আপনি তার গুরুজন!

মিঃ দত্ত। (নিরাশার হাসি হাসিয়া) গুরুজন!—সে বোধ কি ওর আছে ?…কিন্তু, Dr. Roy, ওকে যে তাড়িয়ে দিলাম তার কোনো ফলই হবে না, যদি আশ্রমটি এখুনি ভেঙে না দেন।—কারণ, এবার ঐটেই হবে ওর বিষদাঁত।

সুজিত। Exactly so! এদিকে আমিও আমার কাজ প্রায় হাসিল ক'রে এনেছিলাম—কিন্তু unfortunately সব বুঝি বা ভেস্তে যায়!

মিঃ দত্ত। (উৎকণ্ঠিত হইয়া) সে কি?—না, না—তা হ'তেই পারে না। আশ্রমটিকে যে ক'রেই হোক ভাঙতেই হবে। হাল ছাড়লে চলবে না Dr. Roy.

সুজিত। হাল কি আমি সাধে ছাড়ছি?—অবিনাশ মুখার্জির নাম জানেন তো?

মিঃ দত্ত। কোন্ অবিনাশ মুখার্জি? Oriental Paper Millএর?

সুজিত। হ্যাঁ। সে ভদ্রলোকটির পুত্রবধূ এক সময়ে প্রদীপের ছাত্রী ছিলেন। এখন তিনি তাঁর স্বামীকে নিয়ে মহা-উৎসাহে আশ্রমের কাজে লেগে গেছেন।

মিঃ দত্ত। তাতে হয়েছে কি?

সুজিত। অবিনাশবাবু যে তাঁর পুত্রবধূটিকে ভয়ংকর ভালবাসেন—ঐ পুত্রবধূটিই নাকি তাঁর মা লক্ষ্মী। সেই 'মা লক্ষ্মী' পুত্রবধূটির সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং পুত্রটিও এবার আশ্রমের কাজে নেমে পড়েছেন—কাজে কাজেই আশ্রম এখন অবিনাশবাবুর whole-hearted support পাচ্ছে।

মিঃ দত্ত। এতই যদি—তবে ঐ পুত্রবধূটিকেই ভাঙাবার চেষ্টা করুন।

সুজিত। তাও কি করি নি মনে করছেন? দীপ্তি—মানে অবিনাশ-বাবুর পুত্রবধূটি—আবার লীনারই class-friend কিনা।

মিঃ দত্ত। (উল্লসিত হইয়া) তবে আর কি! লীনাকে দিয়াই কাজটা করান।

সুজিত। (বিষণ্ণ ভাবে মাথা নাড়িয়া) সে ভরসা নেই Mr. Dutt, প্রদীপকে নাকি দীপ্তি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করে। আর সব চেয়ে

মুশকিল, প্রদীপ কিংবা আশ্রমের কথা উঠলেই লীনা একেবারে চুপ ক'রে যায়, নয় তো উঠে যায়।

মিঃ দত্ত। (সোৎসাহে) আঃ! সেইটেই তো আপনার সব চেয়ে বড় অস্ত্র। লীনা যে আশ্রম আর প্রদীপকে কতখানি ঘৃণা করে, তা এতেই বোঝা যাচ্ছে। এবার ক্ষেপিয়ে তুলুন লীনাকে—তারপর তাকেই লাগিয়ে দিন ঐ দীপ্তিকে ভাঙাবার কাজে।

সুজিত। (ক্ষণকাল নতশিরে কি যেন ভাবিয়া) Quite a good idea. আচ্ছা, এবার কিছু করতে পারি কি না দেখি। আমি তবে চললাম।

নমস্কার করিয়া সুজিত অগ্রসর হইল।

মিঃ দত্ত। (পশ্চাৎ হইতে) I would expect better news next time, Dr. Roy.

সুজিত হাসিয়া বিনয়সহকারে মাথাটি একটু নত করিল, তারপর চলিয়া গেল।

মিঃ দত্ত। (মনোজের পানে চাহিয়া উত্তেজনাভরে) মনোজ! প্রদীপ আমায় শাসিয়ে গেল, সে তার অংশ claim করবে—আদালতের সাহায্যে claim করবে—আমার নামে মামলা করবে।

মনোজ। এ তো আপনি আগেই জানতেন Sir.

মিঃ দত্ত। আগেই জানতাম?

মনোজ। হ্যাঁ। প্রয়োজন হ'লে কেস্ করবেন—প্রদীপবাবু সে কথা তো আশ্রমে বলেইছেন। আর সে খবর তো আপনার কানেও এসেছিল Sir.

মিঃ দত্ত। হ্যাঁ—তা বটে—তা বটে।

মনোজ। আপনাকে তখুনি step নিতে বললাম। কিন্তু স্নেহের টানে আপনি কিছুই করলেন না। এবার দেখলেন তো ?

মিঃ দত্ত। আচ্ছা, মনোজ, তুমি কি সত্যিই মনে করো, প্রদীপ এত বড় একটা scandal করবে! এত বড় একটা দুঃসাহসের কাজ সে করতে পারবে ?

মনোজ। অন্তত চেষ্টা করবেন সন্দেহ নেই। তবে আমাদের তরফ থেকে ভাববার কিছুই নেই। Will তো আপনারই কাছে। প্রদীপবাবুকে এখন দাঁড়াতে হবে শুধু সাক্ষীসাবুদের ওপর। তা সেদিকে যা করতে হবে সে ভার আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ও lineএ আমি এখনও মাস্টার।

মিঃ দত্ত। (ক্লিষ্ট কণ্ঠে কতকটা যেন আপন মনেই) caseএ জিতব বটে, কিন্তু···কিন্তু তবু তো আমার নামে একটা কলঙ্ক পড়বে।

মনোজ। তা একটু পড়বে বটে।···তবে সে আর কদিনের জন্যে ? লোকে আবার সব ভুলে যাবে।

মিঃ দত্ত। এতদিনের পরিশ্রমের ফলে এই যে এত নাম যশ প্রতিপত্তি লাভ করেছি, তার ওপর কলঙ্কের ছাপ মেরে যাবে ঐ ছেলেটা ? (উত্তেজিত হইয়া) না, মনোজ, না—সে হতেই পারে না। বলো, বলো, তুমি কী করতে পার ?

মনোজ। পারি তো সবই, কিন্তু সাহস হয় না। প্রদীপবাবুর ওপর আপনার স্নেহ—

মিঃ দত্ত। (অধীর হইয়া) Damn your স্নেহ। মনোজ, তুমি যা করতে চাও করো। আমি তোমায় এতটুকু বাধা দেবো না।

মনোজ। সে ভরসা যখন দিলেন Sir, তখন আর ভাবনা করবেন না।

দেখুন না, আপনার সুমুখ থেকে প্রদীপবাবুকে সরিয়ে দিলাম ব'লে—আদালত পর্যন্ত আর ওকে পৌছুতে হবে না।

মিঃ দত্ত। হ্যাঁ—তাই করো, একদম যাতে সরিয়ে দিতে পার।

মনোজ। তাই তো করব Sir. একদম সরিয়ে দেবো—চিরদিনের মত সরিয়ে দেবো।

মিঃ দত্ত। হ্যাঁ—চিরদিনের মত। বাছাধন জীবনে যেন আর আমার পেছনে লাগবার সুযোগ না পায়।

মনোজ। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) কিন্তু, Sir, কাজটা বড্ড বিপদের, আর খরচাও কিছু লাগবে। তাই পারিশ্রমিকের কথাটা একবার—

মিঃ দত্ত। সে তো হবেই। তোমার কাজ শেষ হয়ে গেলে যা চাইবে তাই পাবে।

মনোজ। কিন্তু, Sir, amountটা…মানে…আগে থাকতে ঠিক ক'রে রাখলে সুবিধে হয় না ?

মিঃ দত্ত। কত চাও ?

মনোজ। এই সামান্য কিছু Sir. আপনি দয়া ক'রে যা দেবেন।

মিঃ দত্ত। তুমিই বলো না।

মনোজ। ব্যাপারটা কি জানেন Sir ? কাজটা এত risky যে জীবন-মরণ সমস্যা। তাই, বেশী কিছু নয়…এই…হাজার ন-দশ হ'লেই—

মিঃ দত্ত। (বিস্মিত হইয়া) ন হাজার ?

মনোজ। ওটা পুরোপুরি দশ হাজারই ক'রে দিন Sir.

মিঃ দত্ত। তুমি কি ক্ষেপেছ মনোজ ? দশ হাজার !

মনোজ। তা হ'লে, Sir, কি আর বলব, এত risky job হাতে নিতে সাহস হয় না।

মিঃ দত্ত। দশ হাজার !···এত টাকা !

মনোজ। এত টাকা বলবেন না Sir. আপনার কাছে ও দশ হাজার টাকা তো দশটা খোলামকুচির সমান।

মিঃ দত্ত। আচ্ছা বেশ, তাই পাবে।

মনোজ। তা হ'লে, Sir, কিছু আগাম ?

মিঃ দত্ত। আবার আগাম ?

মনোজ। বুঝছেনই তো, এত বড় risky job হাতে নিচ্ছি, খরচ-পত্তরও তো লাগবে। সব দিক দেখে শুনে আঁটঘাট বেঁধে কাজ সারতে হবে তো !

মিঃ দত্ত। তুমি এমন কি করবে যার জন্যে এত টাকা, এত খরচপত্তর—

মনোজ। এই আপনি যা হুকুম করলেন, তাই করব। প্রদীপবাবুকে (মৃদু হাসিয়া) আপনার সুমুখ থেকে সরিয়ে ফেলব, চিরদিনের মত সরিয়ে ফেলব। কাজটা কত কঠিন, সে তো আপনি বুঝছেনই Sir.

মিঃ দত্ত। (দুই আঙুলে ললাট টিপিয়া কী যেন ভাবিতে ভাবিতে) কত চাও ?

মনোজ। এই অর্ধেকটা দিলেই হবে, হাজার পাঁচেক।

মিষ্টার দত্ত ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পকেট হইতে চাবি লইয়া ড্রয়ার খুলিলেন, তারপর চেক-বই বাহির করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। মনোজ সেই দিকে চোখ রাখিয়া কৃতার্থতার ভঙ্গীতে কহিতে লাগিল :

মনোজ। আপনি তো বুঝছেনই Sir, কাজটা আপনার কত দরকারী। তার জন্যে মাত্র এ কটা টাকা আমি চাইছি, এ আর এমন বেশী কি।

মিঃ দত্ত। (লেখা শেষ করিয়া চেক মনোজের হাতে দিয়া) টাকা দিলাম, কাজ শেষ হ'লে বাকিটা পাবে। কিন্তু কাজটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। প্রদীপ যেন কিছুতেই মামলা করবার সময় না পায়।

মনোজ। (পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে চেকখানি ভাঁজ করিতে করিতে) সে চিন্তা আপনি করবেন না Sir. আজ থেকেই সুযোগের খোঁজে রইলাম, পাবামাত্রই কাজ হাসিল। আচ্ছা, আমি তা হ'লে এবার উঠি Sir.

মিঃ দত্ত। (যেন শ্রান্তিমাখা কণ্ঠে) আচ্ছা যাও।

মনোজ নমস্কাব করিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছিল, সহসা ফিরিয়া যেন আশ্বাস দিবার জন্য কহিল :

মনোজ। কিচ্ছু ভাববেন না Sir. দেখবেন, খবর এনে দিলাম ব'লে, আপনাকে একেবারে নিশ্চিন্ত ক'রে প্রদীপবাবু চিরদিনের মত—

তুড়ি দিয়া ঠোটের কোণে হাসিয়া মনোজ তাহার কথার অর্থময় অসমাপ্তি রাখিয়া দিল। তারপর আবার নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। মিষ্টাব দত্ত মাথা নত করিয়া গভীর চিন্তায় ডুবিয়া গেলেন। ক্ষণকাল পর মৃদু কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন :

মিঃ দত্ত। 'চিরদিনের মত সরিয়ে দেবো!' (ক্ষণকালের তরে নীরব—তারপর সহসা প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া অধীর কণ্ঠে) না না না, তা হ'লে মনোজ আমায় বলত, নিশ্চয় বলত।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অপরাহ্ণের লীনতেজা সূর্য দিগন্তিকার সমীপে আসিয়া পড়িয়াছে।

আশ্রমের মন্ত্রণাকক্ষ। কয়েকটি সাধারণ আসবাবপত্র বাড়িয়াছে। মাঝারি-আকারের একটি টেবিল দেওয়ালের এক প্রান্তে, তাহার সম্মুখে একটি কাঠের চেয়ার। টেবিলটির ঠিক মাথার উপরেই বিবেকানন্দের ছবিখানি টাঙানো হইয়াছে। একটি মোটা বই দিয়া চাপা খান চারেক ফাইল টেবিলের উপর রাখা। এক কোণে এনামেলের গ্লাসে মুখ-ঢাকা জলের কালো কুঁজা।

প্রদীপ জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আছে, পরিধানে খদ্দরের পাঞ্জাবি, বোতামগুলি খোলা, ভিতরের বাউণ্ড কলারের গেঞ্জিটা দেখা যায়। তাহার উদাস দৃষ্টি বিদায়-ম্লান সূর্যের মুখে।

প্রদীপের মা প্রবেশ করিলেন। প্রদীপকে জানালার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার কাছে গেলেন, পিঠে হাত রাখিয়া স্নেহ-মধুর কণ্ঠে ডাকিলেন :

প্রদীপের মা। প্রদীপ!

প্রদীপ। (বাহিরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই) মা! (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) কিছুই হ'ল না মা।

মায়ের মুখখানি ম্লান হইয়া আসিল, চকিতে সে মুখে হাসি ফুটাইয়া উৎসাহের কণ্ঠে তিনি কহিলেন :

প্রদীপের মা। দেখ্ প্রদীপ, তুই আমার কাছে মার খাবি।

প্রদীপ ফিরিয়া দাঁড়াইল, দুইটি প্রসারিত বাহুতে মায়ের কণ্ঠ জড়াইয়া ম্লান হাসিয়া কহিল :

প্রদীপ। মারবে মা? মারো। তবু সান্ত্বনা পাব তুমি অন্তত আমার অদৃষ্টকে না দুষে দুষছ আমার অক্ষমতাকে।

প্রদীপের মা। কিন্তু আমিও তো তোর অক্ষমতাকে দুষব না, তোর অদৃষ্টকেও নয়। তোকে মারব, কিছু হ'ল না, কিছু হ'ল না, এই ভাবছিস ব'লে।

প্রদীপ। ভাবব না!…(তারপর পদচারণা করিতে করিতে) মা, আমি যে একেবারে নিরাশ হয়ে পড়েছি। আজ প্রায় একুশ দিন হ'ল তো? এর মধ্যে এমন জায়গা নেই যেখানে একবার মাথা না গলিয়েছি। কোথাও কাজ পাচ্ছি না। আমার নাম শুনবামাত্র সবাই যেন আঁতকে ওঠে।…আমি বেশ বুঝছি মা, তোমার ঠাকুরপোটিই ভেতরে ভেতরে একটা কিছু করছে।

প্রদীপের মা। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) যাক্, ভগবান যা করেন ভালোর জন্যেই করেন। ও সব ভেবে আর মন খারাপ ক'রে কি হবে প্রদীপ!

প্রদীপ। মন খারাপ করছি না মা। তবু একটু দুঃখ না পেয়েও যে থাকতে পারছি না মা। আমি কাকাবাবুর এমন কী করেছি? তাড়িয়ে দিয়েছেন, আমরা তো চ'লেই এসেছি। তবু কেন এমনি ক'রে আমায় পিষে মারতে চাইছেন?

প্রদীপের মা। মানুষের কুটিলতা, নিষ্ঠুরতা, এগুলো যতই তলিয়ে দেখবি, ততই বেশী ক'রে বীভৎস ঠেকবে। বরং মনে মনে ভাব্, আমরা যে একেবারে পথে বসি নি, সেইটেই আমাদের ভাগ্য।…

এখন চল্ দেখি, একটু বিশ্রাম ক'রে কিছু খেয়ে নিবি। আবার তো টিউশানিতে বেরুতে হবে।

প্রদীপ। বিশ্রাম!···আমাদের পক্ষে বিশ্রামের চিন্তাটাও যে একটা luxury মা!

প্রদীপের মা। হোক **luxury**—ঐটুকু **luxury**র জন্যে তোকে কেউ দুষতে আসবে না।

প্রদীপ। সত্যি মা, তুমি ভেবে দেখ—বিশ্রামের ঐ সময়টুকু যদি আশ্রমের কাজে লাগাতে পারি, তাই কি উচিত হবে না?

এমন সময় দ্বারপ্রান্তে স্মিতাননে রমেশবাবু দেখা দিলেন। প্রদীপের মা রমেশবাবুকে দেখিয়া ঘোমটাটি একটু টানিয়া দিলেন।

রমেশবাবু। কি? মাতাপুত্রে কি পরামর্শ হচ্ছে?

প্রদীপের মা। সেই পুরনো কথা। প্রদীপ দুঃখ করছিল—এখনো চাকরি হ'ল না।

রমেশবাবু। আচ্ছা প্রদীপ, তুমি চাকরি চাকরি ক'রে এমন ক্ষেপে উঠলে কেন, বলো তো?

প্রদীপ। আপনাদের উদারতার দান—এই আশ্রয়—

রমেশবাবু। (বাধা দিয়া) আশ্রয়দান ব'লো না প্রদীপ—একে আশ্রয় দেওয়া বলে না। যে ঘরটিতে থাক তার ভাড়া তো আগাম দিয়েই রেখেছ।—আর মানলাম না হয় আশ্রয় দিয়েছি। কিন্তু তার বদলে আশ্রমের হয়ে যে খাটুনি তুমি খাটছ—সেটা কি কিছুই নয়?

প্রদীপ। সে আর কতটুকু? আমার জন্যে যে সুজিতকে হারালেন—

রমেশবাবু। ওর কথা ব'লো না প্রদীপ। ও যে গেছে সেইটেই আমাদের পক্ষে শুভ। আজকাল যে মূর্তি সে ধরেছে!

প্রদীপ। কিন্তু উনি চ'লে গেলে আমি যে টাকা দেবো বলেছিলাম তার—

রমেশবাবু। (কথা কাড়িয়া) কাণাকড়িও দিতে পার নি—কেমন তো? কিন্তু প্রদীপ, এ কথা তোমায় কত বার বলব যে তার চেয়ে অনেক বড জিনিস তুমি দিয়েছ। তোমারি জন্যে আজ সমীর মিহিব দীপ্তি অবিনাশবাবুকে আমরা পেয়েছি। এ যে তোমার কত বড় দান, তা কি তুমি বুঝছ না?

প্রবেশ করিল সমীর—যেন শ্রান্তিভাবে টলিতে টলিতে। কোনো দিকে না চাহিয়া সোজা তক্তাপোশেব কাছে গেল—তারপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল—শেষে একেবারে শুইয়াই পড়িল।

প্রদীপের মা। কি হ'ল রে সমীর?

সমীর। আর ব'লো না মাসীমা। তোমার ছেলেই আমায় মারবে।

প্রদীপের মা। (হাসিয়া) কেন রে?

সমীর। (উঠিয়া) আচ্ছা, মাসীমা তুমিই বলো, আমি—সমীর মিত্তির—কখনো কোনো কাজে **fail** করেছি?

প্রদীপেব মা হাসিলেন।

প্রদীপ। না, না, শত্রুও তোকে সে অপবাদ দিতে পারবে না।

সমীর। (প্রদীপকে) ঠাট্টা করিস না। (প্রদীপের মাকে) মাসীমা, আজ আমি **fail** করেছি।

রমেশবাবু। তুমি **fail** করেছ—কিসে সমীর?

সমীর। গেলাম ও হতভাগার জন্যে চাকরি খুঁজতে। চেনাশোনা

জায়গা—জানতাম success নির্ঘাত। ও বাবা! ব্যাটারা প্রদীপ নাম শুনেই যেন আঁতকে উঠল—চাকরি তো দূরের কথা।

প্রদীপ। (মৃদু হাসিয়া) এ তো তুই জানতিস সমীর।

সমীর। সত্যি—ও সব ব্যাটাদের ঘাড়ে শনি চেপেছে।…কিন্তু, মাসীমা, তোমায় ব'লে রাখছি—তুমি রাগ করো আর যাই করো—তোমার ও ঠাকুরপোটিকে সাবধান ক'রে দিয়ে এস, নইলে—

প্রদীপের মা। (হাসিয়া) কেন রে, সে আবার কি করেছে?

সমীর। কি করেছে?…আরে ঐ তো সব! এই যে তোমার ছেলের চাকরি হচ্ছে না—এ কার ষড়যন্ত্র জানো? তোমার ঐ ঠাকুরপোটির।

প্রদীপের মা। (ম্লান হাসিয়া) যার যা ভালো লাগে করুক—কী আর করবি বল্!

সমীর। (ঘাড় নাড়িয়া) উঁহুঁ! এ হালছাড়া অবস্থা তো ভালো কথা নয়—কিছু করা দরকার।…যাও মাসীমা, শীগগির যাও দেখি—আমার জন্যে কিছু খাবার করো গে যাও—তা হ'লেই সব ঠিক হয়ে যাবে।—বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে মাসীমা!

প্রদীপের মা হাসিয়া উঠিলেন।

প্রদীপের মা। ক'রে রেখেছি রে, ক'রে রেখেছি—তুই আয়।

স্মিতমুখে তিনি চলিয়া গেলেন।

প্রদীপ। রমেশবাবু, estimateএর খসড়াটা দেখেছেন?—আর একটু discussionএর দরকার ছিল।

রমেশবাবু। আচ্ছা, সে পরে হবে 'খন। তুমি একটু বিশ্রাম ক'রে নাও তো।

প্রদীপ। (হাসিয়া) বিশ্রাম পরে হতে পারে রমেশবাবু—

রমেশবাবু। না না, পারে না।...সত্যি প্রদীপ, এ তুমি কি করছ বল তো? দিন নেই রাত নেই—শুধু কাজ আর কাজ!

প্রদীপ। ওতে আর বাধা দেবেন না রমেশবাবু। কাজ নিয়ে আমি ভালো থাকি—অনেক ভালো।

রমেশবাবু। কিন্তু তা ব'লে রাত জেগে—

প্রদীপ। (মৃদু হাসিয়া) কি করব? দিনে যে সময় পাই নে। Schemeটার জন্যে টাকা হাতে এসে গেছে—এখন তো আর চুপ ক'রে ব'সে থাকা যায় না।

রমেশবাবু। Schemeটাকে কাজে লাগাতে একটু দেরি হ'লে কিছু এসে যাবে না।

প্রদীপ। ওরে বাবা—সর্বনাশ! Charity performanceএর টাকা—কাজের গন্ধ না পেলে Public opinion যে খারাপ হয়ে যাবে। সেটা আমরা কোনো মতেই করতে পারি না।

রমেশবাবু। কিন্তু, প্রদীপ, আজকাল সমস্ত দিনরাত ধ'রে তুমি বোধ হয় ঘণ্টাচারেক বিশ্রাম—তাও নাও না। তোমার এই কাজের ঘরটিই আজকাল তোমার থাকবার ঘর হয়ে দাঁড়িয়েছে।—এমন করলে শরীর টিকবে কেন?

প্রদীপ। শরীর?—শরীরের চিন্তা করাও যে আমাদের মত লোকের পক্ষে একটা unpardonable relaxation.

রমেশবাবু। বাবা সমীর! তুমি একটু ব'লে দেখ। ওর মাকে তো প্রদীপ কিছু বলতেই দেয় না।

সমীর। ও একগুঁয়েটাকে আপনি এখনো চিনলেন না রমেশবাবু? মাসীমা যে আদর দিয়ে ওটাকে একটা লায়েক বানিয়ে তুলেছে।

রমেশবাবু। ওর মা রোজ কত দুঃখ করেন—বলেন, আরেকজনের কথা প্রদীপ আজ হয়তো শুনত—

কাহার কথা আসিয়া পড়িতেছে প্রদীপ যেন তাহা বুঝিতে পারিয়াই ব্যগ্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল :

প্রদীপ। রমেশবাবু, কাল যে estimateএর খসড়াটা দিলাম—সেটা একটু পাঠিয়ে দিন না—আমি গোটাদুয়েক item ফেলে গেছি।

রমেশবাবু। (ম্লান কণ্ঠে) আচ্ছা, বাবা, আমি দিয়ে যাচ্ছি।

রমেশবাবু চলিয়া গেলেন। প্রদীপ ধীরে ধীরে বাতায়নের কাছে গিয়া দাঁড়াইল—তাহার উদাস-গম্ভীর দৃষ্টি সুদূর দিগন্তে, যেখানে অস্তরবির মন্দায়মান আভা ক্রন্দনের শেষ অরুণিমার মত লাগিয়া আছে।

সমীর। আরেকজনের কথা উঠতেই তুই চেপে গেলি কেন রে ?

প্রদীপ নিরুত্তর। সমীর ক্ষণকাল অপেক্ষা করিল উত্তরের আশায়। তারপর কোমল কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল—সে কণ্ঠে আছে শুধু বন্ধুত্বের নিবিড় সমব্যথা :

সমীর। চেপে গেলেই কি লুকোতে পারবি প্রদীপ ?—Law পড়া ছেড়ে দিলি, তার ওপর দিনরাত এই অমানুষের মত খাটছিস—এ সব কেন, তা কি বুঝি না ?

প্রদীপ। রাখ্ এ সব কথা সমীর—মনটা আজ ভালো নেই।

সমীর। মনটা তোর কবে ভালো থাকে ?...সত্যি প্রদীপ, আমার নিজেরও বড় দুঃখ হচ্ছে—আমার বোন হয়ে লীনা ঘনিষ্ঠতা পাতালো সুজিতের সঙ্গে !

প্রদীপ। মানুষের মন তো আরেকজনের দেখানো পথে চলে না।

সমীর। কেন চলবে না?…লীনা আর আমি—ছেলেবেলা থেকে মানুষ হয়েছি এক সঙ্গে, আমাদের এক রুচি, এক আশা, এক চাওয়া। আর তারি এতটা ব্যতিক্রম হবে আজ!

প্রদীপ। ঐখানেই বোধ হয় মেয়েদের মনের বিশেষত্ব। ভালবাসায় কোনো dictation তারা মানতে চায় না। (ক্লিষ্ট কণ্ঠে) থাক্, সমীর, থাক্ ও সব কথা।

সমীর। (উত্তেজিত হইয়া) থাকবে কেন?—দোষ তো তোরই! মুখ বুজে দুঃখ পাবি, তবু কোনো অনুযোগ করবি না—অভিযোগ করবি না!

প্রদীপ। আজ লীনা তোর মনেও ব্যথা দিয়েছে—তুইও গুমরে মরছিস—কিন্তু তুইও কি এতটুকু অভিযোগ করেছিস?

সমীর। না, তা করি নি।

প্রদীপ। যে কারণে তুই কিছু বলিস নি, ঠিক সেই কারণেই আমিও লীনাকে কিছু বলি নি—বলতে পারি নি সমীর।

ক্ষণিক নীরবতা।

সমীর। আচ্ছা বেশ, লীনাকে আমিই জিজ্ঞেস করব, কী সে চায়—কী তার অভিরুচি!

প্রদীপ। (ত্বরিতে) সমীর, সাবধান! এ কথা তুমি জিজ্ঞেস করতে পারবে না—কখনো না।

সমীর। আমায় করতেই হবে। যেমন ক'রেই হোক লীনার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া আমায় করতেই হবে।

প্রদীপ। সমীর! তুই কি আমার অপমানের চূড়ান্ত ক'রে ছাড়বি?

সমীর। অপমান!—অপমান শুধু তোর একার? আজ যে আমার বোন আমারি আদর্শ থেকে দূরে চ'লে গেছে—সে কি আমার কম

অপমান ?···না, না, প্রদীপ, আমি তোর কোনো বারণ শুনব না। একবার দেখতেই হবে, আমার শিক্ষার কোথায় গলদ ছিল, যার জন্যে আমারি বোন আমারি আদর্শ থেকে আজ এত দূরে চ'লে গেছে।

রমেশবাবু। (নেপথ্যে) প্রদীপ, সমীর! অবিনাশবাবু এসেছেন।

অবিনাশ মুখার্জিকে সঙ্গে করিয়া রমেশবাবু প্রবেশ করিলেন। অবিনাশবাবু প্রৌঢ়ত্বের মধ্যপথে উপনীত—তবু তাঁহার কর্মকঠিন দেহের বাঁধন এখনো শিথিল হয় নাই—চক্ষু দুইটিতে বুদ্ধির প্রাখর্য আর হৃদয়ের ঔদার্য এক হইয়া ভাসিতেছে—শান্ত মুখশ্রী, পরিধানে পাঞ্জাবি, কাঁধে একটা চাদর।

প্রদীপ ও সমীর চকিতে আনন্দ-চঞ্চল হইয়া অভ্যর্থনায় অগ্রসর হইল। প্রবেশ করিতে করিতেই অবিনাশবাবু বলিয়া উঠিলেন :

অবিনাশবাবু। বাবা প্রদীপ, তোমায় একটা অনুরোধ জানাতে এলাম ? রাখবে বলো ?

প্রদীপ। আপনার অনুরোধ!—তা রাখব কিনা আবার জিজ্ঞেস করছেন Mr. Mukherjee ?

অবিনাশবাবু। তা হ'লে কথা দিচ্ছ, কেমন ? (প্রদীপ হাসিল) দেখ প্রদীপ, আমার Millএ একটি চাকরি খালি হয়েছে—একজন খুব বিশ্বাসী আর কর্মঠ লোকের দরকার।—তুমি যদি রাজী হও বাবা!

প্রদীপ ধীরে মাথা নত করিয়া ভাবিতে লাগিল। রমেশবাবু ও সমীর উৎসুক আনন্দ আর ব্যগ্রতার দৃষ্টি লইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।—সুতীক্ষ্ণ উৎকণ্ঠাময় নীরব মুহূর্ত। সে নীরবতা সহিতে না পারিয়া সমীর উত্তেজিত আশায় কিছু বলিতে যাইতেছিল—এমন সময় প্রদীপ ম্লান হাসিয়া বলিয়া উঠিল :

প্রদীপ। আপনার এ দান আমার পক্ষে আশাতীত সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু, Mr. Mukherjee, শ্রমিকদের প্রিয় ব'লে মালিক-মহলে আমার একটা বদনাম আছে। তা জেনেও কি আপনি আমায় নিতে চান ?

অবিনাশবাবু। শ্রমিকদের প্রিয় এমন একজন লোকই তো খুঁজছি প্রদীপ। তাই তো তোমায় চাই।

সমীর আর থাকিতে পারিল না—আনন্দে আত্মহারা হইয়া প্রদীপকে জড়াইয়া ধরিল, তারপর উল্লসিত আবেগে বলিয়া উঠিল :

সমীর। Congratulation, প্রদীপ, congratulation! দাঁড়া, মাসীমাকে খববটা আমিই দিয়ে আসি।

সমীর ঝড়েব মত ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল—আবার পরক্ষণেই প্রবেশ করিয়া অবিনাশবাবুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া উচ্ছ্বাস-বিহ্বল কণ্ঠে কহিল :

সমীর। আপনাকেই কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুলে গেলাম, Mr. Mukherjee. কিন্তু আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানানো ধৃষ্টতা—আপনি মানুষেব অনেক—অনেক ওপরে, যেখানে সামান্য দুটো কৃতজ্ঞতার কথা পৌঁছুতে সাহস করে না।

চঞ্চল চরণে সমীর চলিয়া গেল।

রমেশবাবু। অবিনাশবাবু, আপনাকে যে কি ব'লে আমাদের কৃতজ্ঞতা—

অবিনাশবাবু। (তাঁহার কথা কাড়িয়া লইয়া) আর প্রকাশ করতে হবে না রমেশবাবু। বরং আপনাদের মাঝে এসে আমি যে এক নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েছি—তার জন্যে আমারি আগে কৃতজ্ঞতা জানানো দরকার।

রমেশবাবু। (হাসিয়া) মোটেই নয়। এই নতুন জীবনের স্বাদ পাবার ইচ্ছে আপনার ছিল ব'লেই তো পেয়েছেন।

অবিনাশবাবু। হয় তো ছিল, কিন্তু লুকিয়ে ছিল। তাকে টেনে বার করেছেন তো আপনারাই। তাই আজ আমার এ আনন্দের জন্যে সবটুকু ধন্যবাদ, সবটুকু কৃতজ্ঞতা আপনাদেরই প্রাপ্য।

এমন সময় প্রদীপের মা, সমীর, দীপ্তি ও মিহির প্রবেশ করিল।

প্রদীপের মা। (বিহ্বলকণ্ঠে) আপনাকে যে কী বলব অবিনাশবাবু—

অবিনাশবাবু। কিচ্ছু বলতে হবে না দিদি। এই শুধু আপনার কাছে আমার মিনতি, চিরদিন যেন এমনি ক'রে আপনাদের স্নেহ-ভালবাসা পাই।

সমীর। (হাসিয়া) Mr. Mukherjee! আপনাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে—Robert Owen লোকটা সত্যিই জন্মেছিল।

অবিনাশবাবু। (হাসিতে হাসিতে) কেন? তোমার সন্দেহ ছিল নাকি?

সমীর। ভয়ংকর! বড়লোক দেখে দেখে আমার ধারণা হয়ে গিয়েছিল Robert Owen একটা নিছক গল্প।

অবিনাশবাবু প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া সমীরের পিঠ চাপড়াইলেন, তারপর প্রদীপের মাকে কহিলেন:

অবিনাশবাবু। আচ্ছা, তা হ'লে আসি দিদি। (নমস্কার করিলেন। তারপর প্রদীপকে) প্রদীপ, তোমাকে কিন্তু কালই join করতে হবে। (দীপ্তি-মিহিরের পানে তাকাইয়া) দীপ্তি, মিহির, তোমরা কি আমার সঙ্গেই যাবে?

মিহির। আমরা একটু পরেই যাব বাবা।

অবিনাশবাবু। আচ্ছা। কিন্তু, বেশী দেরি ক'রো না। দীপ্তির আবার একটু কাশি হয়েছে।...আচ্ছা, দিদি, আমি তবে চলি।

রমেশবাবু। চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

অবিনাশবাবুকে লইয়া রমেশবাবু বাহির হইয়া গেলেন।

দীপ্তি। এইবার মাসীমা, বলুন, খাওয়াবেন কবে? প্রদীপদার চাকরি হ'ল!

প্রদীপের মা। তোমার গরীব মাসীমার কাছে খাবে, এ তো তারই সৌভাগ্য মা।

স্মিতাননে তিনি প্রস্থান করিলেন।

প্রদীপ। মিহির! এ চাকরি তোমাদেরি দয়ায়।

মিহির। ও কথা ব'লো না প্রদীপ, ঝগডা হয়ে যাবে, ভীষণ ঝগড়া। পাছে ঐ কথা মনে করো ব'লে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম মাসীমার কাছে, বাবার সঙ্গে তোমার ঘরে ঢুকলাম না।

দীপ্তি। সত্যি প্রদীপদা, এতে আমাদের কিচ্ছু হাত নেই। বরং আমরাই বাবাকে বলেছিলাম, প্রদীপদা হয়তো রাজী হবেন না।

মিহির। বাবার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, প্রদীপ, তুমি তাঁর কথা কিছুতেই ঠেলতে পারবে না।

প্রদীপ। সত্যিই পারলাম না।

এমন সময় সকলকে বিস্ময়-স্তব্ধ করিয়া দিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল সুবেশা লীনা।

লীনা। (কাহারও দিকে না তাকাইয়া সমীরকে) দাদা, তুমি কিন্তু M. Senএর editionটা কিনে আনতে ভুলো না, তোমায় মনে করিয়ে দিতে এলাম।

দীপ্তি। (মৃদু হাসিয়া) বইটা কিনে আনতে হবে, সমীরদাকে সেইটে মনে করিয়ে দেবার জন্যেই বুঝি তুই এলি ?

লীনা। (নির্লিপ্ত কণ্ঠে) হঁ্যা। সুজিতবাবুর গাড়ীতে এদিক দিয়েই pass করছিলাম—ভাবলাম, দাদাকে একবার মনে করিয়ে দিয়েই যাই।

লীনা প্রদীপের পানে চকিতে একবার দৃষ্টিপাত করিল—প্রদীপের মুখ ফিরানো থাকায় যদিও তাহার ভাবের ধারা বুঝিতে পারিল না, তবুও চিন্তাক্লিষ্ট, শ্রমজীর্ণ দেহ তাহার উৎসুক আঁখিকে ব্যথিত করিয়া দিল, ত্বরিতে মুখ ফিরাইয়া লীনা শুধু কহিল :

লীনা। দাদা, আমি চললাম, ভুলো না কিন্তু।

লীনা দ্রুতগতিতে চলিয়া গেল। স্তব্ধ নীরবতা। সমীর সহসা বলিয়া উঠিল :

সমীর। আমি চললাম প্রদীপ, আজই এর একটা ফয়সালা করব।

সমীর বহির্মুখ হইতেই প্রদীপ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকিল :

প্রদীপ। সমীর, সমীর ! শোন্, এই সমীর !

সমীর ততক্ষণে বাহির হইয়া গিয়াছে। প্রদীপ ত্বরিত চরণে তাহার উদ্দেশে চলিল। নেপথ্য হইতে তাহার কণ্ঠের আহ্বান ভাসিয়া আসিতে লাগিল :

প্রদীপ। সমীর ! শুনে যা সমীর !

দীপ্তি। (ব্যথাপূর্ণ কণ্ঠে) ওগো, দেখেছ, আমার কত বড অন্যায় হয়ে গেছে ?

মিহির। দুঃখ ক'রে কি আর করবে দীপ্তি। বরং দেখ, যদি মিটমাট করিয়ে দিতে পার।

দীপ্তি। তাও যে পারছি না। প্রদীপদা যে লীনার কথা শুনলেই উঠে যায়। আব লীনাকে বোঝাব কি, ও তো আমার সঙ্গে ভালো ক'বে কথাই বলে না।

প্রদীপ প্রবেশ কবিল, নত মস্তকে। তারপর দীপ্তি আব মিহিবকে দেখিয়াই সে মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া কহিল :

প্রদীপ। পাগল। সমীরটা একটা আস্ত পাগল।

দীপ্তি। (আবদারভবা কণ্ঠে) প্রদীপদা। আমাব একটা কথা আজ আপনাকে শুনতেই হবে।

প্রদীপ। (ত্বরিতে, দীপ্তিব কথাকে চাপিবার জন্য) ও! মিহির, কাল সকালে কিন্তু আমাদেব schoolটার জন্যে একটা site দেখতে যেতে হবে, তুমি কিন্তু ভাই সকাল সকাল আসবে।

দীপ্তি। প্রদীপদা—

প্রদীপ। দীপ্তি, তোমাব আবাব কাশি হয়েছে। মিহিব, যাও, দীপ্তিকে শীগগির ক'বে বাড়ী নিয়ে যাও।

দীপ্তি। (অভিমানভবে) শুনবেন না প্রদীপদা ?

প্রদীপ। পবে শুনব। মিহির, তুমি কিন্তু কাল সকালে আর দীপ্তিকে সঙ্গে এনো না। না না, ও ধ'রে পড়লেও না। ওর পড়াশুনোর বড্ড ক্ষতি হচ্ছে। চলো, তোমাদেব একটু এগিযে দিয়ে আসি।

কাহাকেও আব কোনো কথা বলিবার অবসর না দিয়া, দীপ্তি ও মিহিরকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া প্রদীপ অগ্রসব হইল। দ্বাবপ্রান্তে একটি ফাইল হাতে রমেশবাবু দেখা দিলেন।

রমেশবাবু। প্রদীপ, এই যে তোমার estimateএব খসড়াটা।

প্রদীপ। টেবিলের ওপব বেখে দিন, আমি এখুনি আসছি।

দীপ্ত ও মিহিরকে লইয়া প্রদীপ বাহির হইয়া গেল। রমেশবাবু হাতেব ফাইলটি খুলযা ক্ষণকাল দেখিলেন—তাবপর টেবিলের উপব বাখিয়া চলিয়া গেলেন। কয়েক মুহূর্ত পবেই আবার মনোজকে অভ্যর্থনা করিতে করিতে তিনি প্রবেশ কবিলেন :

রমেশবাবু। আসুন, আসুন। এই প্রদীপেব ঘর—আপনি বসুন, প্রদীপ এখুনি এসে পড়বে।

মনোজ। (চেয়াবে বসিতে বসিতে) আমি বসছি, আপনি ব্যস্ত হবেন না—আমাব এমন তাড়াহুড়ো কিছু নেই।—আপনি আর কষ্ট ক'রে—

রমেশবাবু। বিলক্ষণ! কষ্ট আব কি!—আপনাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা কবতে হবে না—প্রদীপ এল ব'লে।

বিপিন প্রবেশ করিল—মনোজেব পানে একবাব তাকাইল, অচেনা লোকের প্রতি যেমন করিয়া লোক তাকায়—তারপর রমেশবাবুকে বলিল :

বিপিন। রমেশবাবু, আচার্যদেব আপনাকে একবার ডাকছেন।

রমেশবাবু। ও।...তা...তুমি তা হ'লে এঁব কাছে একটু ব'সো। আমি যাচ্ছি—মনোজবাবু, আমাকে একটু ছুটি দিতে হচ্ছে।

মনোজ। (দাঁড়াইয়া) বিলক্ষণ! সে আর বলতে!

রমেশবাবু চলিয়া গেলে ত্বরিতে বিপিন মনোজের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

মনোজ। বিপিন!

বিপিন। এই যে Sir.

মনোজ। বিপিন, আমাকে যে সব খবর-টবরগুলো দিয়েছ—

বিপিন। (হাসিয়া) সে আর বিপিন শর্মাকে বলতে হবে না Sir. ও সব ঠিক আছে।

মনোজ। সন্ধ্যের পর তা হ'লে প্রদীপ এ ঘরেই থাকে ?

বিপিন। আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে ঠিক সন্ধ্যের পর নয়—এই রাত নটা দশটার পর থেকে এখানে ব'সেই কাজকম্ম করেন—অনেক রাত পযন্ত।

মনোজ। আচ্ছা, বিপিন, তুমি ঠিক বলছ তো—রাতের বেলা যদি কেউ প্রদীপের সঙ্গে দেখা ক'রে এ ঘর থেকে চ'লে যায়, তবে কেউই তাকে লক্ষ্য করবে না ?

বিপিন। আজ্ঞে ঠিক বইকি। একেই তো প্রদীপবাবুর এই ঘরটি আশ্রমের একেবারে পেছনে—তার ওপর আবার নানারকম লোক হরদম প্রদীপবাবুর কাছে যাওয়া আসা করছে—তাই নজর তেমন কেউই রাখে না, বিশেষ ক'রে ঐ রেতের বেলা। আর ঐ গলি দিয়ে ঢুকে বেরিয়ে গেলে তো কেউ টেরই পাবে না।

মনোজ। হুঁ—তাই দেখলাম বটে।

বিপিন। (গোপন কথা শুধাইবার ভঙ্গীতে) কেন Sir, একটা নতুন ফন্দি-টন্দি কিছু আঁটলেন নাকি ?

মনোজ। না হে না, তেমন কিছুই নয়। তবে—হ্যা—এবার একটা নতুন চাল চালব ভাবছি।—কিন্তু, বিপিন, সাবধান—তুমি যেন আবার সব বেফাঁস ক'রে দিও না—(বিপিন জিভ কাটিয়া ঘাড় নাড়িল)—তা হ'লে সব যাবে ভেস্তে—মাঝখান থেকে মারা পড়বে তুমি।

বিপিন। সে, Sir, আমায় আর কি বলবেন। ও সব বিষয়ে হাতে-খড়ি সেই ফুচকে বয়েস থেকেই হয়ে আছে।...(বিনম্র কণ্ঠে) হেঁ

হেঁ, Sir, একটা কথা—মানে, এই আর কি···মানে, খবর-টবরগুলো দিলাম···কিছু টাকা Sir—

মনোজ। সে কি হে! একটা খবরের জন্যে আবার টাকা!

বিপিন। কি বলব Sir—চারদিকে টাকার টানাটানি—দেনার দায়। নইলে কি আর—হ্যাঁ, বিপিন সে রকম ছেলেই নয় Sir. এই দেখুন না Sir—কি আর বলব—ঐ মোড়ের মাথায় পানওয়ালীর দোকানেই আড়াইশো টাকা ধার।

মনোজ। আড়াইশো টাকা ধার—পানওয়ালীর দোকানে?

বিপিন। ঐ তো Sir! আপনাদের বিশ্বেসই বা হবে কেন!—শত হোক, উঁচু নজর তো! পানওয়ালীর দোকানে আড়াইশো টাকা ধার শুনলে চমকাবেন বইকি!···কিন্তু Sir, আমরা হচ্ছি এঁদোপুকুরের চুনোপুঁটি।···তবু, Sir, কি জানেন—পানওয়ালীটি বড্ড লক্ষ্মী মেয়ে—তাই আমায় এখনো পথে বসায় নি।·· এ সব কিন্তু গোপন কথা Sir!···দেখবেন, Sir, যেন মুখটা রক্ষে হয়।

মনোজ। আচ্ছা, দেখি, কি করতে পারি।—হ্যাঁ···সাক্ষী-টাক্ষী হতে পারবে তো বিপিন?

বিপিন। আজ্ঞে, Sir, ও কথা ব'লে আর লজ্জা দেবেন না। সাক্ষী-টাক্ষীতে বড়লোকদের এক আধটু দরকার ব'লেই তো বিধাতা আমাদের জন্ম দিয়েছেন। তাই ও কাজটা আমাদের birth-right Sir.

মনোজ। বেশ, বেশ।—আচ্ছা, আমি সাহেবকে বলব 'খন।

প্রদীপ দেখা দিল দ্বারপ্রান্তে। চক্ষের পলকে বিপিন আপনার আচরণকে বদলাইয়া ফেলিল, প্রদীপকে অভিযোগপূর্ণ কণ্ঠে কহিতে লাগিল:

বিপিন। এই যে প্রদীপবাবু, এই দেখুন—লোকটিকে তখন থেকে বলছি, প্রদীপবাবু সারাদিন খেটেখুটে এলেন—পরে না হয় আসবেন, দেখা হবে। তবু উনি নাছোড়বান্দা—বলছেন, এখুনি দেখা করবেন।

প্রদীপ। উনি আমার কাকার Private Secretary.

বিপিন। ও। (মনোজকে লক্ষ্য করিয়া) সে কথা বলতে হয়।

প্রদীপ। আচ্ছা, বিপিনবাবু, আপনি তা হ'লে এখন আসুন।

বিপিন। বিলক্ষণ। সে কথা আর আমায় বলতে হবে না—উনি হচ্ছেন আপনার কাকার Private Secretary—আপনাদের কথাবার্তার মাঝে আমি কেন থাকব বলুন?—আমি তা হ'লে আসি।

বিপিনের প্রস্থান।

প্রদীপ। একেবারে এখানে—হঠাৎ? কি মনে ক'রে?

মনোজ। এই এলাম আর কি।…দেখুন প্রদীপবাবু, আপনাদের দুজনের এই ঝগড়া আমার মনটাকে বড্ড খারাপ ক'রে দিয়েছে। আমি বলি—এ কি কথা। তিনি কাকা—আপনার গুরুজন—আবদার অত্যাচার একটু স্নেহমুখে সহবেন বইাক। তা নয়তো—একেবারে মারমুখো। আপনার নামটি পর্যন্ত সইতে পারেন না।

প্রদীপ। আপনার কথা শেষ হয়েছে?

মনোজ। কেন?—না…মানে ‥কিন্তু অবিচারটা দেখুন।

প্রদীপ। বিচার অবিচারের সম্বন্ধে অভিমত—সে তো আর সকলের সমান নয়।

মনোজ। তা নয় বটে। তবে…হ্যাঁ, একটা কথা—মানে, আপনি যদি

অমত না করেন, তবে আমি দত্ত সাহেবের কাছে আপনার কথাটা একবার পেড়ে দেখি।

প্রদীপ। কোনো প্রয়োজন নেই মনোজবাবু। ও কাজটা করতে কোনোদিনই চেষ্টা করবেন না, বুঝলেন?

মনোজ। বেশ, আপনার যখন মত নেই, তখন থাক।—কিন্তু, একবার চেষ্টা ক'রে দেখলে হ'ত না কি?

প্রদীপ। (দুয়ার-অভিমুখে অগ্রসর হইতে হইতে) অনাবশ্যক।

প্রদীপকে দুয়ারের দিকে যাইতে দেখিয়া মনোজ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল, তারপর প্রদীপের পশ্চাতে যাইতে যাইতে বলিতে লাগিল :

মনোজ। আচ্ছা, আমি তবে চলি।···কিন্তু, প্রদীপবাবু, একটা কথা··· মানে···দত্তসাহেব যদি জানতে পারেন যে আমি···আপনার এখানে এসেছি, তা হ'লে একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়ে বসবেন। বুঝছেনই তো, শত হোক, চাকুরে মানুষ!

প্রদীপ। ভয় নেই—আপনার মনিবের কানে কোনো কথাই যাবে না।

মনোজ। হেঁ হেঁ···তাই বলছিলাম কি—এমন একটা জায়গা দিয়ে আমায় বার ক'রে দিতে পারেন, যাতে কেউই আমায় দেখতে না পায়?—বুঝছেনই তো, অনেকে দেখে ফেললে কানাঘুষোয় একদিন না একদিন কথাটা মনিবের কানে উঠবেই।

প্রদীপ। আচ্ছা, সে ভাবনা আপনাকে করতে হবে না। (প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে পথ নির্দেশ করিয়া) ঐ বাঁ দিকের রাস্তা দিয়ে চ'লে যান—একেবারে গলির মধ্যে গিয়ে পড়বেন—কেউ দেখবে না—

মনোজ। Gate-টেট্ আছে তো?—যদি বন্ধ থাকে? আপনি একবার—

প্রদীপ। ও gateটা খোলাই থাকে। গরীব আশ্রম—দরজা খোলা থাকলেও চুরিচামারির ভয় তো নেই।

মনোজ। আচ্ছা, তা হ'লে চলি—নমস্কার।

প্রদীপ। নমস্কার।

মনোজ চলিয়া গেল। প্রদীপ ধীরে ধীরে টেবিলের কাছে আসিয়া তাহার কাঠের চেয়ারে বসিল, তারপর estimateএর ফাইলটি তুলিয়া দেখিতে শুরু করিল। জানালা দিয়া দেখা যায়, পশ্চিম দিগন্তে মেঘ ঘনাইয়া উঠিতেছে। প্রদীপ চাহিল সেই দিকে। ধীরে উঠিয়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার শূন্য দৃষ্টি হঠাৎ-হাওয়ায় ভাসিয়া-আসা মেঘের সমারোহময় আবির্ভাবের মাঝে যেন আত্মহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

প্রদীপের মা প্রবেশ করিলেন, প্রদীপের কাছে গিয়া তাহার শিরে হাত রাখিতেই প্রদীপ চমকিয়া উঠিল, তারপর মাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল

প্রদীপ। মা, তুমি!—আমি এমন চমকে উঠেছিলাম!

প্রদীপের মা হাসিলেন। প্রদীপ বাহিরের দিকে তাকাইয়া বলিল:

প্রদীপ। দেখেছ মা—কী রকম মেঘ ক'রে এল!

তিনি আকাশের পানে তাকাইলেন।

প্রদীপের মা। তাই তো—খুব মেঘ করেছে দেখছি।—প্রদীপ, বাবা, আজ আর না হয় নাই বেরুলি।

প্রদীপ। (ম্লান হাসিয়া) সত্যিই মা—আজ আর বেরুতে ইচ্ছে করছে না। কেমন যেন কেবলি মনে হচ্ছে—বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছি—জীবনটাকে আর যেন আমি বইতে পারছি না।

প্রদীপের মা। (সুগভীর স্নেহে প্রদীপকে বুকে টানিয়া লইয়া) প্রদীপ, বাবা আমার, ওটা ক্ষণিকের দুর্বলতা—ওকে প্রশ্রয় দিস নে। আদর্শের সঙ্গে প্রতিদিনকার জীবনের যখনই বিরোধ বাধে, তখনই অমন মনে হয়—ও কিছু নয়।

প্রদীপ। মা গো! মাঝে মাঝে ভাবি, জগতে হয়তো আমি একা—পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই।...কিন্তু মা, তুমি যখন এমনি ক'রে আমায় তোমার বুকে রাখো, তখন কেন আর সে কথা মনে হয় না মা?

প্রদীপের মা। (উদ্বেলিত কণ্ঠে) পাগল!

গভীর আনন্দে তাঁহার চোখে অশ্রু আসিয়া পড়িল। প্রদীপ মাথা তুলিয়া মায়ের পানে তাকাইল, তাঁহার বিগলিত অশ্রু দেখিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল :

প্রদীপ। মা, তুমি কাঁদছ?

মায়ের চোখে জল, অধরে আনন্দ। প্রদীপ এক হাতে মায়ের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া অপর হাতে মায়ের চোখের জল মুছাইয়া দিল। তারপর স্নিগ্ধ আবদারের সুরে কহিল :

প্রদীপ। মা গো, চলো—আজ আর টিউশানিতে যাব না—তোমার কোলে শুয়ে বিশ্রাম করব। তুমি মাথা টিপে দেবে সেইরকম ক'রে—কেমন? পুরো একটি ঘণ্টা দিতে হবে কিন্তু—নইলে ছাড়ব না!

প্রদীপের মা। চল্ বাবা চল্—তোর যতক্ষণ ইচ্ছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

লীনার ড্রইংরুম।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে আকাশ-ঢাকা মেঘের ঘনিমায়। রুদ্ধ জানালার উপর দুরন্ত ঝড় নির্বাধ বেগে আঘাত করিয়া চলিয়াছে। বিজলী ক্ষণে ক্ষণে তীব্র দীপ্তিতে জ্বলিয়া যেন ঘনতমসায় ঝড়ের উদ্ধত বিজয়-অভিযানের পথে আলোক ফেলিতেছে। রুদ্ধ-বাতায়ন ঘরের মধ্যে ভাসিয়া আসে শুধু ঝড়ের দুঃসহ গতির উপহত গর্জন, আর মেঘের দিক-নিনাদিত আহ্বান। কৌচে উপবিষ্ট মিষ্টার দত্ত ও হিরণ্ময়ী দেবী।

মিঃ দত্ত। তা হ'লে, Mrs. Mitter, আপনি কথাটা ভেবে দেখবেন। আমার তো মনে হয় কাজটা সব দিক দিয়েই ভালো হবে।

হিরণ্ময়ী। ভালো হবে সন্দেহ নেই, Mr. Dutt। এখন মেয়ের মত হ'লেই—

মিঃ দত্ত। (মৃদু হাসিয়া) লীনার সম্পূর্ণ মত আছে। আর তা আছে ব'লেই তো সুজিত আমায় formally প্রস্তাবটা করতে বললে। এখন আপনার মতের জন্যেই ও আমায় মুরুব্বী পাকড়েছে।

হিরণ্ময়ী। মেয়ে যদি রাজী হয়, তবে আমার তো অমত করবার কিছুই নেই Mr. Dutt. বরং সুজিতের মত ছেলে পাওয়াটাই আমাদের সৌভাগ্য।

মিঃ দত্ত। Exactly so. সুজিতের মত ছেলে লাখে একটি মিলবে কি না সন্দেহ, Mrs. Mitter. যাক্, আপনার মত আছে জেনে সুজিত আজ একটু নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে পারবে, কি বলেন? (হিরণ্ময়ী দেবী হাসিলেন) আচ্ছা, আমি তবে চলি।

হিরণ্ময়ী। এখুনি যাবেন? হঠাৎ যেরকম ঝড় উঠল!

মিঃ দত্ত। হ্যাঁ, তাই চট্ ক'রে বেরিয়ে পড়তে হবে। নইলে আবার বৃষ্টি এসে পড়বে।

সমীর প্রবেশ করিল, তাহার সদাপ্রফুল্ল আনন যেন কী এক আহত আশার বেদনায় স্তব্ধ-গম্ভীর। তাহাকে দেখিয়াই মিষ্টার দত্ত স্বচ্ছন্দ অন্তরঙ্গতার সহিত কহিলেন:

মিঃ দত্ত। এই যে সমীর, ভালো তো?

সমীর। ভালোই।

মিঃ দত্ত। বেশ বেশ!...তা হ'লে আসি Mrs. Mitter—নমস্কার।

মিষ্টার দত্ত চলিয়া গেলে সমীর তাঁহার গমনপথের পানে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল:

সমীর। হঠাৎ এই মূর্তিমান Devilটি এসে জুটলেন কোত্থেকে মা?

হিরণ্ময়ী। ছিঃ সমীর! কতদিন বলেছি ওঁর সম্বন্ধে এ সব কথা বলিস না। শত হোক, উনি আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী।

সমীর। (বিদ্রূপভরে) নিশ্চয়—একশোবার। উনিই যদি আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী না হবেন, তবে আর হবেন কে!

হিরণ্ময়ী। ঐ তো তোদের দোষ—তোরা লোক চিনতে চাইবি না। উনি আমাদের কত বড় একটা উপকার ক'রে দিলেন, তা জানিস?

সমীর। থাক্ মা, আমার আর জেনে কাজ নেই—তা হ'লে আবার এখুনি ছুটতে হবে, ওর উপকারটা ফিরিয়ে দিয়ে আসতে।...যাক্ গে—লীনা কোথায়?

হিরণ্ময়ী। সুজিতের সঙ্গে—

সমীর। (কথা কাড়িয়া) বেড়াতে গেছে জানি। কিন্তু ফেরে নি এখনো?

হিরণ্ময়ী। না।

সমীর। দেখ মা—আমি এতদিন লীনাকে কিছু বলি নি। কিন্তু আজ ওর সঙ্গে আমায় একটা বোঝাপড়া করতেই হবে।

হিরণ্ময়ী। বোঝাপড়া! কী বোঝাপড়া করবি আবার!

সমীর। সুজিতের সম্বন্ধে। তুমি কিন্তু মনে দুঃখ পেও না মা।

হিরণ্ময়ী। সুজিতকে নিয়ে আবার কি বোঝাপড়া করবি?—দুদিন বাদে ওরা যখন স্বামী স্ত্রী হবেই—

সমীর। (স্তব্ধ বিস্ময়ে) স্বামী স্ত্রী!

হিরণ্ময়ী। হ্যাঁ। সেই প্রস্তাব নিয়েই তো আজ বিজয়বাবু এসেছিলেন। সুজিতের খুব ইচ্ছে—লীনাকে বিয়ে করে।

সমীর। হুঁ। আর তোমার ইচ্ছেটা?

হিরণ্ময়ী। সুজিতের মত ছেলে—এ তো হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পাওয়া! আমি কি অমত করতে পারি?

সমীর। (অবরুদ্ধ ক্রোধে) নাঃ! তা পারবে কেন?…উঃ! এতদূর গড়িয়েছে—আর আমি এর কিছুই জানি না!

হিরণ্ময়ী। তুমি জানো না, সে দোষ কি আমার? সুজিতকে পেয়ে যে লীনা সুখী হয়েছে, তাও কি তুমি বুঝতে পার নি এতদিনে?

সমীর। তুমি যে মা হয়ে মেয়ের এত বড় সর্বনাশ করতে যাচ্ছ—এ আমি কল্পনাও করতে পারছি না।

হিরণ্ময়ী। দেখ্ সমীর—যা তা বলিস না। মা হয়ে মেয়ের সর্বনাশ করছি আমি, আর প্রদীপের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তুমি করতে চাও তাকে রাজরাণী—কেমন? দুঃখকষ্টে অনাহারে অনটনে মেয়ে আমার সারা হয়ে যাবে—এই কি তোমার ইচ্ছে?

সমীর। বুঝবে না মা, বুঝবে না। টাকার চাকচিক্যে সুজিত তোমায়

অন্ধ ক'রে দিয়েছে—তাই আজ গরীব প্রদীপকে চিনতে পারছ না, প্রদীপ যে কত বড়, তা তোমরা কেউ বুঝতে পারছ না।

হিরণ্ময়ী। হোক্ বড়, কিন্তু মেয়ে আমার সারা জীবন কুঁড়েঘরে না খেয়ে না প'রে শুকিয়ে মরবে—এ আমি কিছুতেই সইব না।

সমীর। ঐ ভাবনাটাই তোমার কাছে বড় হ'ল ?

হিরণ্ময়ী। না, সমীর, না—মেয়ে আমার গরীব হবার অপমান কিছুতেই সইবে না।

সমীর। বেশ! সে অপমান মায়েঝিয়ে স'য়ো না।—তবে আমার কথাটাও শুনে রাখো মা—এবার থেকে আমিও ভুলতে চেষ্টা করব যে, কোনোদিন আমি এ বাড়ীর একটা মানুষ ছিলাম। যাকে তুমি ঘৃণা করছ—আজ থেকে সেই কুঁড়েঘর আর সেই না-খেতে-পাওয়াই আমার সব চেয়ে বড় পরিচয় হোক।

ঝড়ের বেগে সমীর অন্তঃপুরের দরজা দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। হিরণ্ময়ী দেবী সেই দিকে চাহিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন :

হিরণ্ময়ী। উঃ! রাগ দেখ!—তুমি যতই রাগ করো না কেন—কিছুতেই আমি প্রদীপের হাতে মেয়ে দিয়ে মেয়েটাকে জলে ফেলতে পারব না—কিছুতেই পারব না।

ক্রোধের আতিশয্যে তিনি কক্ষমধ্যে পদচারণা শুরু করিলেন। ক্ষণকাল পর পদচারণায় ক্রোধের উত্তাপ কিছু কমিয়া আসিলে হিরণ্ময়ী দেবী একটু যেন চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, তারপর উদ্বেগভরা কণ্ঠে আপন মনে কহিলেন :

হিরণ্ময়ী। কিন্তু সত্যি সত্যিই যদি চ'লে যায়!—যা রাগী ছেলে!… নাঃ! আর পারি নে বাপু!—এ ঝকমারি আর আমার সয় না!

লীনা। (নেপথ্যে) খুব বাঁচা বেঁচে গেলাম কিন্তু স্মজিতবাবু।

লীনা প্রবেশ করিল। তাহার পশ্চাতে স্মজিত, পরিধানে পাঞ্জাবি।

লীনা। এই যে মা! তুমি এখানেই!—জানো মা, আজ বড্ড বাঁচা বেঁচে গেলাম। বাড়ীতেও ঢুকেছি—আর বৃষ্টিও নামল।

স্মজিত। (স্মিতমুখে হিরণ্ময়ী দেবীকে) আপনার মেয়ে ঝড়বৃষ্টি একেবারেই stand করতে পারে না। আকাশ মেঘলা হবার সঙ্গে সঙ্গে বলতে শুরু করলে—বাড়ী চলুন, বাড়ী চলুন।

লীনা। ও বাবা! ঝড়বৃষ্টির মধ্যে আমি নেই।

স্মজিত। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে মোটরে ক'রে বেড়াতে কী আনন্দ—আজ বুঝতেন লীনা দেবী। তা আপনি রাজীই হলেন না।

লীনা। (হাসিয়া) গাড়ীতে side-screen লাগিয়ে বৃষ্টির মধ্যে বেড়ানোয় কোন কবিত্ব নেই—adventureও নেই। কেমন মা—তুমিই বলো না?

স্মজিত-লীনার সহজ আলাপ হিরণ্ময়ী দেবীর হৃদয়ভারকে লাঘব করিয়া দিল। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন:

হিরণ্ময়ী। ও সব তোরাই জানিস বাপু—আমরা সেকেলে বুড়ো মানুষ। হ্যাঁ—স্মজিত, আজ বিজয়বাবু এসেছিলেন। আমি আর কি বলব বাবা—এ তো আমার ভাগ্যের কথা!

স্মজিত আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

লীনা। কি কথা মা?

হিরণ্ময়ী। (গমনোদ্যোগী হইয়া) স্মজিতের মুখ থেকেই শোন্: স্মজিত, তুমি আবার এখুনি চ'লে যেও না কিন্তু।

স্মজিত। (স্মতৃপ্ত কণ্ঠে) আজ্ঞে না।

হিরণ্ময়ী দেবী ভিতরে চলিয়া গেলেন।

সুজিত। (আনন্দোচ্ছল আননে) লীনা দেবী! আজ আর জানলা বন্ধ ক'রে ঝড়কে অনাহূত রাখব না। (বলিতে বলিতে দ্রুতপদে জানালার কাছে গেল—তারপর জানালা খুলিতে খুলিতে) আসুক ঝড় আজ ঘরে, আসুক প্রাণে—সম্মানিত অতিথির মত! (জানালা খুলিয়া দিল—উন্মুক্ত আবেগে ঝড় বৃষ্টির ধারা বহিয়া ছুটিয়া আসিল) আসুক ঝড় আজ উদ্দাম আনন্দের আভাস নিয়ে!

লীনা। হ'ল কি আপনার? পাগল হলেন না কি?

সুজিত। আনন্দের ভার যখন হয়ে ওঠে দুঃসহ, তখন মানুষ বুঝি এমনি ক'রেই পাগল হতে চায়!

লীনা। আপনার দুঃসহ আনন্দের কারণ না হয় পরে শুনব—কিন্তু এদিকে যে আপনি একেবারে ভিজে গেলেন—সঙ্গে সঙ্গে ঘরটাও যে জলে ভ'রে গেল।

লীনা অগ্রসর হইয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

সুজিত। বেশ, তবে বাইরে সে অনাহূতই থাক—অন্তরে তাকে অভ্যর্থনা করি গান দিয়ে।

লীনা। (অনুনয়ভরে) থাক্, গান থাক। বরং আপনার এই হঠাৎ-আনন্দের কারণটাই বলুন।

সুজিত। একে হঠাৎ-আনন্দ বলবেন না লীনা দেবী। এ আনন্দ প্রকাশ পাবার জন্যে ভেতরে গুমরে মরছিল অনেকদিন—আজ সে প্রকাশের অধিকার পেয়েছে।

লীনা। তা হ'লে আপনি হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন বলতে হবে!

সুজিত। এখনো সম্পূর্ণরূপে নয়।—অধিকারপত্রে চরম স্বাক্ষরটিই যে এখনো পাই নি।

লীনা। একটা petition ক'রে দিন খুব করুণ ভাষায়—স্বাক্ষর ঠিক মিলে যাবে।

সুজিত। (নন্দিত হৃদয়ে) তবে অভয় দিচ্ছ petition করবার—কেমন তো, লীনা? (লীনা চমকিয়া উঠিল) হ্যাঁ—স্বাক্ষর চাই তোমার। তবেই তো মুক্ত আবেগে আমার আনন্দ আজ প্রকাশের অধিকার পাবে লীনা।

লীনা। (আশ্চর্য হইয়া) কী বলছেন আপনি—আমি তো কিছুই বুঝছি না?

সুজিত। লীনা, লীনা! আমি তোমাকে চাই—তুমি এস আমার ধ্যানের ধ্রুবতারা হয়ে—আমার হৃদয়ের দেবী হয়ে—আমার জীবনের সহযাত্রিণী হযে!···তোমার মায়ের মত চেয়েছিলাম—মত তিনি দিযেছেন। এবার তোমার মত দিয়ে আমার আনন্দকে পূর্ণ কবো লীনা! বলো, বলো—হ্যাঁ।

ক্লিষ্ট আননে লীনা দ্রুবিতে ঘরের আরেক প্রান্তে চলিয়া গেল। সুজিত তাহার পশ্চাতে যাইতে যাইতে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধাইল:

সুজিত। কি হ'ল লীনা? তোমার শরীর খারাপ লাগছে?···(তারপর কতকটা যেন আপন মনে) হ্যাঁ—তাই হবে। আশ্রম থেকে যখন বেরুলে, তখন তোমার মুখ ভীষণ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। তোমার মাকে ডাকি, কেমন?

লীনা। না।

সুজিত। কিন্তু তুমি যে অসুস্থ হয়ে পড়েছ—

লীনা। না।···(ক্ষণকাল ইতস্তত করিয়া) সুজিতবাবু, আপনাকে ও কথা বলবার অধিকার কে দিয়েছে জানি না—কিন্তু এতদিন কি এই ভুল ধারণা আপনার মনের মধ্যে পুষে রেখেছিলেন?

সুজিত। ভুল ধারণা ?···কিসের কথা বলছ লীনা ?

লীনা। এ যে কত বড় ভুল—কতখানি অসম্ভব, তা কি আপনি কল্পনাও করতে পারেন নি ?

সুজিত। (ক্ষণকাল নীরবে মাথা নত রাখিল—তারপর ধীরকণ্ঠে) কোন্‌টাকে তুমি ভুল বলছ লীনা ! আমার আশাকে—তোমায় পাবার আশাকে—ভুল ব'লে, অসম্ভব ব'লেই যদি মনে করেছিলে, তবে কেন তুমি একদিনের জন্যেও সে আভাস আমায় দাও নি ?

লীনা। আমার সে ত্রুটিতে আপনার যদি সত্যিই কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে, তবে তাকে আমার না-জেনে-করা অপরাধ ভেবেই ক্ষমা করবেন।

সুজিত। কিন্তু কেন লীনা, আমার আশা সফল হবে না কেন ? কী বাধা ? বলো, লীনা, বলো—আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে সে বাধাকে জয় করব।

লীনা। সে বাধা শুধু বাইরের নয়, মনেরও।

সুজিত। তবে কি আমায় তুমি অযোগ্য ভাবছ ? আমি কি একেবারেই তুচ্ছ—

লীনা। না না, সে কথা আমার মনেও আসে নি। বরং আপনার মত···আপনার মত সঙ্গী পাওয়াকে যে কোনো মেয়ে সৌভাগ্য ব'লেই মনে করবে।

সুজিত। কিন্তু আমার সৌভাগ্যের দ্বার কি বন্ধই থেকে যাবে লীনা ? লীনা, বলো, কেন তুমি আমায় বঞ্চিত করছ ? আমার দোষ ত্রুটি—যদি কিছু থেকেই থাকে, তোমায় পেয়ে তা শোধন করব লীনা।

লীনা। তা হয় না সুজিতবাবু।

সুজিত। কেন হয় না? তোমার কি এতটুকু দয়া নেই? আমার জীবনের আশা ভরসা—সব কিছু তুমি কি শুধু মিথ্যে একটা জিদের বশে নষ্ট করে দেবে?

লীনা। জিদ নয়, এ জিদ নয়। আমি যাকে ··যাদের ভালবাসি, তাদের জন্যেই আপনাকে গ্রহণ করতে পারি না। আমার দাদা···(আরও কিছু বলিতে গিয়া থামিয়া গেল)

নিষ্ফল আশার ক্রোধে সুজিতের মুখশ্রী বিকৃত হইয়া গেল, বিদ্রূপভরা কণ্ঠে সে কহিল:

সুজিত। ও।···তবে দাদা নয়, বলুন প্রদীপ।

লীনা। (স্থির কণ্ঠে) হ্যাঁ, তাই।

সুজিত। প্রদীপকেই যদি ভালবাসেন, তবে আমায় নিয়ে এতদিন এ খেলা খেললেন কেন? এ কি আপনাদের ঐ নাচানো স্বভাবের একটা উৎকট অভিব্যক্তি হ'ল?

লীনা। সুজিতবাবু! ভদ্রলোকের কাছে ভদ্র ব্যবহারই আশা করি।

সুজিত। কিন্তু এ কথা ভুলে যাবেন না Miss Mitter, প্রদীপ কোনো দিন আপনাকে ভালবাসে নি, কোনো দিন বাসবেও না। যদি কাউকে সে ভালবেসে থাকে, সে দীপ্তি—আপনি নন।

লীনার প্রদীপ্ত ক্রোধের জ্বালাময়ী বাণীতে সুজিতের শেষ কথা ডুবিয়া গেল:

লীনা। সুজিতবাবু।··প্রদীপকে নিয়ে কোনো কথা বলতে আপনাকে বারণ করে দিয়েছি—আশা করি, সেটা ভোলেন নি।

সুজিত। উঃ, জীবনে কত বড় একটা ভুল করলাম! একটা তুচ্ছ মেয়ের flirtationএ ভুলে—

লীনা। আপনি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন সুজিত বাবু। আপনি আমাদের অতিথি। দয়া করে দারোয়ান ডাকার দুর্বিপাক থেকে বাঁচাবেন আশা করি।

সুজিত। প্রদীপ! প্রদীপ! প্রদীপ! যেখানে যাব, সেখানেই প্রদীপ! উঃ!…আমায় আজই জানতে হবে, কী সে চায়—কেন সে রাহুর মত আমার পেছনে লেগে রয়েছে!

বলিতে বলিতে সুজিত অশান্ত চরণে বাহির হইয়া গেল। লীনা ধীরে কৌচে বসিল, ক্ষণপরে ব্যথাভরা কণ্ঠে কহিল:

লীনা। অভিমানে ভুল না হয় করেইছি, কিন্তু ভগবান! তার জন্যে এত অপমান!

করতলে মুখ ঢাকিয়া লীনা কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল—তারপর উঠিয়া জানালার ধারে গেল—জানালা খুলিয়া দিল। বৃষ্টি-স্নাত ঝড়ের হাওয়া অন্ধবেগে প্রবেশ করিল—লীনার অলকরাশি গুচ্ছে গুচ্ছে লুটাইয়া পড়িল তার ললাটে, তার কপোলে। ঝলকে-ঝলকে-ছুটিয়া-আসা বৃষ্টিধারা সিঞ্চিত করিতে লাগিল তাহার পরিহিত শাড়ীখানি। লীনা চাহিয়া রহিল বাহিরের পানে—মেঘগর্জন, তড়িৎ-চমক, ঘনবারিধারা, মত্ত পবন—এরা আজিকার আকাশের বর্ষণ-সমারোহকে আড়ম্বর-কোলাহলে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। লীনা গান গাহিয়া উঠিল—তাহার ক্ষুব্ধ অন্তরের সংগীত প্রকৃতির কলরোলে মিলাইয়া যাইতে লাগিল:

হায়, আমায় এরা চিনল না কেউ
বুঝল না,
সাগর তলে গোপন সে ফুল
খুঁজল না।

সে যে, স্বপ্নে-রাঙা ভোরের বেলার
মধুর আশা মিলন-মেলার,
এই, ঢেউ-তোলানো ঝড়ের সাথে
যুঝল না—
কেউ, ফুল সাগরে খুঁজল না।

সমীর প্রবেশ করিল—এক হাতে স্থটকেস, অপর হাতে ছোট একটা বেডিং। কিছুদূরে দাঁড়াইয়া সে ডাকিল :

সমীর। লীনা!

লীনা চকিতে মুখ তুলিয়া চাহিল—স্থটকেস-বেডিং-হাতে দাদাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কহিল :

লীনা। দাদা, এ কি?

সমীর স্থটকেস-বেডিং মাটিতে রাখিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল—তারপর গম্ভীর কণ্ঠে শুধু কহিল :

সমীর। অমন ক'রে ভিজো না, ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

লীনা। কিন্তু, দাদা, এ কি! কোথায় যাচ্ছ তুমি?

সমীর। যেখানে আর দশ জন গরীব থাকে, তাদেরি সঙ্গে এক হয়ে থাকতে। যাদের কাছে প্রাণের চাইতে অর্থের দামই বেশী, তাদের কাছে আমার কোনো আসন, কোনো দাবি নেই।

লীনা। কি বলছ তুমি দাদা! হয়েছে কি?

সমীর। কিছু না।···আমারি বোন তুমি—বড় আদরের বোন—তাই যাবার বেলায় শুধু এইটুকু বলতে এলাম, তুমি যাই করো, ভগবান যেন তোমায় চিরদিন স্থখে রাখেন।

সমীর প্রস্থানোদ্যত হইল।

লীনা। দাদা, তোমার আদরের বোন যদি কোনো দোষ ক'রেই থাকে, শাস্তি দিও তাকে। কিন্তু তাকে ফেলে কোথায় যাবে, কেন যাবে?

সমীর। তুমি যাকে জীবনে বরণ করতে যাচ্ছ—তার সঙ্গে আমার বনবে না। পাছে তোমার মনে ব্যথা লাগে, তাই আগেই বিদায় নিচ্ছি লীনা।

লীনা। দাদা, তুমিও আমায় ভুল বুঝলে?

সমীর। এতদিন ভাবতাম—হয়তো ভুল বুঝছি। কিন্তু আমার সে মিথ্যে আশা আজ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

লীনা। তোমারি বোন-সম্বন্ধে তোমার ধারণা এত ভঙ্গুর!

সমীর। চোখে-দেখার ঘা খেয়ে খেয়ে ধারণাটা আমার একটু ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে বইকি।

লীনা। তোমার কাছে চোখে-দেখাটাই বড় হ'ল! ছেলেবেলা থেকে তোমার কাছে মানুষ হয়েছি—তুমিও আমায় চিনলে না দাদা!

সমীর। কিন্তু সুজিত—

লীনা। কী ক'রে তুমি ভাবলে দাদা, এত বড় একটা অন্যায় আমি করব—করতে পারব?

সমীর। সুজিত যে তোকে বিয়ে করতে—

লীনা। সে দোষ তো আর আমার নয়।

সমীর। তুই নাকি রাজী?

লীনা। তোমারও কি তাই মনে হয়?—আমি রাজী হবো সুজিতকে বিয়ে করতে। বিয়ের কথা আজই ও পেড়েছিল—তাই তো দিলাম ওকে ফিরিয়ে—অপমান ক'রে।

সমীর। ফিরিয়ে দিয়েছিস!···(আনন্দের আতিশয্যে লীনাকে বক্ষে

টানিয়া) ওঃ! ফিরিয়ে দিয়েছিস !···তোকে যে কি ক'রে আদর করব লীনা, আমি তাই ভেবে পাচ্ছি না !···

লীনা। তোমার রাগ ভাঙল তো ?

সমীর। কিন্তু, লীনা, সুজিত আমাদের শত্রু জেনেও কেন তুই ওর সঙ্গে এত বন্ধুত্ব পাতিয়েছিলি ?—এ আমি তোর কাছ থেকে কখনো আশা করি নি।

লীনা। (কুণ্ঠিত শরমে) সেটা আমার দোষ হয়েছে দাদা।

সমীর। তুই তো দোষ স্বীকার ক'রেই খালাস—কিন্তু প্রদীপ!—বেচারা যে একেবারে ভেঙে পড়েছে।

লীনা। সত্যি দাদা, ওর শরীরটা বড্ড ভেঙে পড়েছে—কি রকম রোগা হয়ে গেছে দেখেছ ?

সমীর। শুধু শরীর ? ওর মনটারও কি আর কিছু আছে রে ? দিন নেই রাত নেই—কেবল কাজ আর কাজ। কাজ দিয়ে মনকে ভুলিয়ে রাখতে চায়। কোনোদিন মুখ ফুটে কিছু বলে না—কিন্তু আমি তো বুঝি ওর মনের ব্যথা।

লীনা। ছাই বোঝো !—আমি যদি কোনো দোষ ক'রে থাকি—তার জন্যে দায়ী কে ? তোমার বন্ধুই তো। আমাকে কী রকম রাগিয়ে দিয়েছিল, তা তো জানো।

সমীর। তুই রাগলি কেন ?

লীনা। না, রাগবে না ! দীপ্তির কাছে সেদিন আমার কী অপমানটাই হয়েছিল !

সমীর। থাক্ বাবা থাক্, ওসব বোঝাপড়া প্রদীপের সঙ্গেই করিস ! ···যত সব sentimentalist !—যাক্, আমি তো এখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ওঃ! দিনগুলো যে কী ক'রেই কেটেছে লীনা !

লীনা। (ইতস্তত করিতে করিতে) কিন্তু, দাদা, এই…সুজিত…কি সব বলছিল।…তোমার বন্ধু নাকি…দীপ্তিকে ভালবাসে।

সমীর। ছিঃ ছিঃ, লীনা, তুই এ কথা কান পেতে শুনেছিস?

লীনা। ঐ কথা বলতেই তো ওকে তাড়িয়ে দিলাম।

সমীর। সুজিত যে কতখানি নীচ, এই থেকে বুঝে নে লীনা। যে কোনো ভালবাসায় ওরা শুধু ওই অর্থই খুঁজে পায়। দুটি প্রাণের বন্ধুত্বকে সহজভাবে দেখবার মত চোখ ওদের নেই।

লীনা। দাদা! কাল তুমি আশ্রমে যাবে না?

সমীর। নিশ্চয়।…লীনা, কাল যখন প্রদীপ সব শুনবে!…আঃ! আমি কেবল সেই কথাটাই ভাবছি লীনা।..লীনা, কাল কিন্তু খুব ভোরেই বেরিয়ে পড়ব, বুঝলি?

লীনা। (দাদার শার্টের বোতাম নাড়িতে নাড়িতে একটু ইতস্তত করিয়া মৃদু হাস্যে) আচ্ছা, দাদা..অনেকদিন তোমার সঙ্গে বৃষ্টিতে বেড়াই নি। চলো না, আজ একটু বেড়িয়ে আসি?

সমীর। (প্রাণের আনন্দে হাসিয়া উঠিল) ওরে শয়তান! তুমি বৃষ্টিতে বেড়াতে চাও!…আচ্ছা, আজ তুই যা চাইবি তাই পাবি।

লীনা। তোমার বন্ধুর ওখানে যাব না কিন্তু দাদা।

সমীর। (রহস্যভরে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) কক্‌খনো নয়, কক্‌খনো নয়। সেখানে যে তোর যাবার ইচ্ছে নেই, তা কি আমি বুঝি না!

এমন সময় নেপথ্যে হিরণ্ময়ী দেবীর কণ্ঠ ধ্বনিয়া উঠিল:

হিরণ্ময়ী। ওরে লীনা! সমীর বাক্স বিছানা সব নিয়ে চ'লে গেছে।

বলিতে বলিতে তিনি প্রবেশ করিলেন—তারপর সমীরকে সম্মুখে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন :

হিরণ্ময়ী। ও! তুই এখানে।

সমীর চকিতে গম্ভীর হইয়া পড়িল। হিরণ্ময়ী দেবী বাক্স বেডিংএর উপর একবার চোখ বুলাইয়া করুণ মিনতিতে কহিতে লাগিলেন :

হিরণ্ময়ী। সমীর! তুই আমার ওপর রাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছিস কেন বল্ তো? বোঝাপড়া করতে হয় তোর বোনের সঙ্গেই কর্ না বাপু। ওরা সব আজকালকার মেয়ে—আমি বারণ করলেই কি শুনবে! বাবা সমীর! লক্ষ্মীটি আমার! এমন অনর্থক রাগ ক'রে চ'লে যাস নে বাবা।

মায়ের দুর্ভাবনা দেখিয়া সমীর লীনা দুইজনেই হাসিয়া ফেলিল।

সমীর। আচ্ছা মা, এবারকার মত ছেড়ে দিলাম। যাও, আবার খাটের ওপর বেডিংটা পেতে রাখো গে যাও। (বলিয়া বেডিংটা তুলিয়া বিস্মিত মায়ের হাতের উপর দিল, তারপর লীনার হাত ধরিয়া) চল্ লীনা!

লীনা। দাদা, সেখানে সুজিতও যাবে ব'লে গেছে—খুব সাধু মতলব নিয়ে নয় কিন্তু।

সমীর। তাই নাকি? তা হ'লে তো সুজিতকে আজ downটা বেশ ভালো ক'রেই দেওয়া যাবে। চল্ চল্—আর দেরী নয়।

হাসিতে হাসিতে হাতের মধ্যে হাত দিয়া দুইজনে চঞ্চল চরণে বাহির হইয়া গেল। ত্বরিতপদে হিরণ্ময়ী দেবী দরজার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

হিরণ্ময়ী। ওরে সমীর, তোরা চললি কোথায়?

সমীর। (নেপথ্যে) আপাতত প্রদীপের কাছে।

হিরণ্ময়ী। (স্মিতমুখে আপন মনে) নাঃ! আজকালকার ছেলেমেয়েদের বোঝা সত্যিই দায়।

তৃতীয় দৃশ্য

মিষ্টার দত্তের প্রাইভেট চেম্বার।

টেলিফোন, নানাবিধ কাগজপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামে পূর্ণ সেক্রেটারিয়েট টেবিল—সম্মুখে গদীমোড়া চেয়ার—আশেপাশে খানকয়েক চেয়ার ইতস্তত সাজানো রহিয়াছে। দেওয়ালে ঘড়ি, ক্যালেণ্ডার। আরো সব নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় আসবাবপত্রে ঘরখানি আভিজাতিক রুচিতে অলংকৃত।

গভীর-চিন্তামগ্ন মিষ্টার দত্ত একটি আর্ম-চেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় আসীন—মুখে পাইপ—পাশে টি-পয়ের উপর অ্যাশ-ট্রে আর তামাকের টিন। দুয়ার ভেজানো। মিঃ দত্তের পরিধানে স্লিপিং ট্রাউজার ও গাউন।

রাত্রি প্রায় আটটা। বাহিরে দুর্যোগ। ঘরের সকল জানালা বন্ধ। টেবিল হইতে মৃদু-আলোক ল্যাম্পটির রশ্মি আসিয়া পড়িতেছে মিষ্টার দত্তের এক পাশে।

মিঃ দত্ত। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) আজই।...মনোজ তার কাজ শেষ করবে...আজ রাত্রেই।

মিষ্টার দত্ত আলো নিবাইয়া দিলেন। কক্ষটি আঁধারে ডুবিয়া গেল। ঘড়ির শব্দ আর বাহিরের মত্ত পবনের হাহাশ্বাস যেন কোন্ এক রহস্যময়ী ভাষায় ঐ মায়াবী অন্ধকারেব সহিত আলাপ করিতে লাগিল।

এমনি করিয়া মুহূর্তের পর মুহূর্ত বহিয়া চলিল।

সহসা নেপথ্য হইতে স্ত্রীকণ্ঠ ভাসিয়া আসিল :

—ওগো, ঘরে আছ ?—

আত্মবিলীন মিষ্টার দত্ত চমকিয়া উঠিলেন।

মিঃ দত্ত। কে ? (শান্তি প্রবেশ করিলেন)—ও, তুমি।

শান্তি। খেতে যাবে না ? তোমার dinnerএর সময় যে ব'য়ে গেল !

মিঃ দত্ত। নাঃ, আজ আর খাব না শান্তি। তুমি খেয়ে দেয়ে নাও গে, যাও।

শান্তি। (টেবল্-ল্যাম্পটিকে জ্বালাইয়া দিয়া) তোমার কি হয়েছে বলো তো ? রোজ রাতেই ঐ এক কথা—খাব না।

মিঃ দত্ত। আঃ ! আবার আলোটা জ্বালালে কেন ?

শান্তি। না, জ্বালাবে না ! কী যে তোমার অন্ধকারে ঘুপসি মেরে প'ড়ে থাকা স্বভাব হয়েছে আজকাল !

মিঃ দত্ত। হুঁ।

শান্তি। 'হুঁ' নয়। সত্যি তুমি আজকাল কী রকম যেন হয়ে গেছ। খাওয়া দাওয়া, বলতে গেলে তো, একদম ছেড়েই দিয়েছ। রাতেও তো ঘুমোতে পার না—কেবল বিড়বিড় ক'রে কী সব বকো—

মিঃ দত্ত। (অসহিষ্ণু হইয়া) আঃ ! কী সব বলছ !

শান্তি। না, বলবে না !—প্রদীপকে তাড়িয়ে দেবার পর থেকে তোমায়

এই সব রোগে ধরেছে। তাড়িয়ে দিয়েছ—দিয়েছ। তার জন্যে এত ভাবনা কেন? তুমি তো বাধ্য হয়েই তাড়িয়ে দিয়েছ। আজ না দিলে কাল তোমাকেই ও শেষ করত।

মিঃ দত্ত। (কিছু উল্লসিত হইয়া) বলো শান্তি—করত না?

শান্তি। নিশ্চয় করত!...ও মানুষ নয় গো—একেবারে কালসাপ।—জীবন ভ'রে তোমার পেছনে তো ছিনে-জোঁকের মত লেগেই রইল।

মিঃ দত্ত। তাই নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই তো ওকে তাড়াতে হ'ল।

শান্তি। বেশ করেছ। কিন্তু তাই জন্যে আবার মন খারাপ করছ কেন?...উঃ! কী সাংঘাতিক ছেলে একবার ভাবো দিকি! তোমার সঙ্গে মামলা করবে ব'লে উঠে প'ড়ে লেগেছে। সাহসও তো কম নয়!

মিঃ দত্ত। মামলা করবার সাধ ঘুচিয়ে দিচ্ছি—দাঁড়াও না।

শান্তি। তাই করো গো, তাই করো। উকিল ব্যারিস্টার জজ ম্যাজিস্ট্রেট—সব তো তোমারি হাতে ধরা। দাও বাছাধনকে এবার জন্মের মত ঠাণ্ডা ক'রে।

মিঃ দত্ত। জন্মের মতই ঠাণ্ডা করছি—তবে জজ ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে নয়।

শান্তি। তবে?

মিঃ দত্ত। তুমি শুনে করবে কি?—ও তুমি ঠিক বুঝবে না।

শান্তি। তোমার ঐ এক কথা—তুমি ঠিক বুঝবে না, তুমি ঠিক বুঝবে না। কেন—তোমার কোন্ কথাটা, কোন্ কাজটা আমি বুঝি নি গো?—নইলে আর সব কথায় সায় দি কেমন ক'রে?—সেই উইলের ব্যাপার থেকে আরম্ভ ক'রে—

মিঃ দত্ত। আঃ! আস্তে!· (তাড়াতাড়ি উঠিয়া ভালো করিয়া দুয়ার ভেজাইয়া দিয়া আসিলেন)

শান্তি। তোমার সব কাজেই লাগতে চাই—তবু তুমি বলবে, বুঝবে না, বুঝবে না। (মিস্টার দত্ত পাইপ টানিতে টানিতে পদচারণা করিতে লাগিলেন) একবার ব'লেই দেখ না—বুঝি কি না। নইলে, তুমি তো আছই—বুঝিয়ে দিতে কতক্ষণ!

মিঃ দত্ত। (শান্তির অতি সন্নিকটে আসিয়া) প্রদীপকে একেবারে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে।

শান্তি। (চোখে মুখে বিস্ময়) একেবারে সরিয়ে ফেলবে।

মিঃ দত্ত। হ্যাঁ। আর মনোজ নিয়েছে সে ভার।

শান্তি। (উদ্বিগ্ন বিস্ময়ে) একেবারে সরিয়ে ফেলবে?

মিঃ দত্ত। (একটু অধীর হইয়া) হ্যাঁ, হ্যাঁ—একেবারে!—বাছাধন যেন জীবনে আর আমার পেছনে না লাগতে পারে।

শান্তি। (রীতিমত উদ্বিগ্ন হইয়া) কী সর্বনেশে কথা!—জলজ্যান্ত মানুষটাকে একেবারে···(পরক্ষণেই ভীত ব্যাকুলতায) ওগো, খুন-খারাপির মধ্যে তুমি যেও না—তোমার দুটি পায়ে পড়ি।

যে চিন্তা দিনে দিনে পলে পলে তীব্র হইয়া উঠিতেছিল—বুঝিবা তাহারি এই নগ্ন প্রকাশ মিষ্টার দত্তকে ত্রস্ত-বিহ্বল করিয়া দিল। পরমুহূর্তেই আপনাকে সংযত করিয়া চাপা অধীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন:

মিঃ দত্ত। সাধে কি বলি তুমি বুঝবে না?—এর মধ্যে খুন-খারাপির কথা আসে কোত্থেকে?

শান্তি। (তিরস্কারে সংকুচিত হইয়া) না···তা কেন আসবে···আমি··· আমি হঠাৎ এমন ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তা তুমি যখন ভালো বুঝছ—

মিঃ দত্ত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালো বুঝেই তো করছি। তেমন কিছু হ'লে মনোজ আমায় বলত না?—বোঝো না কেন এসব?

শান্তি। আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল। তুমি কি কখনো ওসব করতে পার?—সে আমি জানি।

মিঃ দত্ত। হ্যাঁ—তাই মনে রেখো। যা বলেছ, বলেছ—আর ওসব মুখেও এনো না—বুঝলে?

শান্তি। সে আর আমায় বলতে হবে না।

মিঃ দত্ত। শোনো, আজ আমি এ ঘরেই থাকব—আমার কাজ আছে অনেক।

শান্তি। সে কি? তা হ'লে কি ক্যাম্পখাটটা পাঠিয়ে দেবো এখানে? বিছানাটা—

মিঃ দত্ত। না, না, কোনো দরকার নেই। তুমি বরং কিছুক্ষণ বাদে এক কাপ কফি পাঠিয়ে দিও।

শান্তি। আবার কফি খাবে? ঘুমের ওষুধটা যে—

মিঃ দত্ত। আজ আর খাব না।—আচ্ছা, তুমি এখন যাও—তোমার খাবার time হয়ে গেছে।

শান্তি চলিয়া গেলেন। আলোটি নিবাইয়া মিষ্টার দত্ত পদচারণা করিতে লাগিলেন। মায়াময় অন্ধকার আবার ঘরখানিকে ভরিয়া ফেলিল।

কয়েক মুহূর্ত।

সহসা ঘরের মধ্যে যেন ফুটিয়া উঠিল একটি ছায়ামূর্তি—সে স্নেহভরা কণ্ঠে কহিল:

ছায়ামূর্তি। চমৎকার, বিজয়, চমৎকার!

মিঃ দত্ত। (ভীষণভাবে চমকাইয়া) কে?—কে আপনি?

ছায়ামূর্তি। যারা খুনী—

মিঃ দত্ত। খুনী ?

ছায়ামূর্তি। হ্যাঁ—যাদের মনে খুন করবার বাসনা তীব্র হয়ে জাগে—তারা তো আমায় চিনতে পারে না বিজয়।

মিঃ দত্ত। কে খুনী ? কার মনে খুন করবার বাসনা জেগেছে ?

ছায়ামূর্তি। তা কি তুমিই সব চেয়ে ভালো জানো না বিজয় ? স্ত্রীকে তো চমৎকার বুঝিয়ে দিলে, কিন্তু এখনো নিজেকে বোঝাতে পার নি, তাই খুন কথাটায় অমন চমকে ওঠো, ভয় পেয়ে যাও।

মিঃ দত্ত। কে আপনি ? কোন্ অধিকারে আমার ঘরে ঢুকে আমায় যা তা বলছেন ?—বেরিয়ে যান !

ছায়ামূর্তি। বেরিয়ে যাব ! কোথায় ?···আমার বাস যে তোমারি মাঝে। আর অধিকার ? এ কথা বলবার অধিকার যে আমারি সব চেয়ে বেশী। দেখ তো ভালো ক'রে, আমায় চিনতে পারছ কি না ?···চিরদিন যার কাছে কৈফিয়ৎ দিয়ে আসছ, আজ তাকে সামনে দেখেও চিনতে পারলে না বিজয়। এমনি মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছ।

মিঃ দত্ত। বিজয় দত্ত কারুর কাছে কখনো কৈফিয়ৎ দেয় না।

ছায়ামূর্তি। দেয় হে দেয়, বিজয় দত্তও দেয়। যার কাছে কৈফিয়ৎ দেবার, তার কাছে স্বয়ং সম্রাট থেকে ভিখিরী পর্যন্ত সবাই দেয়। তাকে চেনো ?···চেনো ?···দেখ তো, এবার কি আমায় চিনতে পারছ ?

মিঃ দত্ত। (বিহ্বল কণ্ঠে) তুমি···তুমিই কি—

ছায়ামূর্তি। হ্যাঁ, আমিই সেই। তুমি অনেক চেষ্টা করেছ আমায়

মন থেকে তাড়িয়ে দিতে। পার নি কেন জানো? এখনো তোমার মধ্যে তোমার দাদার যেটুকু পুণ্যপ্রভাব রয়েছে তারই জোরে।

মিঃ দত্ত। তুমি কি আমার দাদার ওই পুণ্যপ্রভাবের কথাটাই মনে করিয়ে দিতে এলে?

ছায়ামূর্তি। হ্যাঁ। যে দাদা তোমায় মানুষ করেছিল, প্রাণমন দিয়ে ভালবেসেছিল, নিঃসংশয়ে বিশ্বাস ক'রে তার আদরের স্ত্রীপুত্রের ভার তোমারি হাতে দিয়ে গিয়েছিল—তোমার অত্যন্ত দুর্ভাগ্য বিজয়, সেই দাদার কথা তোমায় প্রতি মুহূর্তে মনে করিয়ে দিতে হয়। আর সেই দাদার ছেলে, তাকে তুমি শুধু ঠকিয়েই ক্ষান্ত হ'লে না, তাড়িয়ে দিলে—

মিঃ দত্ত। তাড়িয়ে দেবো না? আজ আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি, নইলে সেই একদিন···

ছায়ামূর্তি। পুরনো কৈফিয়ৎ। ওসব তাদেরই কাছে বলবে বিজয়, যারা তোমার স্ত্রী আর মনোজের মত তোমার মুখাপেক্ষী, তোমার পাপ-পথের সঙ্গী। তারি বাবার স্নেহে বড় হয়ে তুমি তার যে ক্ষতি করেছ আর আজ যে সর্বনাশ করতে যাচ্ছ, তার তুলনা কি কোথাও পাবে?

মিঃ দত্ত। এমন কী আমি করেছি আর কীই বা করতে যাচ্ছি যার তুলনাই মিলবে না!

ছায়ামূর্তি। কি করো নি তুমি?···তুমি তাকে পথে বসিয়েছ, তার সমস্ত আশ্রয় কেড়ে নেবার দুর্দান্ত চেষ্টা করেছ, সে যেন কোথাও এতটুকু সাহায্য এতটুকু সহানুভূতি না পায়, তারি জন্যে প্রাণপণ ক'রে লেগেছ। তাতেও তোমার আশ মেটে নি, তার ভালবাসাকে

পর্যন্ত তুমি নিষ্ঠুর আঘাত করেছ। কেন? কেন? সে তোমার কি করেছে?

ছায়ামূর্তির উদ্দীপিত অভিযোগ মিষ্টার দত্তকে সংকুচিত করিয়া দিতেছিল—তাঁহার ক্ষীয়মাণ প্রতিবাদ যেন কণ্ঠের শূন্য গর্ভ হইতে আপনাকে টানিয়া বাহির করিয়া আনিল :

মিঃ দত্ত। প্রদীপ আমার কি করেছে! সে আমার ··মান সম্ভ্রম সব কিছু ধ্বংস করতে—

ছায়ামূর্তি। মিথ্যে কথা। আর এ যে কত বড় মিথ্যে, তা তুমিই সব চেয়ে ভালো জানো বিজয়, সব চেয়ে বেশী জানো। প্রদীপ আশ্রমের জন্যে, তোমার millএর কর্মীদের জন্যে যা চেয়েছে, যা করেছে, তা কি অন্যায়? তুমি যদি তার কথা শুনতে, তুমি যদি তোমার এই ভ্রান্ত আভিজাত্যের মিথ্যে অহংকারকে ছাপিয়ে উঠতে পারতে, তবে হযতো তোমাবি মত মোহাচ্ছন্ন আর দশ জন বড়লোকের কাছে তুমি পেতে নিন্দে অপবাদ, কিন্তু তার বদলে তুমি পেতে হাজাব হাজার লোকের আন্তরিক প্রীতি, আশীর্বাদ। সে যে কত মহান, কত অমূল্য, তা বোঝবার হৃদয় তুমি হারিয়ে ফেলেছ বিজয়।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের মধ্যে আবেকটি ছায়ামূর্তি ফুটিয়া উঠিল।—বিহ্বল বিজয় দত্তের পিঠে হাত রাখিয়া কুটিল তিরস্কারে দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি বলিয়া উঠিল :

২য় ছায়া। ছিঃ ছিঃ বিজয়, তুমি ওই লোকটার ক'টা ভিত্তিহীন কবিত্বময় কথা শুনে এত বিচলিত হয়ে পড়েছ!···না, না, বিজয়, ওর কথায় কান দিও না—হটিয়ে দাও ওকে, হটিয়ে দাও বন্ধু!

১ম ছায়া। তুমি…তুমি আবার এসেছ?

২য় ছায়া। তুমি ওকে এমন ঘাবড়ে দিয়েছ যে আমি আর না এসে পারলাম কই। জানো তো, আমরা অভিন্নহৃদয় বন্ধু।

১ম ছায়া। বন্ধু! বন্ধুই বটে।…এমনি ক'রে বিজয়কে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া—

২য় ছায়া। বাস্ বাস্, আর বলতে হবে না। (মিস্টার দত্তকে) শুনেছ বিজয়, আমি ঠেলে দিয়েছি তোমাকে ধ্বংসের মুখে! আজ এই যে ধন দৌলত মান সম্মান যশ প্রতিপত্তি, বিজয়, তোমার ওই লোকটিকে একবার জিজ্ঞেস করো তো, এ সব কি তবে তারি দান!

১ম ছায়া। কিন্তু তোমার ওই দানেই যে বিজয়ের কত বড় সর্বনাশ করেছ, তা কি তুমি জানো না?

২য় ছায়া। সর্বনাশ? (বিদ্রূপভরে হাসিয়া) জগতের সব চেয়ে কাম্য জিনিসগুলো দিয়ে আমি করলাম বিজয়ের সর্বনাশ, আর সেগুলো হারাবার উপদেশ দিয়ে তুমি করতে চেয়েছিলে ওর ভালো! তখন যদি বিজয় আমারি পরামর্শমত বিষয়-আশয়গুলো আত্মসাৎ না করত, তবে আজ বিজয়কে থাকতে হ'ত প্রদীপের অন্নদাস হয়ে। (মিস্টার দত্তকে) বলো বন্ধু বলো, সেই জীবন কি তোমার উপযুক্ত হ'ত?

মিঃ দত্ত। বন্ধু! কে তোমার বন্ধু? তোমাকে আমি চিনি ব'লেই তো মনে হচ্ছে না। তুমি কে?

২য় ছায়া। আমি কে—সেটা শুনলে আবার ঘাবড়ে যাবে। জানো বিজয়, যে সব মানুষ আমাকেই অনুসরণ করে—আমাকেই বন্ধু ব'লে, পরামর্শদাতা ব'লে, মেনে নেয়—তারাই আবার আমার নাম

শুনলেই ভয় পেয়ে যায়—ভয়ংকর কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে।…তুমি আমাকে শুধু বন্ধু ব'লেই জেনো—আমি কে তা আর নাইবা জানলে।

মিঃ দত্ত। (কিছু ভীত হইয়া) না না—আমায় জানতে হবে—বলো. বলো তুমি কে?

২য় ছায়া। জানতে চেও না বন্ধু, জানতে চেও না।

মিঃ দত্ত। (ভীতিভরে) তবে তুমি…তুমি কি—

১ম ছায়া। হাঁ্যা। যাকে তুমি বন্ধু ব'লে গ্রহণ করেছ বিজয়—সে আর কেউ নয়, স্বয়ং—

২য় ছায়া। চুপ চুপ চুপ চুপ! এখুনি যে নামটা করতে যাচ্ছিলে, সে নামটা কিন্তু আমি একেবারে সইতে পারি নে। তার চাইতে আমায় ইংরিজি নামে ডাকো—Devil বলো, Satan বলো—আমি আপত্তি করব না। সে নামগুলো তবু অনেকটা শ্রুতিমধুর।…এ কি! তোমার কি হ'ল বিজয়! তুমি যে ভয়ে একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেলে! ছিঃ ছিঃ, এ তো ভালো নয়। এতদিন আমার সঙ্গে মিতালি ক'রে—আজ আমাকে চোখের সামনে দেখে, শুধু আমার নামটা শুনেই ভয় পেয়ে গেলে!

মিঃ দত্ত। (ভীতিবিকৃত কণ্ঠে) আমি এতদিন যা করেছি তা সবই তবে—পাপ!

২য় ছায়া। মিথ্যে কথা, বন্ধু, মিথ্যে কথা। তুমি যা করেছে তাকে যে পাপ বলে—সে পুণ্যকে চেনে না। ওর কথা শুনো না বন্ধু! মানুষের সুখ ওর যেন দু চোখের বিষ! মানুষ যে নিশ্চিন্ত আরামে আমাকে অনুসরণ করবে—.স শুধু পারে না তো ওরই জন্যে।

১ম ছায়া। মানুষ এখনো মানুষ—শুধু সে তোমাকে নিশ্চিন্ত আরামে অনুসরণ করতে পারে না ব'লেই।

২য় ছায়া। মূর্খের মত কথা বলছ তুমি। তোমার ঐ মানুষ হবার জন্যে যদি বেঁচে থাকার সুখ থেকেই বঞ্চিত হতে হয়—তবে আর মানুষ হয়ে লাভ কি!—বেঁচে থাকার সুখ পেতে হ'লে টাকা চাই, বুঝলে, টাকা চাই—যে টাকা তুমি দিতে পার না, আমি পারি। তাই, যেমন ক'রেই হোক, ঠকিয়ে—জোচ্চুরি ক'রে—খুন ক'রে—

মিঃ দত্ত। (তড়িৎস্পৃষ্টের মত) খুন ক'রে!

২য় ছায়া। (মিস্টার দত্তের পিঠ চাপড়াইয়া) হ্যাঁ, বন্ধু, প্রয়োজন হ'লে খুন ক'রেও টাকা যারা পায়—পেতে চায়—তারাই আমার বন্ধু, আমার সঙ্গী, আমার সহচর।

১ম ছায়া। তাই আজ ঐ অর্থসর্বস্ব বড়লোকদের তুমিই একমাত্র সঙ্গী—কেমন?

২য় ছায়া। নিশ্চয়। সেটা আমার গৌরবের বিষয়। তোমাকে তারা ভুলেছে—তাই আমাকে তারা পেয়েছে। তাই, আর দশজনকে তাদের ঐ তথাকথিত পাওনা থেকে—তুমি যাকে বলো, বঞ্চিত ক'রে, ঠকিয়ে—টাকা এনে নিজের প্রয়োজনে লাগাতে তারা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নয়। যারা কুণ্ঠিত হয়—বুঝতে হবে, তারা তোমার প্রভাবে প'ড়ে গেছে। অতএব তাদের বেঁচে থাকার সুখভোগে একেবারে ইতি। (মিস্টার দত্তকে) বিজয়! এবার বুঝলে তো—কে তোমার বন্ধু? সাবধান, ওর প্রভাবে প'ড়ে ভুলেও কখনো আমার বন্ধুত্বে অবিশ্বাস ক'রো না—করবার কল্পনাও ক'রো না বন্ধু!

১ম ছায়া। বিজয় যদি কখনো তোমায় অবিশ্বাস করতে পারে, অস্বীকার করতে পারে—তবে সে যে মুক্তির স্বাদ পাবে, তার

তুলনায় তোমার ঐ সুখভোগের ক্ষণিক মোহ কতটুকু! আজ তবে নিজের কাছে বিজয় মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে পারবে।

২য় ছায়া। কিন্তু ধনীসমাজে বিজয়ের মাথা যে হেঁট হয়ে যাবে। আজকের মানী বিজয় দত্তকে কাল তারা পথে দেখে হাসবে—ঠোঁটের কোণে।

মিঃ দত্ত। হাসবে!—বিজয় দত্তকে দেখে।

১ম ছায়া। হাসুক, ক্ষতি কি! ভেবে দেখ বিজয়, সেই অর্থসর্বস্ব বড়লোক মানবসমাজের কতটুকু। আর তাদের কাছে, ঐ পাপের সেই ভ্রান্ত, লুব্ধ অনুচরদের কাছে—মুক্তির আনন্দ, শান্তি—তার দামই বা কতটুকু! যাদের কাছে এর দাম আছে, সেই বিরাট মানবসমাজের মধ্য দিয়ে অকুণ্ঠিত আনন্দে তুমি সোজা হয়ে চলতে পারবে—তোমার ত্যাগ, তোমার উদারতা দিয়ে লক্ষ লক্ষ লোকের আশীর্বাদ সঞ্চয় ক'রে জীবনের পথে এগিয়ে যেতে পারবে—কত গৌরবে।

২য় ছায়া। বিজয়! আজ তোমার চরম মুহূর্ত এসে গেছে—বলো, বলো—তুমি কাকে চাও—ঐ দুটো ভুয়ো কথার বক্তাকে, না আমাকে! ভেবে দেখ, এক দিকে নাম সম্মান শক্তি প্রতিপত্তি—হাজার হাজার লোক তোমার ভয়ে কাঁপছে! আশীর্বাদ স্নেহ শ্রদ্ধা—এগুলোর কি কিছু দাম আছে? তুমি পাবে তাদের ভয়! শ্রদ্ধা না দিক—দেখবে, তারা তোমায় মেনে চলেছে—মাথা নীচু ক'রে—ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে। এত লোকের ওপর প্রভুত্ব!··· ভেবে দেখ বিজয়—

১ম ছায়া। কিন্তু বিজয়, ওগুলো পাবে কিসের মূল্যে? তোমার শান্তি—তোমার জীবনের আনন্দ—তারি বিনিময়ে নয় কি?

আর, নাম সম্মান প্রতিপত্তি?—ও যে নাম-সম্মান-প্রতিপত্তির লোভ দেখাচ্ছে—সে যে কত শূন্য, কত তুচ্ছ—সে যে মানুষকে কতখানি ব্যর্থ ক'রে দেয়—সেইটেই আমি তোমায় বোঝাতে চাচ্ছি বিজয়!—আজ যদি তুমি ওর কথা শুনেই চলো—তবে কাল চারিদিকে কি শুনতে পাবে জানো? শুনবে, বিজয় দত্ত ঠক—বিজয় দত্ত জোচ্চোর, জালিয়াৎ—শুধু তাই নয়, বিজয় দত্ত খুনী—হ্যাঁ, খুনী।

মিঃ দত্ত। খুনী! আমি খুনী!

২য় ছায়া। ভয় পেও না বিজয়। টাকা দিয়ে সকলের মুখ বন্ধ করব।

১ম ছায়া। কজনের করবে আর কদিনের জন্যেই বা করবে? টাকার চাপে চেপে রাখবে যে সত্যকে, সে যে দুদিন বাদে আরো ভীষণ হয়ে ছড়িয়ে পড়বে—সমস্ত দেশ ভ'রে তখন শুনবে, ঠক জোচ্চোর খুনী বিজয় দত্ত!

মিঃ দত্ত। (ক্লিষ্ট কণ্ঠে) কেবল খুনী খুনী বলছ কেন? আমি তো খুন করি নি।

১ম ছায়া। তবে কেন নিজের কাছে এত কুণ্ঠিত হয়ে রয়েছ? কেন তবে নিজেকে কিছুতেই বোঝাতে পারছ না—এ খুন নয়, মনোজ খুন করবে না? কেনই বা তবে মনোজকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করছ না, কি তার মতলব—কি সে করতে চায়?

মিঃ দত্ত। মনোজ ভাববে, খুন করবার কথা তবে আমার মনেই জাগছে। তাই তো—

১ম ছায়া। (দৃঢ় কণ্ঠে) সত্যকে স্বীকার করো বিজয়! নিজেকে আর মিথ্যে দিয়ে ভুলিও না। তুমি ভাবছ, মনোজ যদি ব'লে ফেলে খুন করবে—তবে কী বলবে তুমি তখন—কী করবে!...

বিজয়! একটা জীবনের বদলে—একটা মানুষের প্রাণের বিনিময়ে আজ তুমি চাইছ নাম যশ অর্থ! ছিঃ ছিঃ বিজয়—তুমি এতদূর নেমে গেছ!—এখনো সময় আছে, বিজয়, এখনো নিজের মরণকে ঠেকিয়ে রাখতে পার! যদি শান্তি চাও—যে উৎকণ্ঠায় তুমি জ্ব'লে পুড়ে ম'রে যাচ্ছ—তার হাত থেকে যদি বাঁচতে চাও—তবে যাও, এখনো সময় আছে—ফিরিয়ে আনো মনোজকে, ফিরিয়ে আনো বিজয়!

২য় ছায়া। যদি আমাকে চাও বিজয়—তবে মনোজ যা করছে, করতে দাও—তারপর আমি আছি—টাকা আছে। তোমার অর্থযশ-প্রতিপত্তির কাছে প্রদীপের মত একটা তুচ্ছ জীবনের দাম কি!

১ম ছায়া। যে ভাইয়ের বিশ্বাস-ক'রে দেওয়া টাকায় আজ তুমি বড়লোক, তারই ছেলের জীবন—ভেবে দেখ বিজয়—সে জীবনের কী দাম!

এমন সময় কফির পেয়ালা হাতে দুয়ার ঠেলিয়া প্রবেশ করিলেন শান্তি—ছায়ামূর্তিদ্বয় চকিতে মিলাইয়া গেল। মিষ্টার দত্ত দুঃসহ ভীতিতে ভীষণভাবে চমকাইয়া বলিয়া উঠিলেন :

মিঃ দত্ত। কে—কে!

শান্তি। আমি গো আমি। (দুয়ার ভেজাইতে ভেজাইতে) দেখ, আমি বলছিলাম কি—ও সব সরিয়ে ফেলাঠেলার মধ্যে না গিয়ে বরং প্রদীপের নামে একটা পুলিস কেস্-টেস্—

যে অসহ্য দ্বন্দ্বের লেলিহান শিখা মিষ্টার দত্তকে তিলে তিলে দগ্ধ করিয়া মারিতেছিল—তাহারি উপর যেন ঘৃতাহুতি পড়িল। নিষ্ফল ক্রোধে দিশাহারা হইয়া শান্তির কথার মাঝখানেই বিজয় দত্ত চীৎকার করিয়া উঠিলেন :

মিঃ দত্ত। যাও, যাও, বেরিয়ে যাও! আমাকে আর জ্বালিও না—আমাকে জ্বালিও না—বেরিয়ে যাও, যাও!

বলিতে বলিতে তিনি দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া শান্তির পানে ছুটিয়া যাইতে লাগিলেন। চমকিতা ভীতা শান্তির হাত হইতে পেয়ালা পড়িয়া ভাঙিয়া গেল—তিনি ত্রস্তচরণে পলাইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টার দত্ত সশব্দে দুয়ার বন্ধ করিয়া দিলেন—দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া দ্বারের উপর রাখিলেন—তাঁহার বিদীর্ণ কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিল যেন অগ্নি-ঝলসিত আর্তবাণী :

মিঃ দত্ত। ভগবান!

চতুর্থ দৃশ্য

আশ্রমের মন্ত্রণাকক্ষ।

দুর্যোগভরা রাত্রির মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকারের বুকে অবিরাম ধারায় বৃষ্টি ঝরিয়া চলিয়াছে—মাঝে মাঝে তড়িৎ-চমকে দেখা যায় তাহার ধূসর আভা। দুরন্ত ঝড়—সেও যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে বৃষ্টির এমন আপন-ঝরার সকরুণ গানে।

পথিকহীন পথ—তাহার পারে নিরালোক কুটীরশ্রেণী—সব কিছু যেন শিখাহীন দীপের মত নিঃসঙ্গ বেদনায় মলিন-করুণ। আবেষ্টনীর নির্জনতা বৃষ্টির স্বরময় ভাষা লইয়া যেন অন্তরের অকথিত বেদনা-বাণী প্রকাশ করিতেছে!

প্রায়ান্ধকার বাতায়ন-কোণে দণ্ডায়মান প্রদীপ—নয়ন তাহার ডুবিয়া গিয়াছে বাহিরের অতল আঁধারে—মন যেন সব কিছু ভুলিয়া

খুঁজিয়া ফিরিতেছে প্রকৃতির সুরময় বাণীর অব্যক্ত রহস্য। বৃষ্টির কণা মুক্ত বাতায়ন-পথে প্রবেশ করিয়া প্রদীপের সর্বাঙ্গে পড়িতেছে। —কিছু দূরে টেবিলের উপর হারিকেন—অতি মৃদু তাহার আলোকশিখা।

অনাদৃত নীরব মুহূর্তগুলি। তাহারা প্রদীপের ভাবলীন অন্তরের কাছে কোনো আসন না পাইয়া যেন অভিমানভরে ত্বরিতে বহিয়া চলিয়াছে।

নিশ্চল প্রদীপের বক্ষ হইতে এক সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস উঠিয়া মিলাইয়া গেল। সহসা প্রদীপ যেন বাস্তবতার মাঝে ফিরিয়া আসিল। পরিধেয় সিক্তি জামার পানে তাকাইয়া মৃদু হাসিল তারপর বাহিরের দিকে দৃষ্টি ফেলিয়া কৌতুক-হাস্যে কহিল:

প্রদীপ। ওগো, আঁধার রাতের বাদলধারা! তুমি দেখছি আজ আর আমায় কাজ করতে দেবে না।···যাক্, জামাটা তো আগে ছেড়ে আসি।

আলোকটিকে কমাইয়া নির্বাণপ্রায় করিয়া দিয়া প্রদীপ দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

ক্ষণকাল পরেই সতর্ক চরণে প্রবেশ করিল মনোজ—পশ্চাতে গুণ্ডাকৃতির একজন লোক লইয়া।

মনোজ। এই দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাক—ঐ বাবুটি এখুনি ফিরবে। একটুও এদিক ওদিক নয়—একেবারে সোজা···বুঝলে তো? কাজ শেষ ক'রে আমার সঙ্গে মোড়ের মাথায় দেখা ক'রো —ওখানেই তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকব। খুব হুঁশিয়ার!— কোনো চিহ্ন যেন প'ড়ে না থাকে।

আগন্তুক। আপনে বিলকুল্ বেফিকর্ থাকবেন—কেন কি হামার হাতের ইলম তো আপনে জান্‌তেছেন। ম্যায় বড়া কামদার হুঁ।

মনোজ। সে তো জানিই। তোমার সঙ্গে কারবার তো আর আজকের নয়। তবে বর্ষা কিনা—এতে সুবিধেও আছে আবার অসুবিধেও আছে। হুঁশিয়ার!

লোকটি মাথা নাড়িল। মনোজ আবার সতর্ক গতিতে বাহির হইয়া গেল। দ্বারের অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণে আগন্তুক আপনাকে লুকাইয়া রাখিল—সন্তর্পণে একটি বড় ছোরা দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া উন্মুখ হইয়া রহিল শিকারের প্রত্যাশায়।

উদ্‌গ্রীব মুহূর্তগুলি কাটিয়া যাইতে লাগিল।

এমন সময় অধীর চরণে একজন প্রবেশ করিল—দ্বারপ্রান্ত পার হইবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাৎ হইতে চক্ষের পলকে সুতীক্ষ্ণ ছোরাখানি হেলিয়া নামিয়া আসিল তাহার পিঠে—ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিল—আহতের যন্ত্রণার্ত কণ্ঠ হইতে কেবল বাহির হইল—"ওঃ!" কিন্তু আগন্তুক তাহার মুখ চাপিয়া ফেলায় সে আর্তধ্বনি তীব্র হইয়া প্রকাশ পাইল না—আহত ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। আগন্তুক তাহার ছোরাটি উঠাইয়া আরেক হাতে ছোট্ট একটি টর্চ একেবারে আহতের মুখের কাছে লইয়া জ্বালাইল—প্রয়োজন হইলে শেষ মরণাঘাতটি দিবে। মুখে আলো পড়িতেই আগন্তুক শিহরিত হইয়া উঠিল:

আগন্তুক। ম্যায় কেয়া কর্ চুকা—ইয়ে তো উ শক্‌স্ নেহি হ্যায়!

ছোরাটি লইয়া আর নিমেষমাত্র অপেক্ষা না করিয়া লোকটি পলাইয়া গেল।—আহতের কণ্ঠ হইতে যন্ত্রণাক্লিষ্ট গোঙানি কিছুক্ষণ বাহির হইয়া থামিয়া গেল।

ক্ষণকাল পর।—মৃদু কণ্ঠে স্তব ভাঁজিতে ভাঁজিতে প্রদীপ আসিয়া পড়িল দ্রুত চরণে। ঘরে প্রবেশ করিতেই, দুয়ারপ্রান্তে আহতের ভূলুণ্ঠিত দেহের সঙ্গে পায়ে ধাক্কা লাগায় প্রদীপ পড়িয়া গেল— পড়িতে পড়িতে বিস্ময়-বিহ্বল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল :

প্রদীপ। এ কি!

সদ্য-নির্ঝরিত রক্তের তপ্ত পরশ লাগিল।—হাতে কি লাগিল দেখিবার জন্য প্রদীপ হাত তুলিল, কিন্তু সেই প্রায়ান্ধকারে কিছুই বোঝা গেল না। অজানা ভীতির নিষ্করুণ পরশনে শিহরিত প্রদীপ ত্বরিতে উঠিয়া আলোর কাছে গেল। নির্বাণোন্মুখ আলোর শিখা বাড়াইয়া দিয়া হাত দুইখানি তাহার সম্মুখে মেলিয়া ধরিল।

প্রদীপ। রক্ত?···রক্ত!

প্রদীপ আলো লইয়া পাগলের মত ছুটিয়া আসিল ভূলুণ্ঠিত দেহের কাছে—মুখের উপর রশ্মি পড়িতেই স্তব্ধ-বিকল প্রদীপ হতবাক্ কণ্ঠে শুধু কহিল :

প্রদীপ। সুজিত!

যেন লুপ্তজ্ঞান হইয়া বিহ্বল দৃষ্টিতে প্রদীপ তাকাইয়া রহিল— যন্ত্রণা-বিকৃত সুজিতের মুখে। তারপর আপনাতে ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল :

প্রদীপ। সুজিত! সুজিত!

সাড়া নাই, শব্দ নাই। প্রদীপ ভীত-ত্রস্ত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল :

প্রদীপ। রমেশবাবু! আচার্যদেব!

ডাকিতে ডাকিতে কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মত সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

কয়েক মুহূর্ত।

রমেশবাবু, আচার্যদেব, বিপিন, আশ্রমের আবও কয়েকজন উদ্বেগ-চঞ্চল পদে প্রদীপের সঙ্গে প্রবেশ করিল। তাহাদের হাতে লণ্ঠন—সেং আলোকে ঘর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সম্মুখে সুজিতের রক্তলিপ্ত দেহ। সকলে হতবাক্ বিস্ময়ে স্তব্ধ। আচার্যদেব "ভগবান" বলিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন। রমেশবাবু চকিতে সুজিতেব পাশে বসিয়া পড়িয়া তাহাব হাতখানি তুলিয়া নাড়ী দেখিতে লাগিলেন—তারপর ব্যাকুল কণ্ঠে আশ্রমবাসীদের একজনকে আহ্বান কবিয়া বলিয়া উঠিলেন:

রমেশবাবু। সত্যেন, এখনো নাড়ী আছে—তুমি দৌড়ে মোড়ের ডাক্তাববাবুকে ডেকে আনো। যাও, যাও।

সত্যেন ছুটিয়া চলিয়া গেল। প্রদীপ উদ্‌গ্রীব আশায় সুজিতের পাশে বসিয়া পড়িয়া তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিল।

প্রদীপ। সুজিত। সুজিত!

আচাযদেব। (উর্ধ্বে চাহিযা ভগ্নকণ্ঠে) এ কি করলে ভগবান—এ কী কবলে।

বিপিন। পুলিসে যে একটা খবব দিতে হয়। নইলে—

রমেশবাবু। হ্যাঁ, হ্যাঁ।—ওহে পঞ্চানন, তুমি ইন্সপেক্টববাবুকে শীগগির নিয়ে এস। যাও, দৌড়োও।

পঞ্চানন ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। তারপর সহসা রমেশবাবু তীব্র অনুতাপে বলিয়া উঠিলেন:

রমেশবাবু। ওঃ! কী ভুলই হয়ে গেল! পালাবার অনেক অবসর পেয়ে গেল!…তবু, বিপিন, তুমি একটা আলো নিয়ে আশেপাশে সব জায়গা খুঁজে দেখ—অন্তত চিহ্নও যদি কিছু পাও।

বিপিন চলিয়া গেল।

প্রদীপের মা। (নেপথ্যে অস্থির কণ্ঠে) ওরে প্রদীপ, কি হয়েছে রে, কি হয়েছে?

অধীর উদ্বেগে তিনি প্রবেশ করিলেন। নিমেষে প্রদীপ উঠিয়া দাঁড়াইল।

আচার্যদেব। তুমি আবার এখানে এলে কেন মা?

প্রদীপ। মা, তুমি ভেতরে চলো।

প্রদীপের মা। প্রদীপ, সুজিত নাকি—

তাঁহার দৃষ্টি সকলের মধ্য দিয়া সুজিতের শায়িত মূর্তির উপর পড়িল—প্রদীপ ত্বরিতে মাকে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিতে লাগিল:

প্রদীপ। মা, তুমি বড্ড nervous হয়ে পড়বে। চলো, ভেতরে চলো

প্রদীপের মা। (ব্যাকুল কণ্ঠে) প্রদীপ! এ কী হ'ল!

প্রদীপ। কিছুই বুঝতে পারছি না মা—কি হ'ল। তুমি কিচ্ছু ভেবো না—সুজিত বেঁচে আছে—ডাক্তার এসে পড়ল ব'লে—সব ঠিক হয়ে যাবে।

মাকে লইয়া প্রদীপ বাহির হইয়া গেল। আশ্রমবাসী যুবকদের দল একে একে আসিয়া ভিড় বাড়াইয়া তুলিতেছিল। তাহাদের পানে তাকাইয়া রমেশবাবু অসহিষ্ণু কণ্ঠে কহিলেন:

রমেশবাবু। আঃ! তোমরা এসে আবার ভিড় জমাতে শুরু করলে? একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই? যাও, যাও—যে যার ঘরে যাও।

কিন্তু কেহই নড়িল না!

রমেশবাবু। আচার্যদেব! আপনি বড্ড বিচলিত হয়ে পড়েছেন। বরং ওদের নিয়ে আপনি যান। এদিকে তো আমরাই রইলাম।

আচার্যদেব। তাই করুন রমেশবাবু।—আমি কিছুই ঠিক করতে পারছি না।

রমেশবাবু। কিচ্ছু ভাববেন না—ডাক্তার এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আচার্যদেব। কই হে—তোমরা এস, এস—আমার সঙ্গে এস।—না, না, না—এখানে আর নয়। চলো, চলো।

যে কয়েকজন সুজিতের দেহের পাশে বসিয়া ছিল—তাহাদিগকে রাখিয়া আর সবাইকে লইয়া আচার্যদেব চলিয়া গেলেন। ডাক্তার, সত্যেন, প্রদীপ প্রবেশ কবিল। ডাক্তার ত্বরিত চরণে সুজিতের পাশে গিয়া ডাক্তারি ব্যাগ খুলিয়া আপনাব কার্যে আত্মনিয়োগ কবিলেন।

ডাক্তার। রমেশবাবু, একটু গরম জল আনতে ব'লে দিন।

সত্যেন। আনছি।

সত্যেন বাহির হইয়া গেল।

ডাক্তার। এমনটি হ'ল কি ক'রে?

রমেশবাবু। আমরা তো কিছুই বুঝছি না ডাক্তারবাবু।

সকলে আবার নীবব। ডাক্তার তাঁহার কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। রমেশবাবু উৎসুক আশায় প্রশ্ন করিলেন:

রমেশবাবু। বাঁচবে তো ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার। কিছুই বলতে পারছি না রমেশবাবু। আঘাত ভয়ংকর serious হয়েছে—যদিও একটু বেকায়দায় পড়ায় একেবারে fatal হয়ে পড়ে নি।···আচ্ছা, এ কাজ কে করলে?

রমেশবাবু কিছু বলিবার পূর্বেই বিপিন প্রবেশ করিল।

বিপিন। নাঃ, কাউকেই পাওয়া গেল না।

রমেশবাবু। কিছু চিহ্ন-টিহ্ন—

বিপিন। কিচ্ছু না, রমেশবাবু, কিচ্ছু না।···অ্যাঃ—আরেকটু আগে যদি বলতেন!—একেবারে neckএ মেরে বেরিয়ে গেল! (জিহ্বা দিয়া দুঃখসূচক শব্দ করিল)

প্রদীপ। গলির দিকটা একবার খুঁজে দেখেছেন, বিপিনবাবু?

বিপিন। সব দেখেছি, প্রদীপবাবু, সব। আমার কাজে কখনো ঘাটৃগলতি পাবেন না।

সত্যেন গরম জল লইয়া প্রবেশ করিল। পরমুহূর্তেই পঞ্চাননের সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইল একজন পুলিস ইন্সপেক্টর, একজন সাব-ইন্সপেক্টর আর দুইজন পুলিস কন্সটবল—তাহাদের গায়ে বর্ষাতি—হাতে ছাতা। রমেশবাবু, প্রদীপ দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা করিল।

ইন্সপেক্টর। (বর্ষাতি পৃষ্ঠচর পুলিসটির হাতে দিতে দিতে) ব্যাপার কি রমেশবাবু?—আশ্রমে আবার এ সব ঘটতেও শুরু হ'ল না কি?

রমেশবাবু। ভগবানের কী যে অভিপ্রায়—কিছুই বুঝতে পারছি না ইন্সপেক্টরবাবু!

ইন্সপেক্টর। সে না হয় পরে বুঝবেন, কিন্তু খুনটা করলে কে বলুন তো? আশ্রমের কোনো inmateকে সন্দেহ হয় কি?

রমেশবাবু। না না, তা হবে কেন? সুজিতের ওপর আশ্রমের কারুর তো কোনো বিদ্বেষ নেই—থাকবার কথাও নয়।

ইন্সপেক্টর ডাক্তারের সঙ্গে মৃদু কণ্ঠে আলোচনা করিতেছিলেন। রমেশবাবুর শেষ কথাগুলি আর তাঁহার শ্রবণে প্রবেশ করিল না।

ইন্সপেক্টর। তা হ'লে sense কি আর ফিরে আসবে না?

ডাক্তার। Definitely কিছু বলতে পারছি না।

ইন্সপেক্টর। (রমেশবাবুর প্রতি আবার মনোযোগ দিয়া) ও, হ্যাঁ, রমেশবাবু—কি বলছিলেন—আশ্রমের কোনো inmateকে তা হ'লে আপনাদের সন্দেহ হয় না—কেমন? (ঘরটি পরিদর্শন করিতে করিতে) এ ঘরটিতে কি করা হয়?

রমেশবাবু। আগে এটা আমাদের মন্ত্রণাকক্ষ ছিল—এখন (প্রদীপকে দেখাইয়া) প্রদীপ এটাকে তার অফিস-ঘরের মত ক'রে নিয়েছে।

ইন্সপেক্টর। ও, এটা তা হ'লে আপনারি অফিস-ঘর!—আচ্ছা, প্রদীপবাবু, এই আহত ব্যক্তিটি কখন আপনার ঘরে এসেছিল বলুন তো?

প্রদীপ। আমি যখন ছিলাম না, তখনই বোধ হয় সুজিত এ ঘরে এসেছে।

ইন্সপেক্টর। এরই নাম বুঝি সুজিত? ইনি আপনার বিশেষ আলাপী লোক ব'লে মনে হচ্ছে।

প্রদীপ। হ্যাঁ, সুজিত আমার বন্ধু।

ইন্সপেক্টর। বেশ, বেশ,—তা সুজিতবাবু আসবার আগে আপনি কি এ ঘরেই ছিলেন?

প্রদীপ। ছিলাম।

ইন্সপেক্টর। কতক্ষণ আগে ?

প্রদীপ। আমি এ ঘর ছেড়ে আমার ঘরে গিয়েছিলাম গায়ের জামাটা ছাড়তে। মিনিট পাঁচ-সাত বাদে ফিরে এসে যেই ঢুকতে গেছি—অমনি একটা কিসে যেন পায়ে ধাক্কা খেয়ে প'ড়ে গেলাম। উঠে তাড়াতাড়ি আলোটা এনে দেখি—সুজিত আহত হয়ে প'ড়ে আছে।

ইন্সপেক্টর। তাই আপনার জামায় রক্তের দাগ দেখতে পাচ্ছি। (প্রদীপ এতক্ষণ তাহা দেখে নাই—এইবার দেখিল) Well !—তা প্রদীপবাবু, আপনি হঠাৎ জামা ছাড়তে গেলেন কেন ?

প্রদীপ। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম—বৃষ্টির ছাটে জামাটা ভিজে গিয়েছিল—তাই।

ইন্সপেক্টর। ও! জানলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ? ঐ গলিটার মধ্যে কোনো সন্দেহজনক লোক বা দৃশ্য চোখে পড়েছিল কি ?

প্রদীপ। পড়লেও আমি খেয়াল করি নি। তাই জোর ক'রে কিছু বলতে পারছি না।

ইন্সপেক্টর। Well, well ! (তারপর সকলের পানে তাকাইয়া) আচ্ছা, সুজিতবাবু কখন এসেছেন—আপনারা কেউ জানেন কি ?

সত্যেন। কিছুক্ষণ আগে আমি আমার ঘরে যাচ্ছি—এমন সময় দেখলাম, সুজিতবাবু মোটর থেকে নামলেন। আমায় দেখেই জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রদীপ আছে ?' আমি বললাম, 'আছেন বোধ হয়—মন্ত্রণাকক্ষে।'

ইন্সপেক্টর। প্রদীপবাবু যে এত রাতেও মন্ত্রণাকক্ষে থাকতে পারেন—তা আপনি জানলেন কি ক'রে ?

সত্যেন। উনি ও ঘরেই ব'সে অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করেন কিনা।

ইন্সপেক্টর। ও, আচ্ছা—তারপর ?

সত্যেন। তারপর সুজিতবাবু হন্‌হন্‌ ক'রে এদিক পানে রওনা হলেন —আমি আমার ঘরে চ'লে গেলাম। কিছুক্ষণ বাদেই প্রদীপবাবুর চীৎকার শুনে বেরিয়ে এসে দেখি—এই ব্যাপার!

ইন্সপেক্টর ঘাড় নাড়িলেন—তারপর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আবার ঘরটি পরিদর্শন করিতে করিতে জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। এমন সময় নেপথ্যে ব্যগ্র কণ্ঠস্বর শোনা গেল—সঙ্গে সঙ্গে উৎকণ্ঠিত চরণে প্রবেশ করিল সমীর—পশ্চাতে লীনা।

সমীর। প্রদীপ! কি হয়েছে রে?

প্রদীপ। (উল্লসিত আবেগে) সমীর, তুই! (তারপর লীনাকে দেখিয়াই বিস্ময়ভরে নীরব হইয়া গেল—পরক্ষণেই তাহার চোখে ফুটিয়া উঠিল বিষণ্ণ দৃষ্টি) লীনা! তুমি এসেছ!—আরেকটু আগে এলে হয়তো সুজিতকে রক্ষা করতে পারতে।

লীনা সুজিতের আহত মূর্তির পানে তাকাইয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিল।

রমেশবাবু। (ম্লান হাসিয়া) লীনা, তুমি বরং প্রদীপের মায়ের কাছে গিয়ে ব'সো মা।

লীনা। আমার কিচ্ছু হবে না রমেশবাবু—আমায় এখানেই থাকতে দিন।

সমবেদনাভরা দৃষ্টিতে প্রদীপ ও রমেশবাবু লীনার পানে তাকাইলেন।

ইন্সপেক্টর। আচ্ছা রমেশবাবু, এ ঘরে আসতে হ'লে কি শুধু সামনের gate দিয়েই আসতে হয়?

রমেশবাবু। না, ঐ গলি দিয়েও ঢোকা যায়। (অঙ্গুলিনির্দেশে) বাঁ দিক দিয়েই একটা দরজা আছে।

সাব-ইন্সপেক্টব। ঐ গলিটা তো একেবারে বড রাস্তায গিয়ে পড়েছে—না?

রমেশবাবু। হ্যাঁ।

ইন্সপেক্টর। আপনারা কোনো বাইরের লোক আসতে দেখেছিলেন কি?

বমেশবাবু। না। আমবা লক্ষ্যই করি নি। দেখছেন তো—এ ঘরটা আশ্রমেব একেবারে পেছনে—আমাদের ওদিককার ঘরগুলো থেকে বেশ দূরে। তার ওপর, ঐ গলি দিয়ে ঢুকে যদি কেউ বেরিয়ে যায়, তবে তো কিছুই টের পাবাব যো নেই, বিশেষ ক'রে এই দুর্যোগে।

ইন্সপেক্টর। হুঁ। আচ্ছা, আপনারা এখানে কোনো অস্ত্র-টস্ত্র কিছু পেয়েছেন কি?

রমেশবাবু। না, কিচ্ছু না।

ইন্সপেক্টর। কোনোরকম চিহ্ন-টিহ্ন—foot-print?

বিপিন। কিচ্ছু না Sir. সব একেবারে সাফ। যদিও বা কিছু পাওয়া যেত—এ বৃষ্টি কি আব তা রেখেছে! কাছাকাছি কোথাও কিছু পাওয়া গেল না।

ইন্সপেক্টর। Oh, I see. আচ্ছা—আমরা একবার সব জায়গাগুলো ভালো ক'রে দেখতে চাই। আপনাদের একজন আসুন আমার সঙ্গে। (তারপব সাব-ইন্সপেক্টরের পানে তাকাইয়া) ওহে জীবন-বাবু! এস দেখি একবার—আমাদের preliminary searchএব কাজটা সেরে নেওয়া যাক্।

সাব-ইন্সপেক্টর। Sir, বাইরে যা বৃষ্টি! আপনার বড্ড কষ্ট হবে। আমি একাই না হয সিপাইদের নিয়ে বাইরের কাজটা সেরে আসি।

ইন্সপেক্টর। আর বলো কেন ভায়া—জীবনটাই গেল এই ক'রে ক'রে।

রাতবিরেত, বর্ষাবাদল—এসব কি আর আমাদের ভাবলে চলে!—এস।

তাঁহারা বহির্গমনোদ্যোগী হইতেই ডাক্তার আশাপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন :

ডাক্তার। ইন্সপেক্টরবাবু! শীগ্‌গির আসুন—sense ফিরে আসছে।

ত্বরিতে ইন্সপেক্টর সুজিতের পাশে গিয়া বসিলেন—সকলের নয়নে ও আননে উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষা।

সুজিত। (ক্ষণকাল পরে ক্ষীণ কণ্ঠে) প্রদীপ!—তুমি—তুমি—আমায় —খুন করলে!

বজ্রাহতের মত উপস্থিত সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সুজিতের উপর ঝুঁকিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে রমেশবাবু কহিলেন :

রমেশবাবু। সুজিত! সুজিত! এ তুমি কি বললে? প্রদীপ তোমাকে খুন করেছে? এ হতেই পারে না।

সুজিত আবার জ্ঞান হারাইয়া ফেলিল। ডাক্তার নিষ্ফল ক্রোধে বলিয়া উঠিলেন :

ডাক্তার। এ কি করলেন রমেশবাবু, এ কি করলেন! (তারপর আশ্রমবাসীদের পানে তাকাইয়া অস্থির কণ্ঠে) যান্ যান্—একজন দৌড়ে গিয়ে Hospitalএ একটা phone ক'রে দিয়ে আসুন আমার নাম ক'রে—এখুনি যেন একটা ambulance এখানে পাঠিয়ে দেয়। (একজন ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। সুজিতের হৃদয় পরীক্ষা করিতে করিতে) দেখি, যদি Hospitalএ নিয়ে কিছু করতে পারি।

ইন্সপেক্টর। যাক্—এখন আপনি আপনার কাজ ক'রে যান ডাক্তার-বাবু—আমার কাজ হয়ে গেছে।·· সামসের সিং! ইধার আও। (একজন সিপাই অগ্রসর হইল—করতলে হাতকড়ি। প্রদীপকে নির্দেশ করিয়া) Handcuff লাগাও।

সমীর। (ছুটিয়া আসিয়া প্রদীপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া) এর মানে?—আপনি কি evidenceএ ওকে arrest করছেন? ঐ লোকটির অজ্ঞান অবস্থার একটি ভ্রান্ত কথার কি দাম আছে?

ইন্সপেক্টর। কি দাম সে আদালত বিচার করবে। We are merely servants of the public.

সমীর। Public servant! বিনা প্রমাণে একজন নিরপরাধীকে arrest করছেন—আবার public servant ব'লে বড়াই করছেন!

ইন্সপেক্টর। (তীব্র কণ্ঠে) কি প্রমাণে কাকে arrest করতে হবে, সেটা কি আজ আমায় শিখতে হবে—আপনার কাছে?

রমেশবাবু। না ইন্সপেক্টরবাবু, এ কিছুতেই হতে দেবো না। শুধু সুজিতের ঐ কথাটুকুর ওপর আপনারা প্রদীপকে arrest করতে পারবেন না। আমি জানি—আমরা সকলে জানি—প্রদীপ এমন কাজ কখনো করতে পারে না।

ইন্সপেক্টর। বেশ তো। সে কথা কোর্টেই বলবেন। আপাতত সুজিতবাবুর ঐ কথাটুকুই আমাদের কাছে সব চেয়ে দামী। যে ওঁকে খুন করতে চেষ্টা করেছে—তার নাম যখন ওঁরই মুখ থেকে জানলাম, তখন তো আর আমরা প্রদীপবাবুকে ছেড়ে দিতে পারি না। We must do our duty and we hope to do it without interference.

লীনা। (যেন সম্বিৎহারা দৃষ্টি লইয়া) তুমি—তুমি খুন করবে সুজিতকে !

প্রদীপ। লীনা, বিশ্বাস করো—অন্তত এটুকু বিশ্বাস করো—তুমি যাকে ভালবাসো, তাকে আমি কখনই খুন করতে পারি না।—আমার ভালবাসাকে অন্তত এটুকু মর্যাদা দিও।

লীনা। (প্রদীপের অতি কাছে আসিয়া) আমি কাকে ভালবাসি না-বাসি, সে আমিই জানি। কিন্তু তুমি—সুজিত কেন—তুমি যে কাউকেই মারতে পারো না—সে কথা আমি সমস্ত পৃথিবীর সামনে জোর গলায় বলতে পারি।

ইন্সপেক্টর। (শ্লেষভরা কণ্ঠে) ও! এর মধ্যে আবার love-affairও রয়েছে !···বাঃ, বাঃ! Caseটা তো বেশ জ'মে উঠল দেখছি।

প্রদীপ তীব্র কটাক্ষে ইন্সপেক্টরের পানে তাকাইল—তারপর ঘৃণাকুঞ্চিত আননে শুধু কহিল :

প্রদীপ। আমি প্রস্তুত—কোথায় যেতে হবে, চলুন।

সমীর। প্রদীপ!

প্রদীপ। (স্নেহমাখা কণ্ঠে) সমীর, এত ভেঙে পড়ছিস কেন ?

সমীর। ওরা যে তোকে মিথ্যে অভিযোগে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে !

প্রদীপ। সমীর! যে নতুন সমাজ আমরা গড়ব ব'লে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি—তার উদ্বোধনে এমনি অনেক বাধা, অনেক বিপত্তি আসবে —যার ভিত্তি শুধু মিথ্যের ওপর। কিন্তু ঐটুকুতেই ভেঙে পড়লে চলবে কেন? এই মিথ্যের সঙ্গেই তো আমাদের যুঝতে হবে সমীর! (তারপর শ্লেষের হাসি হাসিয়া ইন্সপেক্টরকে) কৈ, **Monsieur Inspector, what about your handcuff ?**

ইন্সপেক্টরের নির্দেশমত সামসের সিং অগ্রসর হইল—প্রদীপ হাত দুইখানি বাড়াইয়া দিল—লীনা ব্যাকুল আবেগে প্রদীপের সম্মুখে আসিয়া সেই হাত দুইটি আবরিত করিয়া কহিল :

লীনা। না না—এ আমি কিছুতেই হতে দেবো না।

প্রদীপ লীনার পানে চাহিয়া ম্লান হাসিল—তারপর সমীরকে নীরবে চোখের দৃষ্টিতে কি যেন কহিল—সমীর আসিয়া লীনাকে ধরিয়া দাঁড়াইল। লীনা দুঃসহ দুঃখে "দাদা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া সমীরের বুকে মুখ লুকাইল। সমীর তাহার শিরে স্নেহকরুণ পরশ বুলাইতে বুলাইতে বিচলিত কণ্ঠে কহিল :

সমীর। কাঁদিস নে লীনা, কাঁদিস নে। সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রদীপ স্থির নিষ্পন্দ—পুলিস তাহার হাতে হাতকড়ি পরাইয়া দিল। রমেশবাবু বেদনা-বিধুর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন :

রমেশবাবু। প্রদীপ! না, বাবা, না—এত বড় একটা অন্যায় আমি তোমাকে স্বীকার ক'রে নিতে দেবো না।

প্রদীপ। স্বীকার তো আমি করছি না। কেবল অন্যায়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে চাই—একবার দেখব তার কত শক্তি।

রমেশবাবু। প্রদীপ!

প্রদীপ। ভেঙে পড়বেন না রমেশবাবু। মাকে রেখে গেলাম আপনার কাছে।—সমীর, মাকে দেখিস ভাই।

সকলের পানে একবার তাকাইয়া প্রদীপ দৃঢ়পদে অগ্রসর হইল—ইন্সপেক্টর প্রভৃতি তাহার পশ্চাতে চলিল।

পঞ্চম দৃশ্য

মিষ্টার দত্তের প্রাইভেট চেম্বার।

রাত্রি প্রায় একটা। বাহিরে দুর্যোগ থামিয়া গিয়াছে।

মিষ্টার দত্ত যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতেছেন। ঠং করিয়া একটা বাজিল। মিষ্টার দত্ত চমকিয়া সেই দিকে তাকাইলেন। তারপর আর্ম-চেয়ারে আসিয়া শ্রান্ত দেহভার হতাশভাবে বিছাইয়া দিয়া উদ্বেল কণ্ঠে কহিলেন :

মিঃ দত্ত। নাঃ, আর পারি না।...

এমন সময় ভাবাক্রান্ত মুখে শান্তি দুয়ার ঠেলিয়া প্রবেশ করিলেন।

শান্তি। (ম্লান কণ্ঠে) একটু ঘুমোও। আর কতক্ষণ এমনি ক'রে জেগে কাটাবে ?

মিঃ দত্ত। (তীব্র দৃষ্টিতে স্ত্রীর পানে তাকাইয়া) তুমি—তুমি আবার এসেছ ?

শান্তি। আমি চ'লে যাচ্ছি, কিন্তু তুমি একটু ঘুমোও। এমনি ক'রে রাত জাগলে—

মিঃ দত্ত। (ব্যঙ্গভরে) এমনি ক'রে রাত জাগলে।—আহাহা! আমার জন্যে দুশ্চিন্তা একেবারে যেন উথলে উঠছে।...আমার এ অবস্থার জন্যে দায়ী কে ? আমার এই যন্ত্রণা, এই অশান্তি—এ সব কে করেছে ? তুমি—তুমি !

শান্তি। আমায় তুমি অপরাধী করেছ, তাই আমার যা বলবার বলতে এলাম।...আজ যে অশান্তি তুমি পাচ্ছ, তার জন্যে দায়ী কি শুধু আমি ? তোমার লোভ মোহ—এগুলো কি কিছুই করে নি ?

মিঃ দত্ত। তাদের জাগিয়ে রেখেছ তুমি! আমি যদি তাদের কবলে প'ড়ে থাকি, তার জন্যে দায়ী তুমি—আমার সহধর্মিণী। বলো, বলো, তুমি অস্বীকার করতে পারবে—তুমি আমার স্ত্রী হয়েও প্রদীপকে ঠকাতে সাহায্য করো নি? প্রদীপের ওপর আমার মনকে বিষিয়ে রেখেছ তুমি—বলো, রাখো নি?

শান্তি। আজ তুমি এ কথা বলবে জানি। প্রদীপকে ঠকাতে সাহায্য করাটাই আজ বড় হ'ল, কিন্তু সে সাহায্য কেন করেছি, তা তো তুমি বুঝলে না। যেদিন তোমার দাদা তোমার হাতে সম্পত্তি দিযে মারা গেলেন, সেই দিন থেকে দেখেছি, কী ভীষণ হয়ে জাগছিল তোমার মনে প্রদীপকে ঠকাবার ইচ্ছে—তোমার বড়লোক হবার আকাঙ্ক্ষা। সেই দিন থেকে, দেখলাম, তুমি ভুলে গেলে ভালবাসতে —ভুলে গেলে হাসিমুখে দুটো কথা বলতে। কিন্তু মন তো মানতে চায় না! তোমাকে সন্তুষ্ট ক'রে, ভালবাসা না হোক, যদি দুটো হাসিমুখের কথাও শুধু পাই—সেই আশায় তুমি যা করেছ, করতে চেয়েছ, আমি তাতেই সায় দিয়েছি। নইলে প্রদীপের মত ছেলে, দিদির মত মানুষ—এদের ওপর আমার কি এতটুকু বিদ্বেষ থাকতে পারে?

মিঃ দত্ত। আজ এ উচ্ছ্বাস তুমি দেখাবে বইকি। এখন নিজের দোষটুকু ঢাকবার জন্যে সাধু সেজে বসছ—বেশ বেশ! কিন্তু আমার যে ভালবাসা পাবার জন্যে তুমি আমায় এমনি ক'রে···এমনি ক'রে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিয়েছ—সে ভালবাসা কি আর তুমি পাবে!

শান্তি। পাব না জানি। আর আজ আমি তাই চাই। তোমার

অন্যায়ের শাস্তি—তোমার এই অশান্তির যন্ত্রণা। আর আমার পাপের শাস্তি—তোমার ঘৃণা।

রুদ্ধ রোদনের আবেগে তাঁহার দেহ দুলিয়া উঠিল—তিনি দ্রুত চরণে বাহির হইয়া গেলেন। মিষ্টার দত্ত ভাবহীন নয়নের স্থির দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন—ক্ষণকাল পরে ক্ষোভে-ভাঙিয়া-পড়া কণ্ঠে কহিলেন :

মিঃ দত্ত। আজ শুধু আমারি দোষ, আমারি অন্যায়! বেশ!

একটি দীর্ঘশ্বাস কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার মর্মস্থল হইতে বাহির হইয়া আসিল। এমন সময় নেপথ্য হইতে মনোজের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল :

—ভেতরে আসব Sir?—

মিষ্টার দত্ত ভীষণভাবে চমকাইয়া উঠিলেন—কিছু বলিতে গেলেন, কিন্তু এক অজানা ভয়ে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল—শুধু ওষ্ঠাধর দুলিয়া উঠিল। মনোজ ঢুকিয়া পড়িল। মিষ্টার দত্ত ভীতি-বিহ্বল নয়নে তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন। মনোজ দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া উৎসাহপূর্ণ কণ্ঠে কহিতে লাগিল :

মনোজ। Sir, সব ঠিক হয়ে গেল—সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না।

মিঃ দত্ত। (চকিতে উত্তেজিত হইয়া) মনোজ, প্রদীপ—প্রদীপকে—

মনোজ। প্রদীপকে আর খুন করতে হ'ল না।

মিঃ দত্ত। খুন! প্রদীপকে খুন!

মনোজ। সেই জন্যেই গেলাম বটে, তবে তাকে আর খুন করতে হ'ল না।

মিঃ দত্ত। তুমি…প্রদীপকে…খুন করতে গিয়েছিলে!

মনোজ। (একটু বিস্মিত হইযা) সেই রকম কথাই তো ছিল আপনার সঙ্গে।

মিঃ দত্ত। মিথ্যে কথা।

মনোজ। মিথ্যে কথা! আপনি কি ভুলে যাচ্ছেন Sir, প্রদীপকে চিরদিনের মত সবিয়ে ফেলার কথাটা?

মিঃ দত্ত। হ্যাঁ, তোমাকে বলা হয়েছিল সরিযে ফেলতে, যেন জীবনে সে আর আমার পেছনে লাগতে না পারে।

মনোজ। (কণ্ঠে বিদ্রূপেব আভাস) একটা জলজ্যান্ত মানুষকে জীবনের মত সরিযে ফেলার মানে আজ আপনি হঠাৎ বদলে দিতে চাইছেন, ব্যাপার কি Sir?

মিঃ দত্ত। মনোজ, তুমি জানো, আমার কথার ও মানে আমি কখনো তোমায় করতে বলি নি। তুমি তোমার মনগড়া মানে ক'রে আমার ভাইপোকে খুন করতে গিযেছিলে—তুমি কি ভেবেছ, আমি তোমায কখনো ছেড়ে দেবো?

মিষ্টার দত্তেব কথা শুনিতে শুনিতে মনোজের মুখমণ্ডল রোষে রক্তিম হইয়া উঠিতেছিল—কিন্তু তাহাব সহজাত পারদর্শিতাব সহিত মুখখানাকে আবার হাসিতে ভরিয়া প্রসন্ন কণ্ঠে কহিল :

মনোজ। থাক্ Sir, ও মানে নিযে কথা কাটাকাটি ক'রে আর লাভ কি? Let by-gones be by-gones. এখন সুখবরটা শুনুন Sir—প্রদীপ murder-chargeএ!

মিঃ দত্ত। (দুই পা পিছাইযা গেলেন) প্রদীপ murder-chargeএ!

মনোজ। আপনি যা চাইছিলেন, তাই হ'ল—এবার হয়েছে তো?

মিঃ দত্ত। (কথাটা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না) প্রদীপ murder-chargeএ!

মনোজ। হ্যাঁ Sir. এই দেখুন না, একেই বলে—রাখে হরি মারে কে! আপনার কথায় লোক তো লাগালাম, কিন্তু তার ছোরার নীচে এসে পড়ল কে, না সুজিত—আর কি, একেবারে কুপোকাৎ।

মিঃ দত্ত। (হতভম্ব হইয়া) কি বললে?

মনোজ। সুজিত গেল শেষ হয়ে।

মিঃ দত্ত। সুজিত!

মনোজ। আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে আপনার সুবিধে ক'রে দিয়েই সুজিত গেল।

মনোজের কথা আব তাঁহার শ্রবণে প্রবেশ করিল না। আপন মনে তিনি শুধু কহিলেন:

মিঃ দত্ত। সুজিত খুন!

মনোজ। যেটুকু জ্ঞান ছিল, তারি মধ্যে সুজিত ব'লে গেল, প্রদীপই তাকে খুন করেছে। বাস্, আপনার পথ একেবারে সাফ।

'সুজিত খুন। সুজিত খুন!'—বিহ্বল কণ্ঠে বলিতে বলিতে মিঃ দত্ত ঘরের আবেক প্রান্তে চলিয়া গেলেন। মনোজ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল:

মনোজ। ওর জন্যে কিচ্ছু ভাববেন না Sir. একে তো দুদিনের চেনা, তার ওপর ছোকরা আবার পয়লা নম্বর ঝাণ্ট্।

মিঃ দত্ত। তুমি সুজিতকে খুন করেছ!

মনোজ। আমি তো আপনার হুকুমের চাকর—যা বলবেন, করব বইকি। তবে আপনি ঘাবড়াবেন না Sir, এ তো ভালোই হ'ল।

ব্যাপারটা সহজেই মিটে গেল। আপনার ভাইপো না ম'রেও চলল আপনার সুমুখ থেকে—চিরদিনের মত।...তা এবার, Sir, আমার টাকাটা—

মিঃ দত্ত। টাকা! You scoundrel! খুন করেছ—একজন নিরীহ লোককে খুন করেছ—আবার টাকা চাইতে এসেছ!

মনোজ। (ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) মানে? আপনি আমার পাওনা টাকা দেবেন না নাকি?

মিঃ দত্ত। পাওনা! খুনীর আবার পাওনা!

মনোজ। ঠগজোচ্চোরের কাছেই তো খুনীর পাওনা।

মিঃ দত্ত। কী বললে!

মনোজ। কী মেজাজ দেখাচ্ছেন! ওসব চোখ রাঙানি মনোজকে দেখাবেন না, যে আপনার চুরি-জোচ্চুরি-জালিয়াতির নাড়ীনক্ষত্র জানে। বলুন, টাকা দেবেন কি না?

মিঃ দত্ত। মনোজ, তুমি আমার প্রদীপ-বিদ্বেষের সুযোগ নিয়ে আমার কাছ থেকে অনেক টাকা নিয়েছ। কিন্তু আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত শুরু হয়েছে। যাও মনোজ, চ'লে যাও।

মনোজ। তা হ'লে টাকা দেবেন না?

মিঃ দত্ত। ভগবান! এখনো আমায একটা খুনীর সঙ্গে লেনদেন করতে হচ্ছে!

মনোজ। আপনি যে এতটা ভগবদ্ভক্ত—এ তো আগে জানা ছিল না। কিন্তু কাজ হাসিল ক'রে ভড়ং দেখিয়ে টাকা না দেওয়াটা আপনার ওই ভগবান সহ্য করলেও, মনোজ করবে না Mr. Dutt.

মিঃ দত্ত। যাও, যাও, তুমি বেরিয়ে যাও। তোমার নিশ্বাস লাগিয়ে আর আমার পাপের বোঝাকে বাড়িয়ে তুলো না।

মনোজ। (ব্যঙ্গোক্তি করিয়া) বাঃ, বিজয় দত্ত, বাঃ! টাকা মারবার জন্যে চমৎকার ঢং দেখিয়ে, অ্যাক্টো ক'রে কথা বলছেন দেখছি!

মিষ্টার দত্ত দুঃসহ ক্রোধে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া দুইটি হাত দৃঢ়ভাবে মুষ্টিবদ্ধ করিলেন—তারপর খুলিয়া ফেলিয়া শুধু কহিলেন :

মিঃ দত্ত। যাও, মনোজ, বেরিয়ে যাও, আমার চোখের সুমুখ থেকে, আমার বাড়ী থেকে, আমার ত্রিসীমানা থেকে। যাও, যাও।

মনোজ। আচ্ছা, দেখা যাবে। কাল যখন খুনী বিজয় দত্তকে হাত-কড়া দিয়ে থানায় নিয়ে যাবে, তখন বুঝবে, বিজয় দত্ত, মনোজের ছোবলে কতখানি বিষ! এই আমি চললাম থানায়। কাল সারা শহর—সারা শহর জানবে, বিজয় দত্ত জালিয়াৎ—বিজয় দত্ত জোচ্চোর—বিজয় দত্ত খুনী! হাঃ হাঃ হাঃ!

ক্রূর হাসির সহিত বলিতে বলিতে মনোজ বাহির হইয়া গেল। অসহ্য ক্রোধে কম্পমান মিষ্টার দত্ত মনোজকে প্রাণান্তিক দৃঢ় মুষ্টিতে যেন কণ্ঠরুদ্ধ করিয়া মারিবেন, তাহারি জন্য মনোজের পশ্চাতে ছুটিয়া যাইতে যাইতে দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। মনোজের ক্রূর কথাগুলি সহসা তাঁহার হৃদয়কে যেন হিমপবশনে বিকল করিয়া দিল—কম্পিত কণ্ঠে তিনি কহিলেন :

মিঃ দত্ত। মনোজ···বলবে··পুলিসকে! 'পুলিসকে বলবে!···আমি

খুনী ! আমি খুনী ! কাল সারা দেশ জানবে—আমি জালিয়াৎ—আমি খুনী !

বলিতে বলিতে আকুল আবেগে হাত তুলিয়া জানু পাতিয়া তিনি মাটিতে বসিয়া পড়িলেন—ভীতি-বেদনার্ত ক্রন্দনোচ্ছল কণ্ঠে শুধু বলিতে পারিলেন :

মিঃ দত্ত। ভগবান্! আমায় বাঁচাও।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বৃষ্টি-ধোওয়া আকাশখানি প্রভাতী আলোয় উজ্জ্বল। জলহারা কয়েকখানি সাদা মেঘ সেই আলোর পরশে ঝলমল করিয়া মুক্ত আনন্দে দীপ্ত নীলিমার বুকে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

লীনার ড্রইং-রুম। কোচে আসীনা প্রদীপের মা, যেন বিষাদমূর্তি। প্রদীপের মায়ের এক পাশে দীপ্তি, আরেক পাশে হিরণ্ময়ী দেবী উপবিষ্টা। লীনা প্রদীপের মায়ের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া—হাত দুইটি কৌচের উপর রাখা। যে দুর্ঘটনার তীব্র দুশ্চিন্তা সারারাত্রি ধরিয়া তাহাদের কাহাকেও চক্ষু মুদিতে দেয় নাই, তাহা সকলের আননেই গাঢ় কালিমা লেপিয়া দিয়াছে।

লীনা। আমি তো বরং ভগবানকে ধন্যবাদ দি মাসীমা। এই আঘাতটা সুজিতের ওপর না প'ড়ে যদি ওর ওপরেই পড়ত! আমার তো সে কথা ভাবতেও ভয় হয়।

প্রদীপের মা। কিন্তু লীনা, এ আমার কিছুতেই বিশ্বেস হয় না। প্রদীপ—আমার প্রদীপকে কে মারতে চাইবে? কেনই বা চাইবে?

লীনা। ওর কত শত্রু জানো তো।

দীপ্তি। স্বার্থ নিয়েই বেঁচে থাকা যাদের উদ্দেশ্য—প্রদীপদার আদর্শ, প্রদীপদার কাজের ধারা যে তাদের প্রাণ-কাঁপানো আঘাত দিয়েছে মাসীমা!

প্রদীপের মা। ভগবান! এ তোমার কি খেলা! প্রদীপ চিরদিন মানুষকে ভালবেসেই এল—আর আজ সেইটেই হ'ল ওর অপরাধ!

হিরণ্ময়ী। তুমি ভেবো না দিদি। অবিনাশবাবু নিজেই গেছেন—দেখো, প্রদীপের কিচ্ছু হবে না।

প্রদীপের মা। আর কি হবে হিরণ্ময়ী! যা হবার, তা তো হয়েই গেছে। প্রদীপ—আমার প্রদীপ আজ খুনের দায়ে—(হৃদয়ভারে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল)

লীনা। তুমি এত ভেঙে প'ড়ো না মাসীমা।

প্রদীপের মা। দাঁড়াব কিসের জোরে মা। আমার যে আর কিছুই রইল না লীনা! (অশ্রু আসিল চক্ষু ভরিয়া)

লীনা। মাসীমা, তুমি দেখো, এত বড় আঘাত ভগবান কখনো তোমায় দেবেন না। সুজিত তার ভুল স্বীকার করবেই।

প্রদীপের মা। কিন্তু···কিন্তু সুজিত যদি না বাঁচে—তবে?

সহসা কাহারও উত্তর যোগাইল না।

হিরণ্ময়ী। না না, সে কি হয়! সুজিত বাঁচবেই—তুমি দেখো দিদি, সুজিত—

প্রদীপের মা। (বাধা দিয়া) লীনা, চল্ তোরা—আমায় একবার নিয়ে চল্ সুজিতের কাছে—এখনো হয়তো সময় আছে।

সেই মুহূর্তে নেপথ্য হইতে রমেশবাবুর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল, "দীপ্তি। লীনা!"—ডাকিতে ডাকিতে তিনি প্রবেশ করিলেন। পরিশ্রমে, দুর্ভাবনায় খিন্ন-ক্লিষ্ট তাঁহার মূর্তি। পশ্চাতে হারু, তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দিয়াই চলিয়া গেল। তাঁহার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে হিরণ্ময়ী দেবী গুণ্ঠন টানিয়া অন্তঃপুরের দ্বারের আড়ালে চলিয়া গেলেন।

দীপ্তি ও লীনা। রমেশবাবু!

প্রদীপের মা। (ব্যাকুল কণ্ঠে) রমেশবাবু! এসেছেন! রমেশবাবুর অভিমুখে ত্বরিত চরণে অগ্রসর হইয়া) রমেশবাবু, সুজিতের—

রমেশবাবু। আমি hospital থেকেই আসছি, দিদি। আঘাতটা খুব গুরুতর হ'লেও একেবারে প্রাণান্তিক হয় নি। Hospitalএ যাবার পরেই সুজিতের জ্ঞান ফিরে এসেছে। এখন আর ভয় নেই।

প্রদীপের মা। (ব্যগ্র আনন্দে) বেঁচেছে! সুজিত তা হ'লে বেঁচেছে! তবে আর কোনো ভয় নেই রমেশবাবু?

লীনা। (উল্লসিত কণ্ঠে) আমি তোমায় বলি নি মাসীমা, কিছু হবে না! দেখলে তো? এবার এখুনি তোমার প্রদীপকে ছেড়ে দিচ্ছে—আর ভেবো না।

রমেশবাবু। (ব্যথাভরে) তা হয়তো দেবে না লীনা।

লীনা। দেবে না! কেন?

রমেশবাবু। পুলিস সুজিতের কাছ থেকে যে জবানবন্দি নিয়ে গেছে, তাতে সুজিত স্পষ্ট বলেছে, প্রদীপই তাকে খুন করবার জন্যে ছোরা মেরেছে।

সকলে স্তব্ধ হইয়া পড়িল।

প্রদীপের মা। সুজিত এখনো কি এ কথাই বলছে?

লীনা। (আপন মনে) Scoundrel!

প্রদীপের মা। পুলিস—পুলিস বিশ্বেস করেছে সুজিতের কথা?

রমেশবাবু। করেছে দিদি। তাই তো আমাদের—

প্রদীপের মা। (জ্বালাময় কণ্ঠে) বিশ্বেস করেছে! এত বড় মিথ্যেকে তারা বিশ্বেস করেছে! রমেশবাবু, নিয়ে চলুন আমায়, নিয়ে

চলুন। আমি দেখব, মিথ্যের কত বড় শক্তি—আমি দেখব, মিথ্যের ষড়যন্ত্র কতখানি ভয়ংকর!

উদ্দীপিত উত্তেজনায় তাঁহার দুর্বল দেহ কাঁপিতে লাগিল। রমেশবাবু ভীত হইয়া তাঁহার দুই হাত ধরিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন:

রমেশবাবু। দিদি! দিদি! এত উত্তেজনা আপনার সইবে না।

প্রদীপের মা। উত্তেজনা! মিথ্যের জোরে আমার প্রদীপকে ধ'রে নিয়ে গেছে, আর আপনি বলছেন উত্তেজনা!·· না না, রমেশবাবু, আমি মিনতি ক'রে বলছি—নিয়ে চলুন আমায়!

রমেশবাবু। দিদি! অবিনাশবাবু নিজে গেছেন—জামিন তিনি পাবেনই।

প্রদীপের মা। না না, আমি কোনো কথা শুনব না—আমি যাবই। সত্যের মুখোশ-পরা ঐ লোকগুলোর সামনে আমায় একবার নিয়ে চলুন রমেশবাবু!

এমন সময় কতকগুলি দ্রুত চরণের ধ্বনি ভাসিয়া আসিল। পরক্ষণেই প্রদীপ, সমীর, মিহির ও অবিনাশবাবু প্রবেশ করিলেন। শ্রম-ক্লিষ্ট রাত্রি-জাগরণ, উদ্বেগ-তপ্ত দুর্ভাবনা—সব কিছু যেন সকলের আকৃতিতে প্রত্যক্ষ চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।

প্রদীপ প্রবেশ করিয়াই 'মা' বলিয়া দুই ব্যগ্র বাহু প্রসারিত করিয়া ছুটিয়া আসিল আনন্দে—তাহার দৃঢ় আলিঙ্গনের মাঝে মায়ের দিশাহারা দেহকে টানিয়া লইল। নিমেষে মায়ের বিহ্বলতা কাটিয়া গেল। নিবিড়তম তৃপ্তিতে প্রদীপকে আপনার বক্ষে আকুল আবেগে চাপিয়া ধরিলেন—তাঁহার প্রগাঢ় কণ্ঠে শুধু ধ্বনিয়া উঠিল:

প্রদীপের মা। প্রদীপ! আমার প্রদীপ!

প্রদীপ। (অর্ধস্ফুট কণ্ঠে) মা!···মাগো, তুমি এত ভাবছিলে কেন মা?

প্রদীপের মা। (অশ্রুমাখা হাসিভরে) না না—কে বলে আমি ভাবছিলাম! আমি তো—

প্রদীপ। উঁহুঁ, তোমার মুখ বলছে, চোখ বলছে। 'না' বললেই আমি শুনলাম আর কি!···আচ্ছা মা, বলো তো, এত উতলা হয়ে পড় কেন? অবিনাশবাবু নিজে গেছেন জামিন দিতে—আমায় না ছেড়ে পারে?

প্রদীপের মা। (উদ্বিগ্ন কণ্ঠে) অবিনাশবাবু, প্রদীপকে তো আপনি নিয়ে এলেন—কিন্তু সুজিতের ঐ মিথ্যে অভিযোগ? সুজিত কি এখনো তাব ভুল বুঝবে না?

সমীর। ভুল বুঝবে! তুমি কি পাগল হয়েছ মাসীমা? ও যে নিজে রয়েছে এই ষড়যন্ত্রের আড়ালে!

প্রদীপের মা। সুজিত! তুই বলছিস কি সমীর?

সমীর। ঠিকই বলছি। মাসীমা, প্রদীপকে খুন করবার জন্যে ঐ সুজিতই তো সব করেছে!···কিন্তু বেচারা—বোড়ের চালে একটু ভুল হয়ে গেল, তাই নিজেই বসেছিল মরতে।

প্রদীপের মা। তবে?

অবিনাশবাবু। আপনি কিছু ভাববেন না দিদি। আমি আছি—এ ষড়যন্ত্র আমি ফাঁস করবই।

সমীর। মাসীমা! যত দিন লাগে লাগবে—যত টাকা লাগে ঢালব—কিন্তু এ ষডযন্ত্র আমরা expose করবই।

প্রদীপের মা। কী ব'লে যে তোদের আশীর্বাদ করব সমীর! প্রদীপকে বাঁচাবার জন্যে—

প্রদীপ। শুধু প্রদীপকে বাঁচাবার জন্যে নয় মা। আজ এ step আমাদের নিতেই হবে সত্যকে বাঁচাবার জন্যে—সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে।

সমীর। দেখছ না মাসীমা, দিনে দিনে অন্যায় অবিচার কেমন ক'রে সত্যের টুঁটি চেপে ধরছে! দেখছ না, কেমন ক'রে সত্যকে পৃথিবী থেকে মুছে ফেলবাব জন্যে মিথ্যে আজ প্রাণপণ শক্তিতে উঠে প'ড়ে লেগেছে!

প্রদীপ। জানো মা, আজ আমরা আমাদের সমস্ত উপায়—সমস্ত শক্তি নিয়ে মিথ্যের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছি। এবার আমরা জাগিযে তুলব বিদ্রোহীর আহ্বান। যদি মিথ্যের শক্তি থাকে যোঝবার, সাড়া দিক তাবা সে আহ্বানে—লড়ুক তারা মুখোমুখী এসে।

মিহির। সাড়া তারা দেবে, কিন্তু আড়ালে থেকে—লডবেও তারা জানি, কিন্তু লুকিয়ে থেকে—ভীরু কাপুরুষের মত। তাদের অর্থ আছে, ক্ষমতার স্পর্ধাও আছে--তারি জোরে তারা সত্যকে দাবিয়ে দিতে চায়। আবার ন্যায়ের মুখোশ প'রে লোকের বাহবাও কুড়োতে চায। তাদের সেই মুখোশ খুলে ফেলতে হবে—তাদের বীভৎস মূর্তিকে লোকের সামনে ধ'রে দিতে হবে। তাই, এ ষড়যন্ত্রকে প্রকাশ করাই হবে এখন আমাদের সবচেয়ে বড কর্তব্য।

সমীর। আর এই কর্তব্যকে সফল ক'রে তোলার মধ্য দিয়েই আমরা পাব আমাদের ভাবী সমাজ-গঠনের প্রথম উপকরণ।

অবিনাশবাবু। (রমেশবাবুর পানে তাকাইয়া) চলুন রমেশবাবু, এখুনি যেতে হবে ব্যারিস্টার ঘোষালের বাড়ী।···মিহির, সমীর! তোমাদের কোথায় কোথায় যেতে হবে মনে আছে তো? শীগগির ক'রে বেরিয়ে পড়বে কিন্তু। দীপ্তি মা, তুমি আজ এখানেই থাক, কেমন?

দীপ্তি। হ্যাঁ বাবা, আমি এখানেই আছি।

অবিনাশবাবু। (প্রদীপের মাকে) তবে আসি দিদি।···আপনি কিচ্ছু ভাববেন না—প্রদীপ আমার মিহিরের চাইতে কিছু কম নয়। আসুন রমেশবাবু।

রমেশবাবুকে লইয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

দীপ্তি। মাসীমা, তুমি সারারাত জেগে আছ। আর নয়। চলো, এবার একটু শোবে চলো।

প্রদীপের মা। (প্রদীপের পিঠে হাত বুলাইয়া স্মিতমুখে) না রে, আমার কিছু হবে না।

প্রদীপ। হ'ল না মা, হ'ল না।

প্রদীপের মা। কি হ'ল না রে?

প্রদীপ। পারলে না তুমি বীরজননী হতে। ভাবনা চিন্তায় এত অধীর হ'লে কি আর বীরজননী হওয়া যায়! মা, তোমার সেরা গর্ব—তুমি বীরজননী—আজ তবে ভাঙল তো?

প্রদীপের মা। হ্যাঁ, তুই বললেই ভাঙল আর কি। চল্ দীপ্তি, আমরা যাই। ও ভাবছে ওর জন্যে আমি বুঝি ভেবেই অস্থির।

সমীর। (রহস্যভরে) বিলক্ষণ! ওর জন্যে ভেবে অস্থির হবে তুমি?

হুঁঃ! এ কথা কেউ নাকখত দিয়ে বললেও তো আমি বিশ্বেস করব না মাসীমা।

সকলে হাসিয়া উঠিল।

প্রদীপের মা। (হাসিমুখে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) দাঁড়াও, তোমায় দেখাচ্ছি।

লীনা। আর তোমায় দেখাতে হবে না— তুমি চলো তো এখন।

লীনা ও দীপ্তি প্রদীপের মাকে দুই দিক হইতে ধরিয়া একপ্রকার টানিয়া লইয়াই চলিল।

সমীর। (প্রদীপকে) কী বিচ্ছু ছেলেই হয়েছ বাবা! এমন ভোগানটাই ভোগালে যে, এখন ক্ষিদেয় পেট একেবারে 'ত্রাহি মাং' ডাক ছাড়ছে। উঃ! (প্রদীপ হাসিয়া উঠিল) হাসো বাবা হাসো। চলো মিহির, এবার আমরা একটু—

মিহির। না না, সমীর, দেরি হয়ে যাবে।

সমীর। আরে, ক্ষেপেছ ভায়া, দেরি হয়!…কি জানো মিহির, এখন মাথায় এক ঘটি জল আর পেটে এক কাপ চা না পড়লে, ভাই, একেবারে 'নট নডন-চডন'। চল্ প্রদীপ, তুইও চল্।

প্রদীপ। যাচ্ছি, তোরা যা।

সমীর ও মিহির ভিতরে চলিয়া গেল। প্রদীপ জানালার কাছে দাঁড়াইয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিল। লীনা প্রবেশ করিল। পদশব্দ বুঝিয়াও প্রদীপ ফিরিয়া তাকাইল না। মুহূর্তকাল অপেক্ষা করিয়া লীনা ডাকিল:

লীনা। শোনো!

প্রদীপ ফিরিল।

প্রদীপ। ও, লীনা!

লীনা। তোমাকে মাসীমা চান-টান সেরে নিতে বললেন।

প্রদীপ। থাক্ না—এত তাড়া কিসের!

তারপর দুইজনেই নীরব। কয়েক মুহূর্ত। অবশেষে লীনা বলিয়া উঠিল:

লীনা। তুমি আমার ওপর খুব রাগ করেছ, না?

প্রদীপ। (হাসিয়া) আমি! মোটেই না। রাগ আমি কারুর ওপরেই করি না।

লীনা। ঐটেই তো তোমার রাগের কথা।...সত্যি, আমার দোষ হয়ে গেছে। তুমি আমায় ক্ষমা করো।

প্রদীপ। দোষ! তোমার! (হাসিয়া উঠিল) বরং, দোষ যদি কারুর হয়েই থাকে, সে আমার। মানুষের সব চেয়ে ঘৃণ্য, সব চেয়ে হীন যে দোষ হতে পারে, আমি তাই করেছি।

লীনা। তুমি!

প্রদীপ। হ্যাঁ।

লীনা। যাক্ গে। তোমার দোষ তোমার দেখবার জিনিস—

প্রদীপ। না লীনা, সেটা তোমারি দেখবার জিনিস। তাই ক্ষমা আমি তোমার কাছেই চাইছি।...কত বড় অপরাধ আমি করেছি, জানো লীনা? তুমি যাকে ভালবাসো তাকে গুরুতর আঘাত করার দায়ে আজ আমি অভিযুক্ত!

লীনা। ভালো আমি কাকে বাসি, সে আমিই জানি। কিন্তু তুমি কেন মিথ্যে একটা ধারণা আঁকড়ে রেখে নিজেকে দোষী মনে করছ?

প্রদীপ। লীনা, মিথ্যে ধারণা নিয়ে প্রদীপ কখনো চলে না—আর তাই

নিয়ে নিজেকে সে দোষীও মনে করে না। সত্যি বলছি লীনা, তোমার সুজিতকে খুন করতে যাব আমি! তুমি সুজিতকে ভালবাসো—

লীনা। (অধীর হইয়া) আমি কাকে ভালবাসি, সে কি তুমি জানো না?

প্রদীপ। জানি। তাই তো বলছি, সুজিতকে মারবার কল্পনাও আমি কখনো কবতে পারি না লীনা। তুমি বিশ্বাস করো—বিচারে হয়তো আমি দোষীও হয়ে যেতে পারি—কিন্তু তবুও লীনা, তখনো তুমি জেনো—তুমি যাকে ভালবাসো, তাকে আমি কখনো আঘাত করতে পারি না।

লীনা। (ম্লান হাসিয়া) দেখছি, তুমি শুধু বাইরের মিথ্যেব সঙ্গেই লড়াই করছ—মনের মধ্যে যে মিথ্যে ধারণা র'য়ে গেছে, তাকে মুছে ফেলবার কোনো ইচ্ছে বা চেষ্টা—কিছুই তোমার নেই।

প্রদীপ। মনের মাঝে মিথ্যের প্রশ্রয় নেই ব'লেই বাইরের মিথ্যেকেও সইতে পাবি না।

লীনা। সত্যি! তবে কেন সুজিতের কথাটাকে এখনো আঁকড়ে ধ'রে আছ? তুমি কি বোঝো নি, সুজিতকে আমি কি চোখে দেখি?

প্রদীপ। বুঝেছি বইকি। আর সেই চরম বোঝাই তো আমার অনেক সাধের স্বপ্নটিকে ভেঙে দিয়েছে।

লীনা। আমার বিশ্বাস ছিল, ভালবাসা কখনো ভুল বোঝে না।

প্রদীপ। আমারও সেই রকম একটা বিশ্বাস ছিল। কিন্তু দেখলাম, ভালবাসাই ভুল বোঝে—তাই আমি তোমায় ভুল বুঝেছিলাম। দেখলাম, ভালবাসাই ভুল করে—তাই আমিও ভুল করেছিলাম

তোমায় আমার সব আশা আনন্দের উৎস মনে ক'রে। কিন্তু তুমি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে আমার ভুল, আমার বোকামি।···ভালোই করেছ লীনা। কি পাব আর কি পাব না, তার হিসেব-নিকেশ ক'রেই জীবনের পথে চলা ভালো—একদিক থেকে তবু নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

লীনা। সেই ভালো। আমাকেও তুমি নিশ্চিন্ত করলে।—একটা ভুল ধারণা নিয়ে চলেছিলাম। তোমাকে পেয়ে অনেক সুখে, অনেক গর্বে ভেবেছিলাম—জীবনের সঙ্গী আমার মিলেছে। (চোখে জল আসিয়া পড়িল) যাক্, আমার সেই মিথ্যে আশাকে ভেঙে তুমি আজ আমায় ভারমুক্ত করলে। ধন্যবাদ।···তবুও, একটা কথা—তুমি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাও, কেমন? কিন্তু আজ বুঝলাম—সেটা তোমার কেবল লোক-দেখানো মহত্ত্ব। সত্যকে তুমি জানো না—সত্য কি, তুমি বোঝো না।

প্রদীপ। (ললাট কুঞ্চিত করিয়া) সত্যকে আমি জানি না—সত্য কি, আমি বুঝি না।

লীনা। না। তা হ'লে ভালবাসাও বুঝতে—আমাকেও চিনতে।

প্রদীপ। (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) তবে···তুমি সুজিতকে চাও না?

লীনা। সে কথার উত্তর কি তুমি নিজের মনে খুঁজে পাও নি?

প্রদীপ। তবে কেন ওর সঙ্গে এত বন্ধুত্ব, এত ঘনিষ্ঠতা—

লীনা। সে কৈফিয়ৎ কি আমায় দিতেই হবে?

প্রদীপ। (ম্লান কণ্ঠে) কৈফিয়ৎ নয় লীনা। তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইব, এত অভদ্র আমি নই।···লীনা, সুজিতকে বন্ধু করেছিলে—ভালোই তো। কিন্তু আমাকে কেন অমন ক'রে অপমান করতে? আমি তো কোনো দোষ করি নি।

লীনা। তুমি বুঝবে না—তা বোঝবার মত প্রাণ তোমার নেই। যদি ভালবাসা জানতে—তবেই বুঝতে।

প্রদীপ। লীনা।

প্রদীপ আসিয়া লীনার হাত ধরিল। লীনা জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইবার প্রয়াস করিতে করিতে তীব্র কণ্ঠে বলিতে লাগিল :

লীনা। ছেড়ে দাও! তোমরা সব সমান—তুমি, সুজিত—তোমরা সব সমান। অহংকার আর প্রবঞ্চনাই তোমাদের স্বভাব। ছেড়ে দাও।

প্রদীপ। লীনা, আমার অন্যায় হয়ে গেছে—ভয়ংকর অন্যায় হয়ে গেছে। তুমি আমায় ক্ষমা করো।

লীনা। আমায় এমন ক'রে অপমান করলে—আবার ক্ষমা চাইছ। লজ্জা করে না?

প্রদীপ। তোমায় ভুল বুঝে অপমান করেছি—কিন্তু কতখানি দুঃখে তোমায় ভুল বুঝেছি, তা কি তুমি জানো না লীনা? আমি যা বলেছি, যা করেছি—সে শুধু আমার অভিমানের নালিশ—তাকে তুমি উপেক্ষা ক'রো লীনা! বলো লীনা, বলো—(বলিতে বলিতে লীনাকে বাহুর মাঝে টানিয়া আনিল) আমার সব দোষ তোমার একটি কথায় মুছে দাও—নইলে যে নিজের কাছে আমি বড় ছোট হয়ে যাচ্ছি লীনা।

লীনা। (অশ্রুভরা অভিমানে) কেন তুমি আমায় এমনি ক'রে আঘাত করো?

প্রদীপ। তুমিও তো আমায় আঘাত করেছ। আমার ওপর অভিমান যদি তোমার হয়েইছিল—কেন তবে আমায় সব বললে না? কেন এমনি ক'রে নিজেও দুঃখ পেলে—আমাকেও দুঃখ দিলে?

লীনার অশ্রুসজল মুখে হাসির মৃদু আলো ফুটিয়া উঠিল। প্রদীপের শার্টের কলার নাড়িতে নাড়িতে তাহার চোখে চোখ রাখিয়া লীনা কহিল :

লীনা। দুঃখ পেয়েছিলাম ব'লেই তো দুঃখ দিয়েছি।

প্রদীপ। (মৃদু হাসিয়া) প্রতিশোধ নিলে—কেমন ? (লীনার কেশপাশের মধ্য দিয়া অঙুলি চালাইতে চালাইতে) লীনা, তুমি আমায় ঠিকই চিনেছ—অহংকারই আমার সব।

লীনা। (স্নিগ্ধ তৃপ্তিতে) লীনা যে তার অহংকারী প্রদীপকেই চায়, তা কি তুমি জানো না ?

এমন সময় নেপথ্য হইতে হারুর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল, "দাদাবাবু!" লীনা একটু দূরে সরিয়া গেল। প্রদীপ দ্বারের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল :

প্রদীপ। কে, হারু ?

হারু। (প্রবেশ করিয়া) আজ্ঞে হঁ্যা। একটি বাবু এয়েছেন—আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। (প্রদীপের হাতে একখণ্ড কাগজ দিল)

প্রদীপ। (পড়িয়া) এ কি ! মনোজবাবু ! এখানে !

লীনা। কোন্ মনোজ ? কাকাবাবুর secretary ?

প্রদীপ। হঁ্যা। যাও হারু, বাবুকে এখানে নিয়ে এস। (হারু চলিয়া গেল) লীনা, দেখলে, তোমায় ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গে আজ সবাইকে ফিরে পাচ্ছি।

লীনা। কেমন, আর ঝগড়া করবে কখনো ?

প্রদীপ। উঁহুঁ, কক্‌খনো নয়।

লীনা। তুমি কথা বলো, আমি যাচ্ছি। বেশী দেরি ক'রো না কিন্তু!

লীনা ভিতরে চলিয়া গেল। ক্ষণকাল পর মনোজ প্রবেশ করিল—রুক্ষসূক্ষ্ম মূর্তি।

প্রদীপ। এই যে আসুন মনোজবাবু! বসুন। (মনোজ বসিল) তারপর ?···কাকাবাবুর খবর কি ?

মনোজ। তাঁর কোন্ খবর চান ?

প্রদীপ। কেন ? সব খবর।

মনোজ। তিনি আজ আমাদের খবরাখবরেব বাইরে।

প্রদীপ। কি বলছেন আপনি ?

মনোজ। ঠিকই বলছি প্রদীপবাবু। তিনি আজ যেখানে পৌঁছেছেন, সেখানে যেতে আমাদের ভয় হয়।

প্রদীপ। আচ্ছা, আপনি এখন যেতে পারেন মনোজবাবু।

মনোজ। না, আমি যাব না। আমি আপনাব কাছে এসেছি ন্যায় বিচারের দাবি নিয়ে।

প্রদীপ। Court খোলা আছে—সেখানেই যাবেন।

মনোজ। সেখানে যাবার আগে যে আপনার কাছেই আমার সব বলা দরকার। কারণ, সুজিতবাবুকে আঘাত করার দোষ চেপেছে আপনার ঘাড়ে। অথচ আসল দোষী আড়ালে থেকে মজা লুটছে।

প্রদীপ। আসল দোষী! আপনি তাকে জানেন মনোজবাবু?

মনোজ। জানি ব'লেই তো আপনার কাছে এসেছি প্রদীপবাবু! যে অন্যায় চোখের ওপর ঘটতে দেখেছি, তা আমার মনকে বিষিয়ে দিয়েছে। বলুন প্রদীপবাবু, আসল দোষী যে, তাকে আপনি কখনো ছেড়ে দেবেন না ?

প্রদীপ। পাগল হয়েছেন! তাকে দেবো ছেড়ে!

মনোজ। কথা দিন আপনি, সুজিতকে যে খুন করতে বসেছিল, তার উপযুক্ত শাস্তি—

প্রদীপ। আঃ, ভণিতা রেখে নাম বলুন—বলুন, কে এ কাজ করেছে ?

মনোজ। আপনার কাকা।

প্রদীপ। (তড়িৎস্পৃষ্টের মত) আমার কাকা ?

মনোজ। হ্যাঁ, বিজয় দত্ত—আপনার কাকা—যাকে আপনার দেবতার মত বাবা বিশ্বেস ক'রে সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছিলেন, আপনার সেই কাকা।

প্রদীপ। (স্থির কণ্ঠে) আপনার প্রমাণ আছে ?

মনোজ। না থাকলে কি আর এমনি এসেছি ! প্রদীপবাবু, এ সব-কিছু করা হয়েছিল আপনাকে মারবার জন্যে।

প্রদীপ। আমাকে !

মনোজ। হ্যাঁ। কিন্তু ভগবান আপনাকে বাঁচিয়েছেন। কি বলব প্রদীপবাবু, আমার সমস্ত প্রাণ জ্ব'লে পুড়ে যাচ্ছে। আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল, আপনাকে খুন করবার জন্যে এ চেষ্টা তিনি করবেনই।

প্রদীপ। আপনি তবে আগেই জানতেন এ সব ?

মনোজ। সব আর জানতাম কই ! তা হ'লে কি আর এ দুর্ঘটনা ঘটতে দিতাম ? আপনাকে সরিয়ে ফেলতে তো অনেক দিন ধ'রেই চাইছেন—আপনার বাবার উইলটি জাল করবার পর থেকেই—(প্রদীপ জানালার কাছে গেল—মনোজ তাহার পশ্চাতে যাইতে যাইতে বলিয়া চলিল) আমিই আপনার বাবার দোহাই দিয়ে কোনো রকমে ঠেকিয়ে রাখতাম। তারপর, এই সেদিন হঠাৎ আমায় ডেকে কি বললেন, শুনবেন ? বললেন, "মনোজ,

কত টাকা চাও—প্রদীপকে খুন করতে হবে।”…পারলাম না—আমার সমস্ত মন এক নিমেষে ক্ষেপে উঠল—আমি বললাম, “টাকা দিয়ে, Sir, কিনতে চান মনোজকে ?” বিজয়বাবু ব’লে উঠলেন, “দশ হাজার, বিশ হাজার—তুমি যা চাও তাই দোব।” কিন্তু তিনি মনোজকে চেনেন নি—টাকায় মনোজ কখনো ভোলে না। যা হোক, সেদিন তো রেগে-মেগে চ’লে এলাম। তারপর চুপচাপ। ভাবলাম, শত হোক আপনার বাবার মত মহাপ্রাণ লোকেরই ভাই তো—ও সব কি আর করতে পাবেন। কিন্তু কোথায় কি। হঠাৎ কাল রাতে ডেকে নিয়ে আমায় শোনালেন, “মনোজ টাকাও পেলে না, অথচ আমার কাজ যা তা হয়ে গেল। প্রদীপ murder-chargeএ।” ব’লে, মশাই, তাঁর সে কী হাসি! ভয় পেয়ে আমি তক্ষুনি সেখান থেকে চ’লে এলাম।

ধীরে নত শিরে প্রদীপ কৌচে আসিয়া বসিল—মনোজও আসিয়া বসিল তাহার সম্মুখে। ক্ষণকাল পর মাথা তুলিয়া প্রদীপ চাহিল মনোজের চোখে—স্থির দৃষ্টিতে, তারপর কহিল :

প্রদীপ। আপনি সাক্ষী দিতে পারবেন ?

মনোজ। নিশ্চয়।

প্রদীপ। পুলিসে এখুনি সব ব’লে বিজয় দত্তের নামে warrant আনতে পারবেন ?

মনোজ। নিশ্চয়।

প্রদীপ। তবে চলুন—এখুনি।

মনোজ। (একটু যেন দ্বিধাভরে) একটা কথা।…দেখুন, আমার statement যদি malicious ব’লে উড়িয়ে দেয় ?

প্রদীপ। সে ভার আমাদের—চলুন আপনি।

মনোজ। আরেকটা কথা। দেখুন প্রদীপবাবু, যে বিবেকের খোঁচা খেয়ে আপনার কাছে সব বলতে এলাম, সেই বিবেকই যে আবার খোঁচা দিচ্ছে। শত হোক, মনিব তো—এত দিন খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। ওঁর বিরুদ্ধে যে এজাহার হবে, তার সঙ্গে নিজের নামটা জড়িয়ে ফেলতে মন যেন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না। বিবেক-বুদ্ধিকে অস্বীকার ক'রে কাজটা করা কি উচিত হবে? তার চেয়ে বরং আমি নিজে সব খোঁজখবরগুলো দেবার ভার নিচ্ছি—যা করবার তা আপনারাই করুন—আমি না হয় আড়ালেই থাকি, কি বলেন?

প্রদীপ। ও! তাতে আর আপনার বিবেকে লাগবে না, কেমন?

মনোজ। আজ্ঞে না, বিশেষ কিছু নয়। ন্যায়ের জন্যে, ধর্মের জন্যে সেটুকু আমায় করতেই হবে।

প্রদীপ। তা মন্দ নয়।...আচ্ছা মনোজবাবু, বিজয় দত্ত আপনাকে কত টাকা দিতে চেয়েছিলেন?

মনোজ। দশ হাজার, বিশ হাজার! কিন্তু মনোজকে পটাবে টাকার লোভ দেখিয়ে? হেঃ হেঃ হেঃ।

প্রদীপ। তা তো বটেই। আচ্ছা, আপনি আপাতত কত পেয়েছেন? আর বাকিই বা কত?

মনোজ। কোন্ পাওনার কথা বলছেন? মাইনে হিসেবে—

প্রদীপ। না, এই প্রদীপকে খুন করবার জন্যে।

মনোজ। (একেবারে যেন হতভম্ব হইয়া) তার জন্যে আমায় টাকা দেবে কেন! তবে, হ্যাঁ, লোভটা খুবই দেখিয়েছিলেন বটে। কিন্তু সে লোভে কি আর আমি পড়ি মশাই? সেই কথাই তো আপনাকে বলছিলুম এতক্ষণ।

প্রদীপ। তা বটে, তা বটে। দশ বিশ হাজারের লোভে কি আর আপনি পড়েন! ও কটা টাকা তো আপনার কাছে কিছুই নয়। সে কি আর আমি জানি না মনোজবাবু? তা বেশ, তা বেশ—তবে এখানে এসেছেন কি লোভে প'ড়ে, সেই কথাটা একবার খুলেই বলুন না—শোনা যাক।

মনোজ। সে তো আপনাকে আগেই বলেছি—কোনো টাকা-পয়সার মতলব আমার নেই। আমি এসেছি ন্যায়ের জন্যে, ধর্মের জন্যে—

প্রদীপ। Shut up, you scoundrel! জোচ্চুরি, ভণ্ডামি, ধাপ্পাবাজিরও একটা সীমা আছে। তুমি বিজয় দত্তকে নষ্ট করেছ, খুনী বানিয়েছ—আবার এসেছ আমায় ভোলাতে? যাও, বেরোয়—বেরিয়ে যাও!

মনোজ। আহাহা! আপনি যে আমায় বড্ড ভুল বুঝছেন—

প্রদীপ। ভুল বুঝব—তোমাকে!...যাও, যাও, নইলে এখুনি আমি তোমায় পুলিসে দেবো।

মনোজ। (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া হাসিয়া উঠিল) আমাকে পুলিসে দেবেন? তা দিন না, ভালোই হবে—আপনার ঐ খুনী কাকাকে সঙ্গে নিয়েই ফাঁসীকাঠে ঝুলব। বংশের সে কলঙ্কটুকু না হয়, একটু মুখ বুজে স'য়েই যাবেন। (আবার হাসিল) যাক—আসি তবে। Good-bye! Wish you good luck!

কুটিল হাসি হাসিতে হাসিতে মনোজ বাহির হইয়া গেল। প্রদীপের আনন হইতে সমস্ত ভাবচিহ্ন যেন নিশ্চিহ্নে মিলাইয়া যাইতে লাগিল—কৌচে বসিয়া দুই করতলে সে মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। সমীর প্রবেশ করিল—গায়ে গেঞ্জি, বাঁ দিকের কাঁধে একটা টাওয়েল, হাতে চিরুনি—স্নান-সিক্ত চুলগুলি আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে বলিল:

সমীর। এই দেখ, rascalটা ঘুমোচ্ছে! ওরে প্রদীপ, ঘুমোস না—ওঠ্ শীগগির। যা, চান-টান সেরে নে গে।

প্রদীপ মুখ তুলিয়া সমীরের পানে তাকাইল শূন্য দৃষ্টিতে। তাহার ভাবহীন স্থির দৃষ্টি দেখিয়া সমীর মাথা আঁচড়ানো থামাইয়া ফেলিল। নিকটে আসিয়া প্রদীপকে নাড়া দিয়া উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলিয়া উঠিল:

সমীর। প্রদীপ! তোর হয়েছে কি? (প্রদীপ নীরব। প্রদীপের কাঁধে হাত দিয়া) প্রদীপ! প্রদীপ, তোর হ'ল কি বল্ না?

প্রদীপ। (উঠিয়া) কিছু না ভাই।

ধীরে সে জানালার ধারে গেল—কিছুক্ষণ বাহিরে তাকাইয়া রহিল, তারপর সমীরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিতে লাগিল—মুখে তাহার দুঃসহ ব্যর্থতায় ভাসিয়া-ওঠা উপহাসের হাসি:

প্রদীপ। সমীর! মিথ্যে, সব মিথ্যে! আমরা একটা ভুয়ো কল্পনা নিয়ে রঙিন স্বপ্নের পেছনে ছুটছিলাম। Fools! We are all fools—wretched fools!

প্রদীপের হাসি—প্রদীপের দৃষ্টি—প্রদীপের কথা—সব কিছু সমীরকে চিন্তাগ্রস্ত করিয়া ফেলিল। উদ্বেগ-অধীর অন্তরে সে প্রদীপের কাছে গেল, তাহার দুই বাহু ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া প্রশ্ন করিল:

সমীর। প্রদীপ! তোর কি হয়েছে—এ সব তুই কি বলছিস?

প্রদীপ। সমীর, মানুষকে বদলাবি! মানুষের স্বভাবে আনবি পরিবর্তন! (অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া উঠিল) মানুষ কাল যেমন ছিল—আজও তেমনি আছে—কালও তেমনি থাকবে। রাগ হিংসা লোভ মোহ, নীচতা হীনতা, জঘন্য কামনা বাসনা—এরা সব মানুষকে পেয়ে

বসেছে। সমস্ত কালের জন্যে মানুষ এদের কেনা হয়ে গেছে।··· The regeneration of man !—That foolish idea—that fond dream of armchair philosophers and boastful reformers !—যাক, সব কিছু শেষ হয়ে যাক—একেবারে শেষ হয়ে যাক।

প্রদীপ দ্রুত চরণে দুয়ার-অভিমুখে অগ্রসর হইল। বিস্ময়াভিভূত সমীর পশ্চাৎ হইতে ডাকিয়া কহিল :

সমীর। প্রদীপ! প্রদীপ! চললি কোথায়?

দুয়ারের কাছে গিয়া প্রদীপ দাঁড়াইল—ক্ষণকাল মাটির দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর মাথা তুলিয়া স্থির কণ্ঠে শুধু কহিল :

প্রদীপ। প্রতিশোধ নিতে।

সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

সমীর। প্রদীপ! প্রদীপ!

সেই মুহূর্তে লীনা প্রবেশ করিল।

লীনা। কি হয়েছে দাদা?

সমীর। (লীনাকে দেখিয়াই) এই যে লীনা! লীনা, প্রদীপটা কেমন যেন হয়ে গেল।

লীনা। ও কোথায় গেল দাদা?

সমীর। বেরিয়ে গেল।

লীনা। কোথায়?

সমীর। কিছু তো ব'লে গেল না। শুধু বললে, "প্রতিশোধ নিতে।"

লীনা। দাদা, তুমি শীগগির যাও। মনোজ এসেছিল—নিশ্চয় কিছু

হয়েছে। তুমি গিয়ে শীগগির ওকে ফিরিয়ে আনো। ও যে একেবারে পাগল! কি ক'রে ফেলবে কে জানে!

সমীর। আমি চললাম লীনা।

সমীর লীনার গায়ে টাওয়েলটা ফেলিয়া দিল—চিরুনিটা ছুঁড়িয়া ফেলিল কৌচের উপর—তারপর ঝড়ের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। লীনা ত্বরিত চরণে দ্বারের কাছে গিয়া দাঁড়াইল ব্যাকুল উৎকণ্ঠাভরা দৃষ্টি লইয়া।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বেলা প্রায় এগারোটা। মিঃ দত্তের প্রাইভেট চেম্বার।

ঘরের জানালা বন্ধ—দুয়ার বন্ধ। অন্ধকার ঘরখানিকে প্রায় ভরিয়া ফেলিয়াছে। শুধু ভেন্টিলেটর ও ঝিলমিলি দিয়া দিনের খণ্ড আলো আসিয়া ঘরভরা অন্ধকারের বুকে জ্বলিতেছে।

মিঃ দত্ত অস্থির চরণে পদচারণা করিতেছেন, পরিধানে গতরাত্রির স্লিপিং সুট। শান্তি একটু দূরে দাঁড়াইয়া স্বামীর পানে তাকাইয়া আছেন। একটি আলোকরশ্মি তাঁহার হাসিহারা মুখখানির উপর। মিঃ দত্ত সহসা পদচারণা থামাইয়া একটি পথমুখী জানালার কাছে গেলেন—অতি সন্তর্পণে অর্ধেক খুলিয়া কি যেন দেখিলেন। সূর্যের প্রখর আলো অধমুক্ত পথ বাহিয়া মিঃ দত্তের অকরুণ দুর্ভাবনার গ্লানি-মলিন মুখে আসিয়া পড়িল। ত্বরিতে তিনি জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন—তারপর শিক ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে বাহির-হওয়া একটি গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মাথা যেন শ্রান্তিভারে নত হইয়া আসিল।

শান্তি। কিছু দেখলে ?

মিঃ দত্ত। (মুখ তুলিয়া চাহিলেন, ক্ষণকাল তাকাইয়া রহিলেন—তারপর) না।

শান্তি। (ম্লান হাসিয়া) জানি।

মিঃ দত্ত। (একটু ইতস্তত করিয়া) তবে—

শান্তি। (তাঁহার কথার রেশ ধরিয়া) তবে কারা যেন তোমার বাড়ীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তাই না ?

মিঃ দত্ত। (ক্লিষ্ট কণ্ঠে) তুমি বিশ্বেস করছ না শান্তি ?

শান্তি। বিশ্বেস তো করেইছি—নইলে আর দিনের বেলায় অমন ক'রে জানলা দরজা বন্ধ রাখতে দি !

মিঃ দত্ত। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) ভালোই করেছ শান্তি। তবু হয়তো ··হয়তো কিছুক্ষণ আড়াল পাব।

শান্তি। ওগো, আমার একটা কথা রাখ, একটু শোবে চলো।

মিঃ দত্ত। শোবো ! তুমি কি পাগল হয়েছ শান্তি ! (শান্তির খুব নিকটে গিয়া) যদি···যদি ওরা চ'লে আসে !

শান্তি। জেগে থাকলেই কি ওদের আসা বন্ধ হবে ?

মিঃ দত্ত। (কিছু আগ্রহভরে) তবু হয়তো···(সহসা যেন গভীর হতাশায় ভাঙিয়া পড়িয়া করতলে মুখ ঢাকিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন)

শান্তি। (তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া) একটু যদি ঘুমোতে পার, দেখবে মনের অনেক ভার ক'মে যাবে।

মিঃ দত্ত। (অধীর হইয়া) ঘুম ! ঘুম ! ঘুম ! ঘুম আমার কোথায় যে আমি ঘুমোব !

সহসা তিনি উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন, চকিতে ত্রস্ত চরণে জানালার কাছে গেলেন, রুদ্ধ নিশ্বাসে জানালা অর্ধমুক্ত করিয়া দেখিলেন, তারপর বন্ধ করিয়া ক্লান্ত দেহভার যেন টানিয়া আনিয়া ধীরে আরাম-কেদারার উপর এলাইয়া দিলেন—ভীতি-উত্তেজিত বক্ষ তাঁহার তখনো দ্রুত নিশ্বাসে কাঁপিতেছে।

শান্তি। (ব্যথাভরে) ওগো, সারারাত অমন করেছ, দিনটা আর অমন ক'রে কাটিও না। (তাঁহার কাছে আসিয়া) চলো, লক্ষ্মীটি, একটু শোবার চেষ্টা করবে চলো, আমার কথা রাখো।

মিঃ দত্ত। শান্তি, তুমি আমার একটা কথা রাখবে ?

শান্তি। (আগ্রহভরে) বলো।

মিঃ দত্ত। যাও, তুমি একটু বিশ্রাম ক'রে নাও গে। সারারাত ব'সে এই…(আপন মনে হাসিয়া) ভীরু খুনীটাকে পাহারা দিয়েছ।

শান্তি। কতবার বলব যে আমার এতটুকু কষ্ট হচ্ছে না।

মিঃ দত্ত। আর হ'লেই বা কি। আমিই যে তোমায় যেতে দিচ্ছি না।

শান্তি। (অর্ধস্ফুট কণ্ঠে) যেতে তো আমি চাই নি।

এমন সময় নেপথ্য হইতে কাহার চরণধ্বনি ভাসিয়া আসিল। অমনি ভীতি-উৎকর্ণ মিঃ দত্ত দাঁড়াইয়া পড়িলেন—শান্তির হাত ধরিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন :

মিঃ দত্ত। শান্তি—ঐ—ঐ এল বোধ হয় !

শান্তি। (স্বামীকে ধরিয়া) কেউ না, কেউ না। তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন ?

মিঃ দত্ত। ভয় ? (ক্ষণকালের জন্য নীরব হইয়া শুনিলেন—দরজায় টোকা পড়িল, চকিত অন্তরে সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন) না না, শান্তি, ঐ শোনো।

বাহির হইতে বেয়ারার কণ্ঠস্বর আসিল :

বেয়ারা। হুজুর!

শান্তি। (উদ্বেগে ধরিয়া-রাখা নিশ্বাস ছাড়িয়া) ঐ তো, ও তো বেয়ারা।

মিঃ দত্ত। (সন্দিগ্ধ কণ্ঠে) বেয়ারা! বেয়ারা কি চায়?

বেয়ারা। (বাহির হইতে কণ্ঠস্বর একটু চড়াইয়া) হুজুর!

মিঃ দত্ত। তবে পুলিস এসে গেছে শান্তি—এসে গেছে! (শান্তিকে দ্বারের পানে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে) তুমি যেও না শান্তি, যেও না—আমি—আমি—

বেয়ারা। (কণ্ঠস্বর আরো চড়াইয়া) হুজুর! ম্যানেজার সাহেব এসেছেন।

মিঃ দত্ত। (ভীতি-ভরা প্রশ্নে) ম্যানেজার!

শান্তি। এখানে ডেকে আনতে বলি?

মিঃ দত্ত। না না না—

শান্তি। না কেন? কারুর সঙ্গে দেখা করবে না, এতে যে সন্দেহ আরো বেড়ে যাবে।

মিঃ দত্ত। বাড়ুক। তুমি ম্যানেজারকে যেতে ব'লে দাও, আমি দেখা করব না।

শান্তি। (দরজা না খুলিয়া) বেয়ারা, ম্যানেজারকে যেতে ব'লে দাও, সাহেবের শরীর খারাপ—এখন দেখা হবে না।

বেয়ারা। (বাহির হইতে) ম্যানেজার সাহেব বলছিলেন, খুব জরুরী কাজ মা।

মিঃ দত্ত। শুনেছ, শান্তি, শুনেছ! বলছে জরুরী কাজ! কি কাজ আমি যেন বুঝি না।

শান্তি। (তাঁহার কথার সঙ্গে সঙ্গেই বেয়ারাকে বলিয়া চলিলেন) কাজের কথা পরে বলবেন, এখন যেতে ব'লে দাও।

বেয়ারা। আচ্ছা মা।

শান্তি। (ফিরিয়া স্বামীর চোখে চোখ রাখিয়া) কেন তুমি কারুর সঙ্গে দেখা করছ না?

মিঃ দত্ত। ওরা যে সবাই পুলিসের লোক—জরুরী কাজের দোহাই দিয়ে দেখে যেতে চায়, আমি কি করছি, কি বলছি।

শান্তি। হ্যাঁ, সবাই পুলিসের লোক আর কি!

মিঃ দত্ত। সবাই, শান্তি, সবাই। আজ আমাকে টেনে নামাবার সুযোগ পেয়েছে, কেউ ছাড়বে না। (অতি ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া) কেউ যে আমায় পছন্দ করে না, শান্তি।

শান্তি। কিন্তু এমন ক'রে কদিনই বা লুকিয়ে থাকবে?

মিঃ দত্ত। (ব্যর্থতার হাসি হাসিয়া) কদিন! আজই হয়তো নিয়ে যাবে—বিজয় দত্তের হাতে হাতকড়ি দিয়ে নিয়ে যাবে।

মিঃ দত্ত আরাম-কেদারায় আবার দেহভার এলাইয়া দিলেন—শান্তি শিয়রে দাঁড়াইয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে মিঃ দত্ত মৃদু কণ্ঠে ডাকিলেন:

মিঃ দত্ত। শান্তি!

শান্তি। বলো।

মিঃ দত্ত। আজ সব হারাতে ব'সে কেবলি আবার—(উথলিত হৃদয়ের আবেগ উছলিয়া উঠিতে চাহিল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি নির্বাক হইয়া গেলেন। ক্ষণপরে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) শান্তি!

শান্তির নীরব উত্তর আসিল তাঁহার কোমল হস্তের সমবেদনাময় প্রগাঢ় পরশনে। মিঃ দত্ত তাঁহার হাতখানি আপন হাতে টানিয়া আনিলেন—তারপর ম্লান-মধুর কণ্ঠে বলিলেন:

মিঃ দত্ত। শান্তি! তোমার নাম ধ'রে ডাকতে আজ বড ভালো লাগছে।

মর্মোচ্ছ্বাসে বাণীহারা শান্তির কণ্ঠে ধ্বনিল শুধু একটি কথা :

শান্তি। ডাকো।

মিঃ দত্ত। শান্তি। (নিবিড তৃপ্তিতে নীরব হইয়া রহিলেন, তারপর যেন সহসা-জাগিয়া-ওঠা চাঞ্চল্যে দাঁড়াইয়া পড়িলেন, অস্থির চরণে পদচারণা আরম্ভ করিলেন, আর অধীর কণ্ঠে বলিয়া চলিলেন) না না—পারব না—পারব না।

শান্তি। কি পারবে না ?

মিঃ দত্ত। ধরা দিতে পারব না শান্তি, পারব না।

শান্তি। কিন্তু এমনি ক'রে তিলে তিলে জ্ব'লে পুডে মরা—এও যে অসহ্য। শুধু নাম যশ হারাবার ভয়ে—

মিঃ দত্ত। (স্ত্রীর হাত দুইটি আপন স্পন্দিত হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া) তা নয় শান্তি, তা নয়। বিজয় দত্ত · ফাঁসীকাঠে ঝুলে মরবে। (শান্তি শিহরিয়া উঠিলেন) তুমি শিউরে উঠছ শান্তি ?

শান্তি। (উদ্বেলিত ক্রন্দন কণ্ঠে চাপিয়া) না না, শিউরে উঠব কেন ? তুমি যা করেছ, তার যে শাস্তি ভগবান আমায় দেবেন, তাই আমি সইব।

মিঃ দত্ত। কিন্তু আমার যে বাঁচতে ইচ্ছে করছে শান্তি। ভালো কোনোদিন বাসি নি—আজ বুঝছি শান্তি, কী জিনিস আমি হারিয়েছি।

শান্তি। তুমি তো হারাও নি, খুঁজে তো পেয়েইছ।

মিঃ দত্ত। তাই তো আমি বাঁচতে চাই শান্তি, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে বাঁচতে চাই—জীবনে নতুন ক'রে বাঁচতে চাই।

শান্তি। কিন্তু এই মিথ্যে দিয়ে নতুন ক'রে বাঁচবে কিসের জোরে?

এমন সময় নেপথ্য হইতে অতিক্রান্ত চরণের ধ্বনি ভাসিয়া আসিয়া তাঁহার শ্রবণে মর্মান্তিক আঘাত করিল—তীব্র ভীতিতে আত্মবিস্মৃত বিজয় দত্তের কণ্ঠে শুধু বাজিয়া উঠিল :

ঐ, ঐ! এসে গেছে শাস্তি—শাস্তি!—

শান্তি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

মিঃ দত্ত। (সন্দিগ্ধ কণ্ঠে) কোথায় যাচ্ছ শান্তি?

শান্তি। (স্থির কণ্ঠে) তোমায় বাঁচাতে। আমি জানি, ভগবান তোমায় আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন না, কিছুতেই না। তোমায় আজ সব খুলে বলতে হবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে দুয়ারে বাহির হইতে ধাক্কা পড়িল। শান্তি দ্রুতপদে দুয়ার-অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

মিঃ দত্ত। (আর্ত কণ্ঠে) শান্তি, শান্তি, ও কি করছ—ও কি করছ?

বলিতে বলিতে বিজয় দত্ত ছুটিলেন শান্তির পশ্চাতে কিন্তু তিনি দুয়ারের কাছে পৌঁছাইতে না পৌঁছাইতেই শান্তি দুয়ারের খিল খুলিয়া ফেলিলেন—বিজয় দত্ত দুয়ার বন্ধ করিবার ব্যাকুল প্রচেষ্টায় হাত তুলিতেই দুয়ার খুলিয়া গেল বাহিরের ধাক্কায়। দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মানা প্রদীপের মা। দুর্দম বিস্ময়ে স্বামী স্ত্রী দুইজনেই স্তম্ভিত নিস্পন্দ হইয়া গেলেন—শুধু তাঁহাদের বিমূঢ় কণ্ঠ হইতে বাহির হইল :

মিঃ দত্ত। বউদি!

শান্তি। দিদি!

প্রদীপের মা অধীর চরণে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একেবারে মিঃ দত্তের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন—তারপর ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন :

প্রদীপের মা। ঠাকুরপো, আমার ছেলেকে ভিক্ষে দাও। কিছু তোমার কাছে কোনো দিন চাই নি—কোনো দিন কিছু চাইব না—শুধু আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও!

মিঃ দত্তের মাথা নত হইয়া আসিল।

শান্তি। (উদগ্রীব অনুনয়ে) দিদি, আজ সবাই ওঁকে ভুল বুঝছে—তুমিও ওকে ভুল বুঝো না।

প্রদীপের মা। তুইও আমায় ভুল বুঝিস নে শান্তি। আজ আমি কোনো নালিশ নিয়ে আসি নি। (মিস্টার দত্তকে) ঠাকুরপো, মায়ের প্রাণের প্রার্থনা নিয়ে আজ তোমার কাছে এসেছি, আমায় ফিরিয়ে দিও না ঠাকুরপো—আমার প্রদীপকে বাঁচতে দাও!

মিঃ দত্ত। (প্রদীপের মায়ের দৃষ্টি হইতে আপনাকে আড়াল করিবার চেষ্টা করিয়া) আমি ··মানে···প্রদীপের হয়েছে কি?

প্রদীপের মা। আর মিথ্যে দিয়ে নিজেকে ঢেকো না ঠাকুরপো। তুমি জানো না, প্রদীপের কি হয়েছে?···ঠাকুরপো, সুজিত তোমার প্রিয়পাত্র হতে পারে, কিন্তু প্রদীপ কি কেউই নয়? তাকে শুধু ঠকিয়ে, তাড়িয়ে তুমি শান্তি পেলে না, তাকে মেরে ফেলতেও তোমার বাধছে না?

মিঃ দত্ত। (সূচিবিদ্ধ অন্তরে) কে বললে ও কথা—কে বললে তোমায় —আমি—আমি—

প্রদীপের মা। তুমি চাও নি—চাও নি প্রদীপের সর্বনাশ! কেন তবে মনোজকে পাঠালে প্রদীপের কাছে?

মিঃ দত্ত। (হতবাক্ বিস্ময়ে) মনোজকে!

প্রদীপের মা। হ্যাঁ। বলো, কেন পাঠিয়েছ?

মিঃ দত্ত। আমি পাঠিয়েছি!

প্রদীপের মা। বলো, ঠাকুরপো, কেন তুমি এমনি ক'রে প্রদীপের সর্বনাশ করছ? (বেদনার উচ্ছ্বাস আর রুধিয়া রাখিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া ফেলিলেন) কেন—কেন? প্রদীপ তোমার কী সর্বনাশ করেছে?

মিঃ দত্ত সহসা তাঁহার ভীতিময় বিহ্বলতা দূরে ফেলিয়া প্রদীপের মায়ের একেবারে সম্মুখে আসিয়া ব্যগ্র মিনতিতে কহিলেন:

মিঃ দত্ত। বিশ্বাস ক'রো না বউদি, মনোজ যা বলেছে বিশ্বাস ক'রো না।

শান্তি। দিদি, মনোজকে উনি তাড়িয়ে দিয়েছেন, তাই সে মিথ্যে ওঁর নামে লাগিয়েছে। তুমি বিশ্বাস ক'রো না দিদি।

প্রদীপের মা। তুমি পাঠাও নি মনোজকে?

মিঃ দত্ত। না না, আমি কেন পাঠাব?

প্রদীপের মা। (ক্ষীণ হাসি হাসিয়া) বাঃ! ঠাকুরপো, আমাকে এড়াবার উপায়টা এবার ভালোই বার করেছ। যাক্, বলবার আর আমার কিছুই নেই, শুধু কেবল একটা অনুরোধ ক'রে যাচ্ছি ঠাকুরপো, আর মিথ্যের বোঝা ভারী ক'রে তুলো না—বইতে পারবে না, কিছুতেই পারবে না।

দ্রুত প্রস্থান।

মিঃ দত্ত। শান্তি, আমার সব আশা শেষ হয়ে গেল, শান্তি—সব আশা!

শান্তি। ওগো, তুমি মিথ্যে উতলা হচ্ছ। মনোজ ওসব কথা প্রদীপকে হয়তো বলেই নি—

মিঃ দত্ত। ক্ষেপেছ শান্তি! মনোজ বলবে না! ও তো থানায় গিয়েই সব বলত। পাছে আবার নিজে জড়িয়ে পড়ে, এই ভয়েই গিয়েছে প্রদীপকে উস্কে দিতে। আর প্রদীপ—উঃ! প্রদীপ আজ আমাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছে—একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে।

শান্তি। ওগো—

মিঃ দত্ত। সান্ত্বনা? সান্ত্বনা আর কি দেবে শান্তি? জেল—জেল—প্রদীপ হাসিমুখে তার দরজা খুলে দিচ্ছে।...উঃ!...একবার—অন্তত একবার যদি মনোজের দেখা পেতাম! যত টাকা লাগে দোব, তবু একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখব বাঁচবার।

শান্তি। তুমি আবার মনোজকে চাইছ?

মিঃ দত্ত। হ্যাঁ হ্যাঁ, চাইছি—আমার বাঁচতে হবে শান্তি, আমায় বাঁচতে হবে।

বাহিরে বেয়ারা "হুজুর" বলিয়া দাঁড়াইল।

মিঃ দত্ত। কি চাই?

বেয়ারা। মনোজবাবু এসেছেন।

মিঃ দত্ত। (নন্দিত বিস্ময়ে) মনোজবাবু!—ডেকে নিয়ে আয়, যা যা, ডেকে নিয়ে আয় এখানে।

বেয়ারার প্রস্থান।

শান্তি। না না, তুমি ওর সঙ্গে দেখা করতে পারবে না।

মিঃ দত্ত। শান্তি, তুমি বুঝছ না—আমায় বাঁচতে হবে, বাঁচতে হবে।

শান্তি। শেষটায় ঐ মনোজকে দিয়েই নিজেকে বাঁচাবে! ওগো, সে বাঁচার কি কোনো দাম আছে?

মিঃ দত্ত। ও ছাড়া এখন আর আমার বাঁচবার কোনো পথ নেই শান্তি। প্রদীপ সব জেনেছে।

মনোজ। (বাহির হইতে) May I come in Sir ?

শান্তি ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন।

মিঃ দত্ত। কে, মনোজ! এসো, এসো।

মনোজ। (হাসিমুখে প্রবেশ করিয়া মিঃ দত্তের পায়ের কাছে নত হইয়া) পায়ের ধুলো দিন Sir, কাজ একেবারে হাসিল।···কাল, Sir, আপনি যা চ'টে গেছলেন, তাই তো আজ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম একেবারে সুখবর নিয়ে।

মিঃ দত্ত। সুখবব! কি সুখবর?

মনোজ। Sir, ভাববেন না আমি টাকার জন্যে এ সব করছি। আপনার মত মনিবের কাছে টাকা চাইবার দুর্মতি যেন আমার আর কখনো না হয়।

মিঃ দত্ত। না না, টাকার ওপর তোমার লোভ নেই তা আমি জানি। কি হয়েছে, কি হয়েছে তাই বলো।

মনোজ। Sir, এমন ঘাবড়ে দিয়েছি আপনার ভাইপোটিকে একটি মোক্ষম চালে যে, বাছাধন এবার সব দোষ নিজের ঘাড়ে নেবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

মিঃ দত্ত। (অদম্য বিস্ময়ে) বলো কি! প্রদীপ নিজের ঘাড়ে সব দোষ নিচ্ছে! তুমি সব কথা তাকে বলবার পরেও—

মনোজ। এই দেখ।···ক্ষেপেছেন Sir, আমি সব কথা বলব প্রদীপকে! আপনার সেক্রেটারী আমি—বোকাও নই, নেমকহারামও নই।

মিঃ দত্ত। তুমি প্রদীপের কাছে গিয়েও তাকে কিছুই বললে না—

মনোজ্ঞ। (বাধা দিয়া) বললাম বইকি। তবে সব উল্টো ক'রে। ওঁকে বুঝিয়ে দিলাম, মকদ্দমা চালাতে গেলে অনেক কেলেঙ্কারি বেরিয়ে পড়বে—উনি যে সব মেয়েদের নিয়ে ওঠা-বসা করেন, তাদের সবাইকে কোর্টে গিয়ে দাঁড়াতে হবে—ওঁর চরিত্রদোষের জন্যে যে আপনি ওঁকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সে সব কথা প্রমাণ হ'যে বংশের কলঙ্ক হয়ে থাকবে, বাপ খুড়োর সুনামে দাগ লেগে যাবে। তার চেয়ে সোজাসুজি কোর্টে গিয়ে সব দোষ স্বীকার ক'রে নিলে লেঠা চুকে যায়—শাস্তি আর এমন কি হবে, বড় জোর না হয় ৫।৭ বছর জেল।

মিঃ দত্ত। ৫।৭ বছর জেল। খুনী মামলায়!

মনোজ্ঞ। খুনী মামলা আর রইল কোথায় Sir, সুজিত যে বেঁচে উঠেছে।

মিঃ দত্ত। সুজিত—সুজিত বেঁচে উঠেছে।

মনোজ্ঞ। আজ্ঞে হ্যাঁ Sir. কেন, আপনি সে খবর পান নি?

মিঃ দত্ত। (উথলিত আগ্রহে) সুজিত বেঁচেছে। তুমি ঠিক জানো মনোজ্ঞ, সুজিত বেঁচেছে?

মনোজ্ঞ। হ্যাঁ Sir. মনোজ্ঞ কি বেঠিক কথা বলে কখনো?

মিঃ দত্ত। সুজিত বেঁচেছে। যাক্, বাঁচালে মনোজ্ঞ।

স্বস্তির স্নিগ্ধ স্বাদে পরিতৃপ্ত মর্মস্থল দোলাইয়া এক সুগভীর নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল—শ্রান্ত দেহখানি তিনি চেয়ারে এলাইয়া দিলেন।

মনোজ্ঞ। এবার তা হ'লে—

মিঃ দত্ত। বাকী সব আমি পরে শুনব। আজ তুমি যাও মনোজ্ঞ।

মনোজ্ঞ। যে আজ্ঞে Sir. ··আবার কবে আসব? মানে টাকার

জন্যে নয়—ও কথা আমি ভাবছিই না, আপনার মত মনিবের পায়ে প'ড়ে থাকব, এই আমার সৌভাগ্য—হাতে তুলে যা দেবেন, তাই মাথায় ক'রে নিয়ে যাব।

মিঃ দত্ত। আচ্ছা আচ্ছা, এখন তুমি যাও মনোজ, ও সব কথা পরে হবে।

মনোজ। আচ্ছা Sir.

মিঃ দত্তের পায়ের ধূলা লইয়া মনোজ বাহির হইয়া গেল।

মিঃ দত্ত। শান্তি, শান্তি! (শান্তি প্রবেশ করিতেই ত্বরিতে উঠিয়া শান্তির দুই বাহু ধরিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া উঠিলেন) শান্তি, আমি বেঁচেছি—আমি বেঁচেছি!

শান্তি। না, তুমি বাঁচো নি।

মিঃ দত্ত। বাঁচি নি?·· যাক্ যাক, ও কথা যাক। আমি আর কীই বা করতে পারি বলো? প্রদীপ যখন নিজের ঘাড়েই সব দোষ চাপিয়ে নিলে—

শান্তি। হ্যাঁ, চাপিয়ে নিলে—শুধু তোমাকে বাঁচাবার জন্যে। আমি পাশের ঘর থেকে সবই শুনেছি।

মিঃ দত্ত। (ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) তুমি কি তাই মনে করো?

শান্তি। এ ছাড়া আর কি মনে করতে পারি বলো?

মিঃ দত্ত। কিন্তু ভেতরের কথা মনোজ তো প্রদীপকে নাও বলতে পারে।

শান্তি। ও, তুমি বুঝি মনোজের কথাগুলো বিশ্বাস করেছ? মনোজের কালকের শাসানি কি ভুলে গেলে? তোমার ওপর প্রতিশোধ নেবার সুযোগ ও সহজে ছেড়ে দেবে ভাবছ? আর প্রদীপের

কথা ও যা বললে, সে তো ছেলেভুলোনো কথার মত। তুমি কি ভেবেছ মনোজের ঐ কতগুলো বাজে কথায় মিথ্যে ভয় পেয়ে প্রদীপ দোষ নেবে নিজের ঘাড়ে? এ কি তুমি কল্পনাও করতে পার?

মিঃ দত্ত। দেখ শান্তি, কল্পনাব ওপর জীবন চলে না। মানলাম, প্রদীপ আমাকে বাঁচাতে চেয়েছে—মানলাম, এটা তার মহত্ত্ব। এর জন্যে তার জেল হবে বড জোর পাঁচ-সাত বছরেব—এই পাঁচ-সাতটা বছর ওর জীবনে আর কতটুকু! কিন্তু আমি—এই পঞ্চাশ বছরের বুড়ো বিজয় দত্ত! আজ আমি এই যে বেঁচে ওঠবার সুযোগ পেলাম, এ যদি হাবাই তবে জীবনটাতে নতুন ক'রে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা আমার চিরদিন—চিরদিনের মত শেষ হয়ে যাবে।··· না না, শান্তি, আমায় বাঁচতে হবেই।

শান্তি দুয়ারেব দিকে অগ্রসর হইলেন।

মিঃ দত্ত। এ কি শান্তি, কথাটা শেষ না হতেই চললে?

শান্তি। হ্যাঁ—একেবাবেই চললাম।

মিঃ দত্ত। কি বলছ শান্তি? কোথায় যাবে তুমি?

শান্তি। জানি না। তবে তোমার কাছে আর নয়—এ বাড়ীতে আর নয়।

মিঃ দত্ত। এ সব কি বলছ তুমি!

শান্তি। জীবন ভ'রে আমি তোমায় পাপের পথে ঠেলে দিয়েছি, কিন্তু আর নয়। ভগবান যদি আজ আমার কথা শোনেন তবে তাঁর কাছে শুধু এই আমার প্রার্থনা—অলুক্ষুণে আমি, আমার পাপের প্রভাব নিয়ে দূরে স'রে যাচ্ছি—তিনি যেন তোমায় রক্ষা করেন।

মিঃ দত্ত। শান্তি, শান্তি, কেন এ কথা বলছ? তুমি দেখো, এবার আমি সত্যিই ভালো হয়ে বাঁচব।

শান্তি। ভালো হয়ে? তুমি ক্ষেপেছ। একটা নির্দোষ ছেলের বিনিময়ে তুমি যে জীবন রাখতে চাইছ, সে কখনো ভালো হয়— কখনো সুন্দর হয়!

মিঃ দত্ত। (অসহিষ্ণু হইয়া) আমি তবে করব কী?

শান্তি। প্রদীপকে বাঁচাও—যেমন ক'রে হোক বাঁচাও।

মিঃ দত্ত। বেশ। প্রদীপের জন্যে আমি সব চেয়ে ভালো ব্যারিস্টার লাগাচ্ছি—

শান্তি। ব্যারিস্টার। (ক্ষীণ হাসিয়া) প্রদীপের সমীর থাকতে তার কি কোনো ত্রুটি হয়েছে মনে করো? তবু প্রদীপ সব ঠেলে ফেলেছে শুধু তোমায় বাঁচাবার জন্যে—তাও কি বুঝতে পারছ না?

মিঃ দত্ত। এটা নয়, ওটা নয়, তবে আমি কি করব?

শান্তি। প্রদীপের সঙ্গে দেখা করো।

মিঃ দত্ত। (তড়িৎস্পৃষ্টের মত) প্রদীপের সঙ্গে দেখা করব।

শান্তি। হ্যাঁ, প্রদীপের সঙ্গে দেখা করবে

মিঃ দত্ত। পাগল, পাগল, তুমি পাগল হয়ে গেছ শান্তি। প্রদীপের সঙ্গে দেখা। (শান্তি প্রস্থানোদ্যত) এ কি, তুমি যাচ্ছ?

শান্তি। হ্যাঁ। আমি চ'লে গেলে হয়তো তুমি মুক্তি পাবে—হয়তো পাপের হাত থেকে বাঁচবে।

মিঃ দত্ত। বাঁচব। শান্তি, তুমি চ'লে গেলে আমি আজ বাঁচব কাকে নিয়ে?

শান্তি। যাদের নিয়ে এতদিন বেঁচেছ—তোমার লোভ, তোমার মোহ। এরা থাকতে আমার কোনো অর্থই নেই তোমার কাছে। তাই

আমাকে যেতেই হবে। তবু একটু আশা নিয়েই আমি যাচ্ছি—ফিরে একদিন আমি আসবই—আর সেদিন আসব তোমার নতুন মানুষটিকে দেখতে।

শান্তি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

মিঃ দত্ত। (দুয়ার ধরিয়া) শান্তি!…(তারপর ধীরে ধীরে আবার তাঁহার আসনে ফিরিয়া আসিয়া হতাশা-মাখানো অভিমানে) বেশ। যাও, যাও। আমি একলাই থাকব।

হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে একটি কণ্ঠস্বর ধ্বনিয়া উঠিল:

—ভয় কি বন্ধু! আমি আছি।—

মিঃ দত্ত। (চকিত বিস্ময়ে) কে, কে?

কণ্ঠস্বর: আমি, বন্ধু, আমি। দেখতে পাচ্ছ না? এই যে।

মিঃ দত্ত চতুর্দিকে তাঁহার ত্রস্ত আঁখ বুলাইয়া দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান গতরাত্রির এক ছায়ামূর্তি।

মিঃ দত্ত। (বিহ্বল কণ্ঠে) তুমি! তুমি আবার এসেছ! আবার এসেছ!

ছায়া। আর দূরে যাব না বন্ধু—এবার থেকে তোমার কাছেই থাকব—সারাক্ষণ থাকব।

মিঃ দত্ত। না না, আমি তো তোমায় চাই নি—তুমি যাও, চ'লে যাও!

ছায়া। পাগল! সে কি হয়!

মিঃ দত্ত। আমি বলছি, আমি তোমায় চাই নে।

ছায়া। কে বলে চাও না? আমিই যে তোমার একমাত্র কাম্য। আমায় চেয়েছ ব'লেই তো আজ বাঁচতে পেরেছ।

মিঃ দত্ত। তোমায় চেয়েছি ব'লে বাঁচতে পেরেছি!

ছায়া। হ্যাঁ বন্ধু হ্যাঁ, আমায় চেয়েছ ব'লেই তো বেঁচেছ। নইলে যে এখুনি ছুটতে ধরা দিতে।...যাক্, ফাঁড়া কেটে গেছে। ভয় নেই বন্ধু, আর আমি তোমায় ছেড়ে যাচ্ছি না।

মিঃ দত্ত। তুমি—তুমি আমায় বাঁচিয়েছ! মিথ্যে কথা। আমি তোমায় ছেড়েছি—আমি নতুন ক'রে বাঁচব—তোমার সে অনুচর বিজয় দত্তকে আমি টুঁটি চেপে মেরে ফেলব।

ছায়া। মেরে ফেলবে! (হাসিতে হাসিতে) বন্ধু, সেই বিজয় দত্তই যে এখন অমর হয়ে বেঁচে উঠল। তাকে মারবে! হাঃ হাঃ হাঃ! বন্ধু, এখন জীবনে মরণে তুমি আমার বন্ধু হয়ে রইলে। ভয় নেই, এ গাঁট কেউ ছিঁড়তে পারবে না। হাঃ হাঃ হাঃ!

মিঃ দত্ত। জীবনে মরণে তোমার বন্ধু!·না না না, আমি তোমায় চিনেছি—তোমায় চিনেছি। তোমায় নিয়ে যদি বাঁচতে হয়, সে বাঁচা আমি চাই নে।

ছায়া। তুমি যে না চাইতেই পাবে বন্ধু, না চাইতেই পাবে। শুধু বাঁচা নয়—ধন, দৌলত, ভোগ, সম্ভোগ—সব।

মিঃ দত্ত। না না, তোমার দেওয়া ধনদৌলত আমি চাই নে—তোমায় নিয়ে বাঁচতে আমি চাই নে, চাই নে—না না না!

ভীতত্রস্ত হরিণের মত মিঃ দত্ত ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন। শূন্য ঘরের মধ্যে প্রতিধ্বনি কাঁপিয়া কাঁপিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল—না না না।

তৃতীয় দৃশ্য

লীনার ড্রইংরুম।

মেঘ-ভাঙা মধ্যাহ্নমুখী রৌদ্রের প্রখর আভায় ঘরখানি আলোকিত। জানালার কাছে দাঁড়াইয়া প্রদীপ—একটু দূরে লীনা। মিহির ও দীপ্তি কৌচে উপবিষ্ট। সমীর অস্থির চরণে পদচারণা করিতেছে।

মিহির। প্রদীপ।

প্রদীপ। আর প্রদীপ কেন ভাই?

সমীর। (তীব্র কণ্ঠে) প্রদীপ, তোর জীবন তোর একার জীবন নয় যে নিজের খুসীমত তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবি। তুই ভুলে যাচ্ছিস—

প্রদীপ। চটিস না সমীর। আমিও এক সময়ে ঐ ভাবতাম—তাই Bernard Shawর মত অনেক বলেছি—My life belongs to the whole community and as long as I live, it is privilege to do for it whatsoever I can.···কিন্তু আজ আর সে সব স্বপ্ন নেই। আমায় ছেড়ে দে ভাই, যাই—আর বাধা দিস নে।

সমীর। (প্রদীপের কাছে আসিয়া মিনতিভরে) প্রদীপ, কেন পাগলামি করছিস? কে কি বলেছে, তারি জন্যে—

প্রদীপ। কতবার বলব যে কে কি বলে প্রদীপ তা কানে তোলে না।

মিহির। (প্রদীপের কাছে আসিয়া) তবে কেন মিছিমিছি এত বড সর্বনাশ নিজের ওপর ডেকে আনছ প্রদীপ?

প্রদীপ। মিছিমিছি নয় মিহির।

সমীর। আচ্ছা, তুই শুধু এটুকু বল্, কেন তুই দোষী হতে চাস, নইলে—

প্রদীপ। সমীর, সে কথা আমি বলব না—বলব না। আমার ইচ্ছে আমি দোষী হচ্ছি—আমায় যেতে দে ভাই।

সমীর। তোর জীবনের সঙ্গে আরো দশজনের ভালোমন্দ জড়িয়ে রেখেছিস—তাদের কথা কি তুই একবারও ভাববি না? এই তোর মনুষ্যত্ব!

সমীরের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ লীনার সম্মুখে গেল—লীনার হাত দুইটি আপন হাতে তুলিয়া লইয়া স্নেহমাখা কণ্ঠে ডাকিল:

প্রদীপ। লীনা!

লীনা। আমার জন্যে তুমি ভেবো না। কিন্তু জীবন ভ'রে এত বড় একটা কলঙ্ক মাথায় নিয়ে তুমি কেমন ক'রে চলবে!

প্রদীপ। তোমার বিশ্বাস আমায় চলবার শক্তি দেবে জানি—তাই এ মিথ্যে কলঙ্ক মাথায় নিতে আমি ভয় পাই নে লীনা!

লীনা। কিন্তু সাধ ক'রে কেন এ কলঙ্ক তুমি নিতে যাবে? অকারণে—

প্রদীপ। সে কথা তুমি জিজ্ঞেস ক'রো না লীনা। তবে হয়তো আমায় বলতেই হবে—আমার অন্যায় হ'লেও। কিন্তু তুমি কি আমায় অন্যায় করতে দেবে, বলো লীনা!

লীনা। বললে যদি অন্যায় হয়, ব'লো না। কিন্তু—

প্রদীপ। আর 'কিন্তু' নয় লীনা। যেতে আমায় হবেই। তুমি বাধা দিলে শুধু মন আরো ব'সে যাবে। (তারপর চতুর্দিকে চাহিতে চাহিতে) কিন্তু মা, মা গেল কোথায়!

দীপ্তি। কোথায় গেছেন তা তো জানি না। তবে এখুনি আসবেন ব'লে গেছেন।

প্রদীপ। আঃ, আমার যে দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সমীর। প্রদীপ, তুই আরেকবার ভেবে দেখ্ ভাই।

প্রদীপ। সাত বছর বাদে এসে আবার ভাবব। আজ আর নয় সমীর।

মিহির। কিন্তু, প্রদীপ, তোমার আদর্শ, তোমার কাজ—

প্রদীপ। (হাসিয়া) আমার কাজ! বিশ্বাস আমি হারিয়ে ফেলেছি ভাই। তবু তোমরা রইলে—তুমি, সমীর, দীপ্তি, লীনা। আপাতত আসামী প্রদীপ তোমাদের মহৎ কাজের থেকে দূরেই রইল।…নাঃ, মা গেল কোথায়? সমীর, বল্ না মা কোথায়? আমার যে দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সমীর। আমি ঠিক বলতে পারছি না। বোধ হয় ঠাকুরবাড়ী গেছেন।

প্রদীপ। (অসহিষ্ণু হইয়া) কিন্তু এখনো আসছে না কেন?

সেই মুহূর্তে প্রদীপের মা প্রবেশ করিলেন—মুখখানি বিষাদের করুণ ছায়ায় ম্লান। প্রদীপ মাকে দেখিয়াই উল্লসিত আগ্রহে মায়ের পানে যাইতে যাইতে বলিতে লাগিল:

প্রদীপ। এই তো! তুমি এলে মা! (মায়ের অশ্রুচিহ্নিত মুখখানির পানে তাকাইয়া) তুমি ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলে, না? কেন মা? এদিকে বলছ ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন—আবার সেই ভগবান কোনো দুঃখ দিলেই তাঁর দরজায় গিয়ে মিনতি ক'রে নালিশ জানাও—কেন মা?

প্রদীপের মা। সত্যিই আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল। তাঁর দেওয়া দুঃখের ওপর হাত দিতে গিয়েছিলাম—তার শাস্তি পেয়েছি।

প্রদীপ। শাস্তি নয় মা, শাস্তি ব'লো না—বলো আশীর্বাদ। দেখবে, সব সোজা হয়ে গেছে। কিন্তু এত দেরি করলে কেন—আমায় যে এখুনি বেরুতে হবে।

প্রদীপের মা। (প্রদীপকে বুকে টানিয়া) যা বাবা, আর আমি তোকে বাধা দেবো না।

এমন সময় হারু দ্বারপ্রান্ত হইতে ডাকিল, "দাদাবাবু!" প্রদীপ ও সমীর দুইজনেই তাকাইল—তাহাদের বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টির সম্মুখে দেখিতে পাইল, হারুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান মিঃ দত্ত—পরিধানে স্লিপিং স্যুট, মূর্তি খিন্ন বিষণ্ণ। কেহ কিছু বলিবার পূর্বেই মিঃ দত্ত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন :

মিঃ দত্ত। প্রদীপ, তোমার সঙ্গে আমার দুটো কথা আছে।

প্রদীপ। (হতবাক্ কণ্ঠ হইতে শুধু বাহির হইল) কাকাবাবু!

প্রদীপের মা। ঠাকুরপো, তুমি এখানে কেন? না না, ঠাকুরপো, তুমি যাও।

মিঃ দত্ত। ভয় নেই বউদি, আমি কোনো ক্ষতি করব না।

প্রদীপের মা। না না না, আমি তোমার ক্ষতিও চাই নে, মঙ্গলও চাই নে। যাও তুমি—মা-ছেলের মাঝে এসে আর দাঁড়িও না।

প্রদীপ। মা, তুমি কিচ্ছু ভেবো না।

প্রদীপের মা। না না, প্রদীপ, আমি ওর কাছে তোকে ছেড়ে দিয়ে যাব না।

প্রদীপ। লীনা, মাকে একটু ভেতরে নিয়ে যাও।

প্রদীপের মা। প্রদীপ—

প্রদীপ। মাগো, এত অস্থির হয়ে পড়ছ কেন? কিচ্ছু ভাবনা নেই, যাও।

প্রদীপ নিজেই তাঁহাকে লইয়া অন্তঃপুরের দুয়ার-অভিমুখে অগ্রসর হইল। লীনা ও দীপ্তি পশ্চাতে চলিল।

প্রদীপের মা। প্রদীপ—

প্রদীপ। (মায়ের কানের কাছে মুখ লইয়া আদরের ভর্ৎসনায়) আবার ! (বলিতে বলিতে তাঁহাকে লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল)

প্রদীপের মা। (নেপথ্যে) প্রদীপ, আমি যে সকালবেলা—

প্রদীপ। মা গো, তুমি বুঝছ না, কাকাবাবুর সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার। তুমি ভয় পেও না, আমি তোমার ঠাকুরপোর সঙ্গে ঝগড়া করব না।

প্রদীপ ফিরিয়া আসিল, তারপর মিহির ও সমীরের পানে তাকাইয়া কহিল :

প্রদীপ। মিহির, সমীর, তোরা একটু ভেতরে যা ভাই।

মিঃ দত্তের পানে একবার তাকাইয়া সমীর ও মিহির ভিতরে চলিয়া গেল।

প্রদীপ। (বিদ্রূপভরা হাসির সঙ্গে) ভয় নেই কাকাবাবু, আনন্দ করুন —আমি এবার সত্যিই স'রে যাচ্ছি। তবে একেবারে স'রে যেতে পারলাম না, তাই একটু দুঃখ র'য়ে গেল।

মিঃ দত্ত। (ক্লিষ্ট কণ্ঠে) প্রদীপ, আজ এ কথা বলবার জোর তোর আছে। কিন্তু তবু তোর কাকার একটা মিনতি—তুই মনোজের সব কথা বিশ্বাস করিস না।

প্রদীপ। ও, মনোজ আমার কাছে এসেছিল, এরই মধ্যে সে খবরও আপনি পেয়েছেন !

মিঃ দত্ত। হ্যাঁ, সে খবর পেয়েই তো ছুটে এলাম।

প্রদীপ। কোনো দরকার ছিল না। আমার কাকার ক্ষতি কোনো দিন চাই নি, কোনো দিন চাইবও না। ভয় নেই কাকাবাবু, আমি

কাউকে কিছু বলি নি, বলবও না। আমার কাকা খুনী হতে চেয়েছিলেন তাঁরই ভাইপোকে মেরে, এত বড় একটা গৌরবের খবর কারুর কাছে প্রকাশ করবার মত মন আমার নয়।

মিঃ দত্ত। না না, প্রদীপ, আমি তা বলি নি। তুই মনোজের কথা বিশ্বাস করিস না, এই শুধু তোর কাছে—

প্রদীপ। বিশ্বাস করব না! (হাসিয়া) আগে হ'লে হয়তো করতাম না। কিন্তু আমার সে আগেকার কল্পনার কাকা আমার সব আশাকে সব বিশ্বাসকে ভেঙে চূরে দিয়ে মিলিয়ে গেছে। (সহসা মিঃ দত্তের একেবারে সম্মুখে আসিয়া) আচ্ছা কাকাবাবু, বলতে পারেন, কেন—কেন আপনি আমায় খুন করতে চেয়েছিলেন?

মিঃ দত্ত। (ত্বরিতে প্রদীপের হাত ধরিয়া ব্যাকুল মিনতিভরে) মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা—প্রদীপ, তুই বিশ্বাস করিস না, আমি বলছি, তুই বিশ্বাস করিস না।

প্রদীপ। এ কথা বলবার জোর আপনার এখনো আছে? আমি সব জানি তা জেনেও এ কথা বলছেন কাকাবাবু?

মিঃ দত্ত। তুই ভুল জানিস, প্রদীপ, ভুল।

প্রদীপ। ভুল!…বলুন, আপনি আমায় সরিয়ে ফেলতে চান নি?

মিঃ দত্ত। হ্যাঁ, কিন্তু

প্রদীপ। থাক্, আর 'কিন্তু' শোনবার কোনো দরকার নেই।… কাকাবাবু, বাবা আপনাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন—এই তার প্রতিদান! বাবা আপনাকে প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতেন—এই তার প্রতিদান! কাকাবাবু, আজ আমি চ'লে যাচ্ছি বটে, কিন্তু আপনার বুকে যে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে যাচ্ছি—তা নিববে না, নিববে না—কোনো দিন নিববে না কাকাবাবু!

মিঃ দত্ত। জানি, প্রদীপ, জানি—আজ আমি জ্ব'লে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছি। তুই আমায় ক্ষমা কর্ প্রদীপ!

প্রদীপ। ক্ষমা! আজ আপনাকে বাঁচাতে আমি জেলে যাচ্ছি দেখে দুটো মুখের কথায় ক্ষমা চেয়ে নিজেকে আর ছোট করবেন না, কাকাবাবু!

মিঃ দত্ত। জেলে তোকে যেতে হবে না প্রদীপ।

প্রদীপ। আপনার influence খাটিয়ে আমায় বাঁচাবেন? আপনি কি মনে করেন, আপনার করুণার দান নেবার মত প্রবৃত্তি আমার আছে?

মিঃ দত্ত। দান নয়, প্রদীপ, দান নয়—আমি নিজেই যাচ্ছি ধরা দিতে।

বিস্ময়ের অভিঘাতে প্রদীপ মুহূর্তকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল—তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাকাবাবুর পানে তাকাইয়া কহিল:

প্রদীপ। এ কি আপনার মনের কথা?

মিঃ দত্ত। হ্যাঁ। প্রদীপ, এ আমার মনের কথা। ছলনার প্রবৃত্তি আর আমার নেই। আমি দোষী—আমিই সব কিছুর আড়ালে রয়েছি—এই কথাই বলতে যাচ্ছি থানায়। শুধু যাবার আগে তোর কাছে ক্ষমা চাইতে এলাম। দাদার কাছে যা অপরাধ করেছি, তোর ক্ষমাতেই তার মার্জনা হয়ে যাবে।

প্রদীপ। (ললাট কুঞ্চিত করিয়া, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া) আপনি যাবেন ধরা দিতে!... এ dramatic poseএর কোনো দরকার ছিল না। কাকাবাবু, এমনি ক'রে মিথ্যের বোঝা বাড়িয়ে তুললে আপনার যে বেঁচে থাকাই কঠিন হয়ে উঠবে!

মিঃ দত্ত। বেঁচে থাকা আমার সত্যিই কঠিন হয়ে উঠেছে প্রদীপ।

প্রদীপ। দুঃখ করবেন না কাকাবাবু! আপনার বাঁচবার পথে কোনো

বাধাই থাকবে না। ধরা আমিই দেবো—আমিই সব দোষ মাথায় ক'রে নেব। আপনার উদ্বিগ্ন হবার কোনো প্রয়োজন নেই।

মিঃ দত্ত। প্রদীপ, আজ যে আমি ধরা দিতে যাচ্ছি, সে শুধু তোর জন্যে নয়।...আমি বাঁচতে চাই নতুন ক'রে—কিন্তু, নিজের কাছে ছোট হয়ে বাঁচা, সে যে মরে থাকা—সেই কথাটাই এবার সব চেয়ে বেশী ক'রে বুঝেছি। মিথ্যের ওপর যে জীবন, সে জীবন যে জীবনই নয়—আমার প্রতি রক্তবিন্দুও সে কথা আজ বুঝেছে। তাই আজ আমায় ধরা দিতে হবে নিজের কাছে বাঁচবার জন্যে।

কাকাবাবুর কথা প্রদীপের মুখে আশা আর সন্দেহের বিচিত্র ভাবাবেগ তুলিতেছিল—সে উন্মুখ হৃদয়ে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিল :

প্রদীপ। কাকাবাবু! আপনি—আপনি সত্যিই এ কথা বলছেন কাকাবাবু!

মিঃ দত্ত। সত্যি, প্রদীপ, আমি আবার বাঁচতে চাই—মানুষ হয়ে বাঁচতে চাই।...বড় জোর ছ-সাত বছরের জেল—এই তো! হোক না। কিন্তু তা আমায় মানুষ ক'রে তুলবে। আমি শুধু মানুষ হতে চাই প্রদীপ, মানুষ হতে চাই!

প্রদীপ। (আনন্দোদ্বেল কণ্ঠে) কাকাবাবু! আপনি সত্যিই বেঁচেছেন! শুধু আপনি বাঁচেন নি—আমাকে বাঁচিয়েছেন—আমার বিশ্বাসকে বাঁচিয়েছেন—আমার আদর্শকে, আমার সত্যকে বাঁচিয়েছেন! মানুষ সত্যিই মানুষ হতে পারবে—পারবে। (আনন্দে উন্মুক্ত

আবেগে কাকাবাবুকে দুই বাহুতে জড়াইয়া ধরিয়া) কাকাবাবু ! আপনি আজ শুধু মানুষ নন—মানুষের সেরা মানুষ।

বিজয় দত্ত প্রদীপের মাথাটি নিবিড়ভাবে বুকে চাপিয়া ধরিলেন তারপর ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে কহিলেন :

মিঃ দত্ত। প্রদীপ, বড়দিকে ডাক, আমি বিদায় নিয়ে যাই।

প্রদীপ। নিশ্চয়। মা এসে তার নতুন ঠাকুরপোকে দেখবে না। কিন্তু একটা কথা আমায় দিতে হবে কাকাবাবু।—আমার পুরনো কাকার কথা মাকে কিছুই বলবেন না। জীবন ভ'রে মা কেবল ব্যথাই পেল। সব কথা শুনলে আরো বেশী ব্যথা পাবে। (তারপর ভিতর পানে তাকাইয়া উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল) মা ! মা গো ! শীগগির এদিকে এস।

মুহূর্ত পরেই "কি হয়েছে রে, প্রদীপ, কি হয়েছে ?" বলিতে বলিতে প্রদীপের মা প্রবেশ ক'রলেন—পশ্চাতে লীনা, দীপ্তি, সমীর, মিহির।

প্রদীপ। মা, চিনতে পারছ আমার কাকাবাবুকে ? লীনা, চিনতে পারছ—চিনতে পারছ আমার কাকাবাবুকে ? সমীর, মিহির, দীপ্তি ! (সকলে বিস্ময়ের আকস্মিক অভিঘাতে যেন বিমূঢ় হইয়া পড়িল) কেউ না ? জানি পারবে না। আমার এ কাকাকে কেউ তোমরা চেনো না। মিহির, সমীর ! কাকাবাবুর সঙ্গে ফিরে পেয়েছি আমার বিশ্বাসকে—আমার আদর্শকে। এবার কেউ আমায় টলাতে পারবে না—কেউ আমায় ভোলাতে পারবে না। কাকাবাবু তাঁর নতুন জীবন দিয়ে আমাদের নতুন সমাজের ভিত্তি পেতে দিলেন। মানুষকে পারব—পারব আমরা বদলাতে।

সমীর। কি হয়েছে প্রদীপ? কিছুই তো বুঝছি না!

প্রদীপ। বুঝবি না, বুঝবি না—এ তোদের বোঝার অতীত। আর কি চাস? কাকাবাবু আজ তোদের মাঝে নেমে এলেন।

সমীর। আমাদেব মাঝে।

প্রদীপ। হ্যাঁ, হ্যাঁ। কত বড একটা জযের গৌরব নিয়ে তিনি এসেছেন, জানিস? সমস্ত লোভ মোহ পাযে ঠেলে কাকাবাবু আজ মানুষ হয়ে এসেছেন।··মাগো, আজ তোমার সেই ঠাকুরপোকে পেলে, যে একদিন তোমার বন্ধু ছিল, সঙ্গী ছিল। শুধু তাই নয়, আজ তোমার সেই ঠাকুরপোকে পেলে যে তোমার ছেলেকে বাঁচাল।

প্রদীপেব মা। (বিহ্বল চিত্তে) তোকে বাঁচিযেছে—ঠাকুরপো তোকে বাঁচিয়েছে।

প্রদীপ। হ্যাঁ মা।

প্রদীপের মা। প্রদীপ, বাবা আমার। (প্রদীপকে ছুটিয়া আসিয়া বুকে জডাইয়া ধরিলেন—ক্ষণপবে বিজয দত্তের পানে তাকাইয়া) ঠাকুবপো, আমি তোমায় ভুল বুঝেছিলাম—আমায় ক্ষমা করো।

প্রদীপ। (আপনাকে মায়ের আলিঙ্গন হইতে ছাডাইয়া লইয়া) আমি তবে চলি মা।

প্রদীপের মা। কোথায়?

প্রদীপ। বাঃ, আমায় কোর্টে যেতে হবে না?

মিঃ দত্ত। কোর্টে। সে কি?

প্রদীপ। হ্যাঁ।

মিঃ দত্ত। কিন্তু তুমি কেন কোর্টে যাবে? আমিই তো—

প্রদীপ। (তাঁহাকে আব বলিতে না দিয়া মায়ের পানে তাকাইয়া)

শুনছ মা, কাকাবাবু আমায় বাঁচাবার জন্যে নিজে ধরা দিতে চান—সব দোষ নিজের ওপর তুলে নিতে চান। কাকাবাবুর এত বড প্রাণটাকে কখনো কি চিনতে ?

মায়ের মুখে কোনো কথা নাই। তীব্র নিরাশার আঘাত তাহাকে যেন হতজ্ঞান করিয়া দিয়াছে।

সমীর। কিন্তু, প্রদীপ, তুই কেন শুধু শুধু দোষ স্বীকার করবি ?

প্রদীপ। দোষ স্বীকার, আমি তাও করব না—নির্দোষিতা, তাও দেখাব না। আমি শুধু বলব, আমার বলবার কিছুই নেই।

মিঃ দত্ত। (আকুল কণ্ঠে) প্রদীপ, আমি যে—

প্রদীপ। কাকাবাবু! জেল হ'লে হবে বড জোর সাত বছরের। আমার জীবনে সাতটা বছব তো কিছুই নয় কাকাবাবু। কিন্তু আজ আপনাকে পেয়েও আপনাব বুদ্ধি, আপনার শক্তি, আপনার মহত্ত্ব যদি আমরা জেলে প'চে মরতে দি তবে আমাদের আদর্শ যে চিরদিনের মত ক্ষুন্ন হয়ে যাবে।

মিঃ দত্ত। কিন্তু প্রদীপ, সব জেনেও তুই—

প্রদীপ। কাকাবাবু, আপনি আমায় কথা দিয়েছেন—আমার পুরনো কাকার কথা একেবারে ভুলে যাবেন।

মিঃ দত্ত। সে যে ভুলতে পারব না প্রদীপ।

প্রদীপ। ভুলতে আপনাকে হবেই। আপনি নতুন ক'রে জন্মেছেন—এখন আপনাকে নতুন জীবনে বাঁচতে হবে।

মিঃ দত্ত। কিন্তু, প্রদীপ, তুই জেলে গেলে সে বাঁচা আমি কখনো বাঁচতে পারব না।

প্রদীপ। পারবেন, কাকাবাবু, পারবেন। আমাদের আদর্শকে, আমাদের কাজকে বুকে তুলে নিন, সব গ্লানি মুছে যাবে। মানুষকে

ভালবেসে তাদের মাঝে নেমে আসুন, সব কলঙ্কিত অতীত ধুয়ে যাবে। সত্যি ক'রে বাঁচবার সুযোগ আজ ভগবান আপনাকে দিলেন। আপনি এ সুযোগ ব্যর্থ হতে দেবেন কেন, কাকাবাবু!

মিঃ দত্ত। (বিহ্বল কণ্ঠে) প্রদীপ! সত্যিই তুই মহৎ! আজ আমি তোর কাছে এসেছিলাম, হয়তো বা স্বার্থপর একটি আশাই আমায় টেনে এনেছিল। কিন্তু সে বিজয় দত্ত এবার একেবারে ম'রে গেল।···প্রদীপ, তুই আজ আমায় বাঁচিয়ে দিলি—আমায় বাঁচতে দিলি। ভগবান আমায় তোর এ দানের যোগ্য করে তুলবেন, নিশ্চয় তুলবেন। আজ তোর আদর্শ, তোর বিশ্বাস, আমার হ'ল। যদি জেলেই তোকে যেতে হয়, তুই ফিরে এসে দেখবি, তোর সাধনাকে সফল ক'রে তুলেছি প্রদীপ, সফল ক'রে তুলেছি।

সমীর। কিন্তু প্রদীপ, স্বেচ্ছায় কেন নিজের সর্বনাশ করতে যাচ্ছিস? উকিল ব্যারিস্টার—

প্রদীপ। ও কথা ভুলে যা সমীর। আমি যাচ্ছি—যেতে আমায় হবেই।

সমীর। যেতে হবেই?

প্রদীপ। হ্যাঁ, যেতে হবেই। আমার জন্যে দুঃখ করিস না—আমাদের আদর্শের চেয়ে তো আর আমি বড় নই। শুধু মনে কর্, আদর্শকে সফল ক'রে তোলবার জন্যেই আজ আমায় যেতে হচ্ছে। তবুও যদি মনকে বোঝাতে না পারিস, তবে মনে কর্ এটা আমার ত্যাগ। একজনেরও ত্যাগ না থাকলে আমাদের নতুন সমাজ গ'ড়ে উঠবে কোন্ ভিত্তির ওপর? (তারপর লীনার কাছে গিয়া লীনার অশ্রু স্নেহভরে মুছাইয়া দিতে দিতে) লীনা! তুমি কাঁদছ? ছিঃ, কাঁদে না। আজ শুধু আনন্দ করবে। আমাদের আদর্শ যে সফল হবার

মুখে—আমাদের নতুন সমাজের প্রথম মানুষটিকে আজ আমরা পেয়েছি।

লীনা। কিন্তু তুমি রইবে দূরে—

প্রদীপ। দূরে নয় লীনা! আমি তো তোমার মাঝেই বেঁচে থাকব এখানে। প্রদীপের সাতটা বছরের না-থাকা, তা যে ভ'রে তুলবে প্রদীপের লীনা। সে বিশ্বাস আমার আছে ব'লেই আজ স'রে যেতে এতটুকু দুঃখ ভাবনা আমার নেই। (তারপর মায়ের কাছে গিয়া) মাগো, তুমিও কাঁদছ! কেঁদো না—আমার বীরজননী কি কাঁদে!

প্রদীপের মা। প্রদীপ, বাবা আমার, তোকে ছেড়ে—

প্রদীপ। উঁহুঁ। বলো—বলো, 'আমি প্রদীপের মা।'

প্রদীপের মা। (একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়া) প্রদীপ!

প্রদীপ মাকে বুকে চাপিয়া ধরিল—তারপর তাঁহাকে লইয়া লীনার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। একপাশে লীনা ও আরেকপাশে মাকে লইয়া প্রদীপ সমীরদের পানে তাকাইয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিল:

প্রদীপ। দীপ্তি, মিহির, সমীর! আজ তোমাদের হাতে আমার দুটি জিনিস দিয়ে যাচ্ছ—আমার মা আর আমার লীনা। আর তারি সঙ্গে দিয়ে যাচ্ছি আমার বিশ্বাসকে, আমার আদর্শকে! আমি জানি, মানুষের কামনা বাসনাকে আমরা বদলাতে পারব। আমি জানি, মানুষের স্বভাবকে বদলে আমরা মানুষকে প্রকৃত মানুষ ক'রে তুলতে পারব! আমাদের সেই নূতন মানুষের যে ভাবী সমাজ হবে, তারি উদ্বোধন হ'ল আজ—এখানে—কাকাবাবুর নবজীবনের উদ্বোধন দিয়ে। হয়তো অনেক বাধা বিদ্বেষ আসবে একে নষ্ট করতে। কিন্তু আমি জানি, এ উদ্বোধন কখনো ব্যর্থ হবে না।

আমি জানি, আমাদের এ ব্রত দৃঢ় পায়ে এগিয়ে যাবে—উদ্‌যাপনের দিকে। সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় দূরের বছর ক'টা আমি মহা আনন্দে কাটিয়ে দেবো। (তারপর মায়ের পানে তাকাইয়া) মাগো! এবার তবে আমি যাই!

নীরব চোখের জলে মা তাহাকে বুকে টানিয়া লইলেন গভীর আলিঙ্গনে—তারপর ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দিলেন। প্রদীপ লীনার দুইটি হাত তুলিয়া লইয়া নিবিড়ভাবে পরশ করিয়া কহিল:

প্রদীপ। লীনা, এবার তবে যাই!

লীনা অশ্রুভরা আঁখি মেলিয়া প্রদীপের পানে তাকাইয়া রহিল। মুহূর্তকাল। ধীরে ধীরে লীনার হাত ছাড়িয়া দিয়া কাকাবাবুর কাছে গিয়া প্রদীপ ডাকিল:

প্রদীপ। কাকাবাবু!

উদ্বেলিত হৃদয়ে বিজয় দত্ত প্রদীপকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। ধীরে আপনাকে মুক্ত করিয়া সমীরদের পানে চাহিয়া প্রদীপ কহিল তাহার বিদায়-বাণী:

প্রদীপ। তবে আসি।

তারপর দৃঢ় চরণে স্থির দৃষ্টি সম্মুখে রাখিয়া প্রদীপ চলিতে লাগিল—দুয়ার-অন্তরালে তাহার মূর্তি মিলাইয়া গেল।

লীনা প্রদীপের মায়ের এক হাত ধরিয়া সেদিকপানে চাহিয়া নিস্তব্ধ আবেগে দাঁড়াইয়া রহিল। সমীর ধীরে তাঁহার আরেক পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। একে একে বিজয় দত্ত, দীপ্তি, মিহির—সকলে আসিয়া স্থান লইল প্রদীপের মায়ের কাছে।

দূর হইতে ভাসিয়া-আসা প্রদীপের চরণ-ধ্বনি ধীরে নীরবতায় লীন হইয়া গেল।

সহসা সেই বাণীহারা বেদনার স্তব্ধতা দীর্ণ করিয়া প্রদীপের মা উদ্বেলিত ব্যথায় কাঁদিয়া ডাকিলেন :

প্রদীপের মা। প্রদীপ!

সমীর তাঁহাকে বাহুতে আবেষ্টন করিয়া অশ্রুবিকল কণ্ঠে শুধু কহিল :

সমীর। পিছু ডেকো না মাসীমা, আজ আর ওর পিছু ডেকো না।

"দিগন্তিকা"
কৃষ্ণাত্রয়োদশী, ভাদ্র
১৩৪৯

শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরীর

"মৈত্রেয়ী"

সম্বন্ধে মনস্বীদের অভিমত

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

লিখিয়াছেন—

শ্রীমান শুভব্রতের রচিত "মৈত্রেয়ী" বইখানি পেয়েছি। তাঁর কল্পনাশক্তি ও রচনাশক্তি আছে একথা স্বীকার করি।· ·আশীর্ব্বাদ করি শ্রীমান শুভব্রত সাহিত্যসাধনায় সার্থকতা লাভ করবে।···সংক্ষেপে লিখলেম, আমার শক্তির ক্ষীণতাই তার কারণ।······

রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, D. Litt.

লিখিয়াছেন—

···তরুণ লেখক যে বাস্তব জগতের দৈহিক সুখ-লিপ্সু নায়ক-নায়িকার কথা ছাড়িয়া ধ্যানের আনন্দ-লোক ও ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণীর পূত দাম্পত্য প্রেমকাহিনী শুনাইবেন ইহা কেহ প্রত্যাশা করেন নাই। তাঁহার আদর্শের উচ্চতা ও লক্ষ্যের পবিত্রতা আমাদিগকে বিস্মিত করিতেছে। বালক গ্রন্থকার সত্যই ধ্রুব-প্রহ্লাদের মত ভূমার আহ্বানে ধরা দিয়াছেন। যে সকল চিত্র শ্রীমান শুভব্রত আঁকিয়াছেন, তাহা চাল-চিত্রে আঁকা পৌরাণিক দেবলীলার মত ঊর্দ্ধ হইতে আমাদিগকে আকৃষ্ট করিতেছে।···এই পুস্তকের ভাষা নির্ঝরের মত অবাধ ও মুক্ত—কবিত্বের সৌরচ্ছটায় দীপ্ত, ভাব সংযত, গম্ভীর ও সুরুচিপূর্ণ। শিশির-স্নাত শেফালির মত এই পুস্তকখানি আমাদের নিকট বড়ই উপাদেয় বোধ হইতেছে।···

প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর

লিখিয়াছেন—

'মৈত্রেয়ী' পড়িয়া চমৎকৃত হইয়াছি। লেখক তরুণ কিন্তু এই বয়সে তিনি যে প্রাথমিক পরিচয় দিলেন তাহা অনন্য-বিলক্ষণ ভবিষ্যতের সূচনা করিতেছে। ইহাকে প্রতিভা বলিব? না, জন্মান্তরের অর্জ্জিত সংস্কার বলিব?

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, M. A., P. R. S., D. Litt (London)

লিখিয়াছেন—

..."মৈত্রেয়ী" চিত্রনাট্যে শ্রীমান শুভব্রত তত্ত্বকথা ও রসন্যাস, এই উভয় প্রকারের রসবস্তু পরিবেশন করিয়াছেন। বইখানি হইতে একাধারে লেখকের প্রাচীন সাহিত্য অনুশীলন, ভারতের সনাতন আধ্যাত্মিক বাণীর প্রতি আকর্ষণ, সংস্কৃতিপূর্ণ দৃষ্টিকোণ এবং শক্তিময় প্রকাশভঙ্গীর যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মৈত্রেয়ী ও যাজ্ঞবল্ক্যের কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া এই অভিনব নাট্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতের উপনিষদ ও মহাভারতের যুগের সম্বন্ধে আমাদের যে কল্পনোজ্জ্বল ধারণা আছে, যে ধারণা সুপ্রাচীন যুগ হইতে কালিদাস প্রমুখ মহাকবিগণকে অনুপ্রেরণা দিয়া আসিয়াছে, তরুণ কবি ও লেখক তাঁহার সার্থক রচনায় তাহারই উদ্বোধন করিয়াছেন।...

ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার, M. A., Ph. D.

লিখিয়াছেন—

উপনিষদেব যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর কথা নিয়ে এ নাটক রচিত হলেও শ্রীমান শুভব্রত তাঁর মানস দৃষ্টি দিয়ে, কল্পনার শক্তি দিয়ে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি গড়ে তুলেছেন।...ভাবের প্রসন্নতা, উদারতা, বিশালতা পুস্তকখানির বিশেষত্ব। পুস্তকখানি পড়লে সাত্বিকী বৃত্তিতে অন্তর উল্লসিত হয।...ভাবের শুচিতায় ও ভাষার শান্ত ওজস্বিতায় পুস্তকখানি করে শুদ্ধ আনন্দের পরিবেশন।...লেখক তরুণ হলেও তিনি ভাষা ও ভাবসম্পদেব বিপুল অধিকারী। সাধনাপূত যাজ্ঞবল্ক্যের জ্ঞানের উন্মেষের ও সমাধি-মগ্ন মৈত্রেয়ীব অন্তরে আবিব প্রকাশের কথা বলতে গিযে লেখক এমন উদাত্ত গাম্ভীর্য্য সৃষ্টি করেছেন তাতে মনে হয তিনি আবির সাধক—তাঁব চিত্তশতদল এ আবিতে উদ্ভাসিত!

Benares Hindu University হইতে

মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ

লিখিয়াছেন—

"মৈত্রেয়ী" রচয়িতা শ্রীমান শুভব্রত বায় চৌধুরী ভাইজীবনকে কি বলিয়া প্রশংসা করিব তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। এমন অল্পবয়সে এমন উদার ভাবপূর্ণ সরস চিত্রনাট্য যিনি রচনা করিতে পারেন তিনি যে লোকোত্তর প্রতিভাশালী সুকবি তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই নিঃসঙ্কোচে বলিবেন ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁহার "মৈত্রেয়ী"তে উৎকৃষ্ট মহাকাব্য রচনার অনুকূল সকল সামগ্রীর সমাবেশ দেখিয়া বড়ই

সন্তোষ লাভ করিয়াছি—এমন আশাসমন্বিত সন্তোষ এ জীবনে এই নূতন বলিয়াই মনে হয়।

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, M. A., Ph. D.

লিখিয়াছেন—

…তরুণ লেখকের ভাষার মধ্যে এমন একটা সংযত শ্রী, শান্ত, নিয়মিত সৌন্দর্য্যবোধ আছে যাহা পরিণত রচনাতেও বিরল। তপোবনের শান্ত রসাস্পদ জীবনযাত্রার যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহার গাম্ভীর্য্য ও আন্তরিকতা হৃদয়কে স্পর্শ করে। অথচ এই আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ আবেষ্টনের মধ্যেও ঈর্ষ্যা, অসূয়া, ক্রোধ, আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস প্রভৃতি সাধারণ মানবপ্রবৃত্তির আবির্ভাব বাস্তবতার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর প্রেমনিবেদনের মধ্যে যে অকুণ্ঠিত সারল্য, যে ঋজু লৌকিক ছলনাহীন স্ফুরণ ও পূত মহিমা অনুভব করা যায় তাহার জন্যও লেখক পূর্ণ প্রশংসার অধিকারী।…

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় Kt.

লিখিয়াছেন—

রবীন্দ্রনাথের নিকট যখন ইহার আদর হইয়াছে তখন যে কোন সাহিত্যিকের নিকট প্রশংসা লাভ করিবে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী, M. A., P. R. S.

লিখিয়াছেন—

রীতির পারিপাট্যে, ভাবরসের পরিস্ফুরণে, প্রতিপাদ্য বিষয়ের গাম্ভীর্য্যে, ভাষার মধুময় সৌন্দর্য্যে, বহুমুখী চরিত্রসমূহের যথাযথ চিত্রণে

ও শাশ্বত সনাতন ধর্ম্মের পূত আদর্শের প্রতি সুগভীর নিষ্ঠায় নবীন লেখকের লেখনীধারণ সার্থক হইয়াছে।…

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন, কাব্যতীর্থ, M. A., P. R. S.

লিখিয়াছেন—

"মৈত্রেয়ী" বইখানি সুন্দর হইয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর। নাট্যখানির সুর উঁচু গ্রামে বাঁধা, আবার নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত, নাটকীয় মুহূর্ত্ত—সে সকলেরও অভাব নাই। শ্রীমান শুভব্রত অন্বর্থনামা।…

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্-ভাইসচ্যান্সেলর ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, M. A, BAR-AT-LAW, D. LITT.

লিখিয়াছেন—

"মৈত্রেয়ী" পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি।

মাননীয় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস

Speaker, Assam Legislative Assembly

লিখিয়াছেন—

গ্রন্থের বিষয়বস্তু কি ভাবে একটি সপ্তদশবর্ষীয় যুবকের সুনিপুণ তুলিকায় একটি মনোহারীরূপ লাভ করিয়াছে তাহা সম্যক উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় পাইয়াছি।…

হিন্দু মিশনের প্রেসিডেণ্ট শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ

লিখিয়াছেন—

শ্রীমান শুভব্রতের রচিত 'মৈত্রেয়ী' চিত্রনাট্য সকল দিক দিয়াই বিস্ময়কর সৃষ্টি। গ্রন্থকার যে রুচি ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব! পাঠ আরম্ভ করিয়া অজ্ঞাতসারে যখন শেষ পৃষ্ঠার শেষ ছত্রে উপনীত হইলাম, তখন মনে হইল, মৈত্রেয় ঋষির তপোবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছি।······

খ্যাতনামা সাহিত্যিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

লিখিয়াছেন—

লেখক নবীন হলেও চরিত্র সংগঠনে ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।···

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী

লিখিয়াছেন—

লেখকের রচনায় শক্তি আছে এবং ইহাতে তাঁহার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে বলিতে হইবে ভবিষ্যতে ইনি বঙ্গ-সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইবেন।·

প্রিন্সিপাল রায় পদ্মিনীভুষণ রুদ্র বাহাদুর

লিখিয়াছেন—

এইরূপে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ লেখকের শক্তির পরিচায়ক। শিল্পী তাঁহার নিপুণ তুলিকাসম্পাতে প্রাচীন ভারতের এক মধুময় চিত্র পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন।···

প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর রায়

লিখিয়াছেন—

"মৈত্রেয়ী" নামক চিত্রনাট্যখানি পাইয়া পাঠ করিলাম। ইহা পাঠে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি দুইটি কারণে; গ্রন্থকার যে প্রাচীন ভারতের বিশেষত্ব বুঝিয়াছেন এবং বালক হইলেও তাহার বিশেষত্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, ইহা নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয়। বালকের ভাষার উপর ক্ষমতা ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ দেখিয়া আমি অবাক হইয়াছি।...এই বালককে আনন্দে ক্রোড়ে ধারণ করিবার ইচ্ছা আমার হইতেছে। যিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে জ্ঞান দিয়াছিলেন, তিনিই আমাদের সকলের জ্ঞানগুরু এবং তিনিই বিশেষভাবে এই বালককে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।...

কবিবর যতীন্দ্রমোহন বাগচী

লিখিয়াছেন—

তোমার "মৈত্রেয়ী" চিত্রনাট্য পাঠ করে বাস্তবিকই বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছি। বিস্মিত এই ভেবে যে তুমি এই কিশোর বয়সে আমাদের আদর্শ ও ধর্ম্মের উন্নত উচ্চ সুরটি কি করে আয়ত্ত করতে পেরেছ, আর আনন্দিত, তোমার চরিত্রসৃষ্টি ও রচনানৈপুণ্য দেখে। একান্ত আশা ও আনন্দের সঙ্গে তোমার ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে রইলাম। সে ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল হয়ে বঙ্গভাষার মুখ একদিন উদ্ভাসিত করে তুলবে সে বিষয়ে আমি সন্দেহমাত্র রাখি না।

কবিবর কুমুদরঞ্জন মল্লিক

লিখিয়াছেন—

"মৈত্রেয়ী" চিত্রনাট্য পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। এই প্রগতির যুগে যখন দেশের মানসিক আবহাওয়া কলুষিত, যখন আমরা আমাদের সনাতন আদর্শ হইতে অজ্ঞাতে সরিয়া আসিতেছি সেই যুগসন্ধিস্থলে একজন প্রতিভাবান কিশোর ছাত্র যে এমন একখানি স্নিগ্ধ পবিত্র সুন্দর নাটিকা রচনা কবিয়াছেন ইহা জাতির জীবনে একটা শুভ সূচনা। আমি বইখানি পড়িয়া মুগ্ধ হইযাছি। শ্রীমান শুভব্রতের শুভ ব্রত জয়যুক্ত হউক—দেশের অকল্যাণ দূরীভূত হউক—শুভ যুগের সূচনা হউক।

শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, I. C. S.

লিখিয়াছেন—

"মৈত্রেয়ী" পাঠ করেছি। লেখক বয়সে নবীন হলেও লেখনীর শক্তিমত্তার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন সন্দেহ নাই। নাট্যের পবিকল্পনা, ঘটনার সমাবেশ এবং ভাষা সবই সুন্দব হয়েছে। ভবিষ্যতে বঙ্গ-সাহিত্যে লেখক নিজের জন্য বিশিষ্ট স্থান অর্জ্জন করে নেবেন মনে হয়।

শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, I. C. S.

লিখিয়াছেন—

"মৈত্রেয়ী" পড়ে বড় ভাল লেগেছে দুটি কারণে—তোমার তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু মনেব আসঙ্গলাভে আর তোমার অকুণ্ঠিত কল্পনাকুশলতার পরিচয়ে। উপনিষদিক যুগের জ্যোতির্ম্ময় ভাবমণ্ডলের পরিবেশ তুমি

রচনা করতে পেরেছ, সার্থক অতীতানুভূতির আবেগকে তোমার বিশুদ্ধ মার্জ্জিত ভাষা পঙ্গু করে নি—তার সাবলীল বাহনের কাজই করেছে। …বর্ত্তমানে আত্মঘাতী সভ্যতার অন্তর্নিহিত সংঘর্ষের কঠিন আঘাতে মানুষ যে-দিন আবার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হবে সেদিনকার বিশ্বসভায় মৈত্রেয়ীর বাণীই হবে ভারতের বাণী,—আধুনিকের ধার-করা যত সুকৌশল বচন সবই পর্য্যবসিত হবে অপ্রয়োজনীয় বাহুল্যে।

অধ্যাপক ডক্টর সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, M. A., Ph. D.

লিখিয়াছেন—

"মৈত্রেয়ী" উপনিষদের ঋষিচরিত্র অবলম্বনে রচিত একখানি চিত্রনাট্য। ভাবের পবিত্রতায় ও ভাষার লালিত্যে গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় হয়েছে। অধুনা বাংলা ভাষায় এরূপ সুরুচিসঙ্গত গ্রন্থ খুব কম দেখা যায়।

অধ্যাপক ডক্টর সরোজকুমার দাস, M. A., P. R. S., Ph. D. (London)

লিখিয়াছেন—

শ্রীযুক্ত শুভব্রত রায় চৌধুরীর "মৈত্রেয়ী" সঙ্গক চিত্রনাট্যখানি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভাবের ঔদার্য্যে, ভাষার গাম্ভীর্য্যে ও রসের লালিত্যে ইহা এক অতুলনীয় সাহিত্য-সম্পদ।…

পাটনা কলেজের অধ্যাপক ডক্টর ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত, Ph. D.

লিখিয়াছেন—

আধুনিক বাংলা তরুণ সাহিত্যের সম্পর্কে প্রবীণদের যে নৈরাশ্য ও উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে "মৈত্রেয়ী" পাঠ করিলে উহা বহুলাংশে দূরীভূত হইবে। ব্রহ্মলাভের জন্য যৌবনের তেজ, দৃঢ়তা ও আশাশীলতা প্রয়োজনীয় ; ধর্ম্ম ও শ্রেয়ঃ লাভ করিতে হইলে অসত্য ও অন্যায়ের সহিত সংগ্রাম করা আবশ্যক ; তাহা প্রকৃত যুবকের পক্ষেই সম্ভব, স্থবিরের পক্ষে নহে। সাহিত্যে মহত্বের আস্বাদের জন্যও তারুণ্যের ঊর্দ্ধমুখী আবেগ অপরিহার্য্য। "মৈত্রেয়ী" এই সত্যেরই সাক্ষ্য দিতেছে। তরুণ-সাহিত্য-প্রতিভার বিকাশ "মৈত্রেয়ীর" পত্রে পত্রে সুস্পষ্ট কিশোর সাহিত্যিকের এই অনুপম চিত্রনাট্য যুগপৎ আশা, বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার করে।

অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ, M. A., B. L.

লিখিযাছেন—

শ্রীমান শুভব্রত রায় চৌধুরী প্রণীত "মৈত্রেয়ী" নামক চিত্রনাট্যখানি পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছি। লেখক কলেজের ছাত্র ; যখন এই গ্রন্থখানি রচনা করেন, তখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন ; বয়স তখন সতের বৎসর মাত্র—বালক বলিলেই হয়। অথচ যে ভাবে তিনি বৈদিক যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ীর উপাখ্যান অবলম্বনপূর্ব্বক নানা বিচিত্র চরিত্রের অবতারণা করিয়া এবং নানাবিধ ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের সমাবেশ করিয়া নাটকখানিকে পরম পরিণতির দিকে পরিচালিত করিয়াছেন,

তাহা শুধু কিশোর গ্রন্থকারের পক্ষে কেন, যে কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের পক্ষেও প্রশংসনীয়। ঐ ত গেল শুধু চিত্রনাট্যখানির আখ্যানবস্তুর দিক দিয়া। কিন্তু ভাষার গাম্ভীর্য্যে, রুচির শালীনতায়, আদর্শের শুচিতায় এই গ্রন্থখানি ধ্যানগম্ভীর, তপঃপূত, শুচিস্মিত আর্য্য সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল বৈদিক যুগেরই উপযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থখানির এই দিকটাই আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট, মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়াছে। বস্তুতঃ শীঘ্রও এ ধরণের গ্রন্থ বাংলাতে পড়িয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না—বেশী আছে বলিয়াও মনে হয় না। পাঠান্তে সত্যই মনে হয় যেন মন্দাকিনী-নীরে অবগাহনপূর্ব্বক শান্ত স্নিগ্ধ পূত হইয়া উঠিলাম!......

বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত প্রখ্যাতনামা মনস্বীগণেরই এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতেও সুবিখ্যাত সুধীবৃন্দের এইরূপ উচ্ছসিত প্রশংসায় "মৈত্রেয়ী" নাটকখানি অভিনন্দিত হইয়াছে।

প্রবাসী, প্রবর্ত্তক, Teacher's Journal, Amrita Bazar Patrika, আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, প্রভৃতি পত্রিকাবলীর উচ্চ প্রশংসায় অভিনন্দিত। Benares Hindu University কর্ত্তৃক পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচিত।

মূল্য : দুই টাকা দশ আনা

প্রাপ্তিস্থান :—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা